আসামী কারা

নীলকণ্ঠ

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৬

ঘোষণা প্রথম প্রকাশ :
পৌষ ১৮৮২ শকাব্দ। ডিসেম্বর ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ

প্রচ্ছদ চিত্র : ধ্রুব রায়

প্রকাশক : কৃষ্ণলাল ঘোষ
সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড
৯, রায়বাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মুদ্রক : শ্রীদুর্গাপদ ঘোষ
রূপলেখা প্রেস
২৮এ, কালিদাস সিংহ লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : মোহন প্রেস

বাঁধাই : নিউ ইণ্ডিয়া বাইণ্ডার্স

দাম : সাড়ে তিন টাকা মাত্র

মায়েব পব যাব কাছে আমার ঋণের শেষ নেই

সেই স্বর্গতা 'ইচ্ছে-মা'র স্মরণে

এই গ্রন্থের নাম প্রথমে 'এক ঝাঁক পায়রা' বলে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল ইচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্যে।

—নীলকণ্ঠ

নীলকণ্ঠের অন্য বই :

চিত্র ও বিচিত্র : বসন্ত কেবিন : জীবনরঙ্গ : অন্য ও প্রত্যহ : নব-বৃন্দাবন : একটি অশ্রু, দুটি রাত্রি ও কয়েকটি গোলাপ : দ্বিতীয় প্রেম : এলেবেলে : ট্যাক্সির মিটার উঠছে ॥

আসামী কারা

আসামে যা হবার তা হয়ে গেল। এখন কার দায়িত্ব কতটা এই বাঙালীবধ মহাকাব্য রচনায়, তাই নিয়ে লোকসভায় (স্ত্রালোকসভায় বললেই ঠিক হ'ত; কিন্তু তা হয় না, কারণ তাতে লোকসভার অধিকার ক্ষুণ্ণ করার অপরাধ হয়; তাই লোকসভাই লিখলাম) তুমুলকাণ্ড খবরকাগজের প্রথম পাতায় অবলোকন করতে করতেই আমার মফঃস্বলে চালু সেই অনবদ্য গল্পটি মনে পড়েছে। ছোট ভাই লিখছে বড় ভাইকে: 'গতকাল সন্ধ্যায় বাটীর দক্ষিণ দিকে পুকুরঘাট সংলগ্ন জামরুল গাছের নীচে বড় বউদিকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে পাড়ার হরি গুণ্ডা বলাৎকার করেছে। এখন কি কর্তব্য জানাও।' ছোট ভাইয়ের চিঠির জবাবে জানায় বড় ভাই: 'হরি গুণ্ডাকে কিছু বোলো না, কারণ তাহলে প্রাণে মারা পড়তে হবে এবার আমাদেরই। বড় বউকেও কিছু বোলো না কারণ তিনি বাড়ীর বড়। আমি সামনের সপ্তাহে দেশে গিয়ে জামরুল গাছ কাটিয়ে ফেলছি।'

গল্পটি স্থূল। কিন্তু আসামের ব্যাপারে প্রমাণ হয়ে গেছে ভারত

সরকারের চামড়া গণ্ডারের চেয়েও স্থূল। তাই। নাহলে এই এক গল্পই বক্তৃতার বদলে পার্লামেণ্ট অথবা এসেম্বলীতে ঝাড়তে পারলে হুলুস্থুল আনতে পারত এমন, যাতে আসামীরাও লজ্জিত না হোক আসামী ভাষা ভুলে যেত। কিন্তু সেকথার জন্যে এ রচনা নয়।

আসামী কারা? —এ প্রশ্নের উত্তর দেবার চেয়ে অনেক সহজ যার আন্সার করা তা হচ্ছে, আসামী কারা নয়; আসামে যারা বাঙালী এবং বাংলা ভাষা নিধনে উন্মত্ত হয়েছে কেবল তারাই আসামী? যারা সব দেখে সব জেনে লোকসভায় ওপনলি বলতে পারলে, আসামীরা ফাইন জেণ্টলমেন তারা আসামী নয়? সেই কথা শোনবার পর এখনও পর্যন্ত যারা লোকসভার সদস্যপদে ইস্তফা দিতে সাহস করেনি সেই কাপুরুষেরা আসামী নয়?

নাবালিকা হরণের অথবা সাবালিকার শ্লীলতাহানির অপরাধে যারা আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ায় তারাই শুধু আসামী? সংখ্যাহীন লোককে গৃহহীন, অসংখ্য স্ত্রীলোককে সতীত্ববিহীন করলো যারা এবং যারা দাঁড়িয়ে দেখলো এবং এখনও যারা লোকসভায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাদ-প্রতিবাদ-উন্মত্ত তারা আসামী নয়?

অবাঙালী ভারতের কথা ছেড়েই দিলাম, বাংলাদেশ থেকে বাঙালী যখন আসামীরা যার মতে ফাইন জেণ্টলমেন তার কাছে খোলা চিঠি দেয়: 'আপনিই সব; আপনার দিকেই তাকিয়ে আছি।' তখন আসামে জন্মায়নি বলেই কি সে আসামী নয়? বাংলা দেশে বাঙালীই যখন বাংলা কাগজে লেখে বিদ্যাসাগর বাঙালীর ঐতিহ্য নন, তখন বাঙালী আসামীর চেয়ে কম কিসে? বরং সেই প্রথম আসামী বাঙালীর সন্ধান মেলে আদালতের কাঠগড়ার বাইরে। অবশ্য ইতিহাসের আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় বাঙালীর দাঁড়ানো এই প্রথম নয়। সুভাষচন্দ্রকে যারা বলেছিলো ফিফ্থ কলামনিস্ট, পঞ্চমবাহিনীর নেতা, জাপানের দালাল তারা সবাই অবাঙালী নয়; অনেকেই বাঙালী।

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু হলো কাশ্মীরে। লোকসভায় তিনি জানাতে

চেয়েছিলেন যে, কাশ্মীরে ভারত-বিরোধী কার্য্যকলাপে নিযুক্ত আছেন শেখ আবদুল্লা! নেহরুর মনে বড় লেগেছিলো। শ্যামাপ্রসাদের ক যখন সত্য হলো তখন শ্যামাপ্রসাদ নেই। ভারত সরকার অথবা নেহরু সাহস হলো না ত্রুটি স্বীকারের: বাঙালী তার প্রতিবাদ করেনি শ্যামাপ্রসাদের মৃতদেহ নিয়ে চিৎকার করেছে: ঘাতকের রক্ত চাই তারপর রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে এক কাপ চা আর সেই দিন সন্ধ্যাতে কারুর কারুর বায়স্কোপ দেখার পর! এরা কিন্তু আসামী নয় বাঙালীর বিরুদ্ধে, বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে অবাঙালী ভারতের অসঙ্গ ব্যবহারের নিদর্শন যেন আসামেই এই প্রথম? সুভাষচন্দ্রকে কুই ইণ্ডিয়া বলবার আগেই কুইট কংগ্রেস বলেছিলো কারা? কেব অবাঙালী? কংগ্রেস ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতি অপমৃত্যু ঘটে গেছে, বলেছিলো কারা? কেবল অবাঙালী? কোনও কোনও বাঙালী যত বেশি উপহাস করেছে সুভাষকে 'ডা বলে, অন্য প্রদেশ সে তুলনায় সুভাষকে কিছুই বলেনি। গান্ধীর আদে অমান্য করে তারা ভোট দিয়েছিলো সীতারামায়াকে নয়; সুভাষকে পাঞ্জাব আজও বিশ্বাস করে সুভাষ সত্যিই স্প্রিংগিং টাইগা শ্যামাপ্রসাদের প্রভাব উত্তর ভারতে আজও অটুট। বাংলা দে শ্যামাপ্রসাদ ইতিমধ্যেই বিস্মৃত। আজ শ্যামাপ্রসাদ বেঁচে থাকলে আসামে যা হয়ে গেছে তা হতে পারত কি?

কংগ্রেস অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে সংগ্রাম করলো: কিসের জন্যে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার জন্যে। সেই সংগ্রামে রক্ত দিলো পূর্বব কত লোক ফাঁসি গেলো; দ্বীপান্তর হলো কত লোকের; জেল হলো স্বাধীনতা এসে পৌঁছবার আগেই গদির লোভে গদগদ কংগ্রেস-বীরে জাতির জনকের পর্যন্ত উপদেশ অগ্রাহ্য করে দ্বিখণ্ডিত ভারতের প্রস্ত মেনে নিলো কথামালার গাছে-উঠে-পড়া আদর্শ বন্ধুর মতো। মনে প যায় কাজীর বিচারের কাহিনী: একটি মাত্র সন্তানকে দুজন স্ত্রীলোক দ

করে তাদেব সন্তান বলে। কাজী যখন দ্বিখণ্ডিত কববাব আদেশ দেয়, ভাগ কবে দেবাব ভান কবে তখনই হাহাকাব কবে ওঠে মাতৃহৃদয় ঃ ওকে কেটো না; আমাব চাই না সন্তান, দিযে দাও অন্য দাবীদারকে। মুহূর্তে কাজীব কষ্টিপাথবে কষা হযে যায়, আসল মা কে? ভাবি কাটতে দিতে বাজি ছিল যে সন্তানকে সে আসল মা নয় বলেই বাজি হয়েছিলো। তাহলে ভাবতেব গদিতে আজ যাবা গদা হাতে আসীন তাদেব ভাবতেব সঙ্গে কি তাহলে পূর্ববঙ্গ অথবা পশ্চিম পাঞ্জাবেব সম্পর্ক বক্তেব নয়।

কোনও ভাবতীয় আজ পর্যন্ত এই বিশ্বাসঘাতকতাব প্রতিবাদে পরিত্যাগ কবেছে এক কাণাকড়ি স্বার্থও? যাবা এই অন্যায কবেছে এবং যাবা এই অন্যায় সহ্য কবেছে তাবা সবাই আসামী নয ? আসামী অথবা ভাবতেব যে কোনও ভাষাই হোক না কেন তাদেব মাতৃভাষা, তাবা আসামী নয় কেন?

আসামে উচ্ছেদিত বাঙালীদেব পুনর্বাসনেব ব্যবস্থা হচ্ছে, ব্যবস্থা হচ্ছে ক্ষতিপূবণ দেবাব। নতুন কবে বাডী তৈবী হচ্ছে সেখানে; নতুন কবে সংসাব পাতাও যদি সম্ভব আসামে তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায। যে প্রশ্ন তুলেছিলেন নির্বাসিতেব আত্মকথাব অবিস্মবণীয় লেখক। আলিপুব বোমাব মামলায় আসামী। দৈনিক বসুমতীব ভূতপূর্ব সম্পাদক স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং নেহরুকেই। দেশভাগেব ফলে ক্ষতিগ্রস্তদেব ক্ষতিপূবণ দেবাব আশ্বাসে নেহরুব হর্ষোৎফুল্ল মুখেব ওপর জিজ্ঞেস করেছিলেন সাংবাদিক সম্মেলনে ঃ যে সব স্ত্রীলোকবা ধর্ষিত হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ কি দিয়ে হবে, প্রধান মন্ত্রী জানাবেন কি? সেই মুখেব মতো জবাব দেবাব ইচ্ছে কবে আজ তাদের মুখেব ওপব যাবা অর্থেব ক্ষতিকেই একমাত্র ক্ষতি বলে জানে। নীতির চেয়ে আজ বাজনীতি বড় বলেই স্ত্রীলোকেব সম্মান রক্ষার চেয়ে দল এবং গদি রক্ষার প্রশ্নে বিচলিত কংগ্রেসকে তার শেষ গ্রেসটক মছে

ফেলে বিধবার সিঁথি থেকে সিঁদুরের চিহ্নের মতো অল ইণ্ডিয়া (ইণ্টার) ন্যাশন্যাল ডিসগ্রেসে পরিণত করেছে যারা তারাই আসামী, না যিনি ওই প্রশ্ন করবার দুঃসাহস করেছিলেন, তিনি স্বাধীনতার সংগ্রামের বীর সৈনিক ছিলেন, না ছিলেন কেবল আলিপুরের বোমার মামলার আসামী? ইতিহাসই একদিন এর উত্তর দেবে।

বাংলার হয়ে বাঙালীর হয়ে কথা বললে অবাঙালীরা বলে প্রাদেশিক মনোভাবাপন্ন; কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি বলে যারা তারাও কেউ কেউ যে বাঙালী এইটেই আশ্চর্য। একটা জাতের একটা দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন যখন তখনও তার হয়ে কথা বলা কি প্রাদেশিকতা। যদি তাই হয় তাহলে দেশবন্ধু যা আদালতে উদ্ধৃত করেছিলেন সেই উক্তির পুনরুক্তি করে বলি: If love of country is a crime then we are all criminals। মাতৃভূমির হয়ে কথা বলা যদি অপরাধ হয়, তাহলে আমরা আসামী। সবচেয়ে বড় আসামী স্বাধীন ভারতে। আজকে অন্যান্য প্রদেশে বাঙালী সুবিধে করতে পারছে না; কিন্তু সব চেয়ে অসুবিধের মধ্যে বাঙালী আজ বাস করে না, উপবাস করে সে তো 'আমাদের এই বাংলা দে!' কেন করে?

করে তার কারণ আমাদের বাম ও দক্ষিণ দু'পক্ষই সমান পক্ষাঘাত-গ্রস্ত। কংগ্রেসকে দোষ দিয়ে কেবল লাভ কি? কমুনিস্ট কি আমাদের কম অনিষ্ট করেছে না করছে? বামপন্থী বলে আমাদের আর যারা আছে, তারা বাম না বামাপন্থী আসলে? এদেশে লেফটিস্ট তো তারাই একসিডেণ্ট্যালি যাদের ডানহাত কাটা গিয়ে কংগ্রেসে ঢুকে দক্ষিণ হস্তের ব্যবস্থায় গোলমাল হয়ে গেছে তাদের কোনও কারণে? এই বামপন্থীরা আমাদের কি করেছে? প্রফুল্ল সেনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে গুলী খাইয়ে মারিয়েছে আমাদের ছেলেদের; প্রফুল্ল সেন গদীতেই বসে আছেন গদা হাতে! আন্দোলন কেন বন্ধ হলো সে প্রশ্ন করি আমরা পঞ্চরাজনৈতিক জোটকে? আসামী কারা?

ধর্মঘটে নামিয়ে লোকের চাকরি খতম করে এখন এ-পার্টি

দোষারোপ করে ও-পার্টিকে, ও-পার্টি এ-পার্টিকে। পলিটিক্যাল পার্টি এরা? না সার্কাস পার্টি? কে বলবে! অথচ গত নির্বাচনে এই পঞ্চবামপন্থীকেই আমরা ভোট দিলাম। আজ বামপন্থীরা আসামের বিরুদ্ধে বলতে ঘাবড়ায় কেন? না, তাহলে আসামে তাদের পার্টি হেরে যাবে আগামী নির্বাচনে। কংগ্রেস মানে নেহরুও বলতে ভয় পান কেন? না, আসাম তাহলে কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়ে যাবে; উপনিষদেব বাণী অভ্রান্তঃ নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়! কংগ্রেসের বাইরে নেহরুর; ভেতরে গোবিন্দবল্লভ ছাড়া পন্থ নেই যার।

ধর্মের নামে আগে নরবলি হতো। আইন করে বন্ধ হয়েছে তা। ধর্মঘটের নামে যে সব অভিনেতারা তরুণদের সর্বনাশ করতে উদ্যত তারা নর নয় বানর। বানব বলি তো আজও আইন অসম্মত হয়নি। তাহলে?

কিন্তু আগামী নির্বাচনে আবার আমরা হয় কংগ্রেস নয় পঞ্চবামপন্থী জোটকেই যথাক্রমে ভেট এবং ভোট দেব। আমরা আসামী নই; কংগ্রেস অথবা পঞ্চবামপন্থীরা আসামী নয়; আসামী কেবল সেই জামরুল গাছটা।

ছাগলেব লোম বাছতে গেলে, পেঁয়াজেব খোসা ছাড়াতে গেলে, ঠগ বাছতে যেমন গাঁ উজোড় তেমনই আজকের ভারতে যেদিকে তাকাও শুধু আসামী। আসামীরা কেন যে অনর্থক 'আসাম' 'আসাম' করে চেঁচাচ্ছে বুঝিনে। গোটা ভারতবর্ষটাই আসামীদের হয়ে গেছে তো অনেককাল। ভাষা যাই হোক, নাম যাই হোক, আমরা সবাই আসলে আসামী এই স্বাধীন ভারতবর্ষে। আসামী ছাড়া আর কি আমরা? পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ, যাই হোক ভারতের বিভিন্ন অংশের পরিচয়; আসলে ভারতবাসী মাত্রই আজকে আসামী। দেশ স্বাধীন হবার আগে নেহরু বলেছিলেন কালো বাজারীদের সব চেয়ে নিকটের আলোর

পোস্টে ঝোলাবেন। গদা হাতে গদিতে আসীন নেহরু আজ সে বার্তা বিস্মৃত। আমাদের কর্পোরেশনের পাছে কেউ নেহরুর বিরক্তি উৎপাদন করে সে বার্তা স্মরণ করিয়ে দেয় তাই ল্যাম্পপোস্টগুলিই তুলিয়ে ফেলেছেন। আসামী কি কেবল যারা মানুষের ক্ষুধার অন্ন নিয়ে কালোবাজার করে তারাই? যারা খাদ্যে ভেজাল দেয় আসামী শুধু তারাই? যারা সেই অন্যায় সহ্য করে, যারা বিস্মৃত ন্যায়ের কথা তারা আসামী নয়।

ন্যায়ের আয়ুর চেয়ে অন্যায়ের পরমায়ু আজ ভারতবর্ষে বেশি, তাই; না হলে আয়ুব-রাজত্ব ডিক্টেটরশিপের কারণে যার প্রতি অকারণে আমরা কেবলই খড়গহস্ত, কিভাবে আসামীদের বিচার করছে তার এক টুকরো নমুনা তুলে দিই এখানে:

আয়ুব রাজত্বে একটি যুবাপুরুষ এসে দাঁড়াল, 'চাল চাই।' প্রশ্ন: 'কাজ কর না?' উত্তর: 'কবি না, গায়ে শক্তি পাই না।' আদেশ: 'দাও, একে দশ সেব চাল দিয়ে দাও।' লোকটি হাঁটা দিল। আহ্বান: 'শোন, শোন, আরো নিয়ে যাও।' আদেশ: 'দাও আরো দশ সের দিয়ে দাও।' ভিক্ষুক খুশী হল। দ্বিগুণ উৎসাহে পা বাড়াল। আবার আহ্বান: 'এই শোন, শোন।' আদেশ: 'দাও একে মণখানেক চাল দিয়ে দাও। নইলে পবে ভিড় করবে।' খুশী হয়ে ভিক্ষুক রওনা হল। বেশ কিছু দূরে গেছে। তাকে আবার ডেকে আনা হল। প্রশ্ন: 'গায়ে বল পাও না? কাজ করতে অসুবিধা লাগে? এক মণ চাল নিয়ে তো বেশ যাচ্ছ।' তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হল খালি হাতে।

দেশবন্ধু যখন মুসলমানদের সঙ্গে প্যাক্ট করে তাদের কয়েকটা বেশি চাকরি দিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন কংগ্রেসের মধ্যে, সে দিন তাঁর নিন্দা করেছিল যাঁরা তাঁরা আজ দেশ বিভাগ মেনে নিতে দ্বিধা করলেন না। আমরা দেশবন্ধুর নিন্দা করতে পারলাম; কিন্তু দেশ-দ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার সাহস সঞ্চয় করতে পারলাম না

আজও। সুরেন্দ্রনাথ মন্ত্রিত্ব মেনে নিলেন; আমরা জুতোর মালা পরালাম তাঁর গলায়। তিনি সেদিন প্রতিক্রিয়াশীল হলেন লোকের কথায়, এবং সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায়। প্রগতিশীলরা রাষ্ট্রগুরুর অর্ধ-শতাব্দী কাল পবে কংগ্রেসী সংগ্রামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, দেশের লোকদের সমর্থন ছাড়াই নিলেন মন্ত্রিত্ব। ছদ্ম বিভীষণবা আজ পদ্মবিভূষিত। আসামী যদি আমরা না হ̣ই তো স্বাধীন ভারতেরই এক অংশে সাত পুরুষের ভিটে থেকে কেন উচ্ছেদ হবে মানুষ? সেই জুতো কি আজ আমাদের উদ্দেশ্যে ফেরত আসছে না এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মারফত; এই বর্বর ভাষার নামে বাঙালী বিতাড়ন উপলক্ষ করে?

সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে কংগ্রেসী প্রতিনিধির হয়ে নির্বাচনের প্রচার কার্য চালিয়েছিলো যে সব (বজ্) জাতীয় সংবাদপত্র, আজ আসামে বাঙালী নিধন যজ্ঞ দমনে কংগ্রেসী ব্যর্থতাব কারণে যাদের কুম্ভীরাশ্রু বর্জন আসামী নয় তারা? ত্রিপুবী কংগ্রেসে সুভাষ-চন্দ্রের বিরুদ্ধে বাঙলা দেশের যে আশিটি ভোট যায় প্রফুল্ল ঘোষের (অভি) নেতৃত্বে তা বিস্মৃত হয়ে যারা এই সব (অভি) নেতাদের কথায় আবার নাচে তারা নয় কেন আসামী?

শুধু রাজনীতির কুরুক্ষেত্রে কি? জীবনের কোন্ ক্ষেত্রে নয়? ছেলেমেয়েদের স্কুলের বর্ষারম্ভ একবার এপ্রিল; আবার জানুআরি করার অপচেষ্টায় সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকেই যারা এপ্রিল ফুল করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে কোনও অভিভাবকের চোখ খুলেছে আজও? কলেজের ঘরোয়া পরীক্ষার খাতা যদি একবার অভিভাবকদের দেখতে দেওয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে খাতা দেখার নামে কেবল লাল পেন্সিলের দাগ। এমন কি একই প্রশ্নেব উত্তর একবার খাতার গোড়ায়, একবার খাতার শেষে লিখে দুবার নম্বর পাবার ইতিহাসও বিরল নয় আজ। কোনও অভিভাবক কখনও জানতে চায় যে কেন এত ছাত্র ফেল করে? কার দায়িত্ব?

গল্প আছে যে ছাত্রকে মাস্টার মশাই যখন বলেছেন যে ছাত্রের বয়সেই স্যার আশুতোষ ডিফারেনসিয়াল ক্যালকুলাস করতেন, যখন ছাত্র অতি সহজ আঁকেও ভুল করেছে ; ছাত্র তখন বলেছে মাস্টারের মুখের ওপরেই : আর আপনার বয়সে স্যার আশুতোষ পাঁচবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হয়েছিলেন ; আপনি যতদিনে কেবল স্কুল মাস্টার হয়েছেন। এ গল্প বানেরই গল্প। যেমন মাস্টার তেমনই তো ছাত্র হবে ? ছাত্ররা পরীক্ষার হলে অসভ্যতা করতে শিখেছে কার দেখে ? বিধান সভার সভ্যদের জুতো ছোড়াছুড়ি ছাড়া আর কি দেখে আবার ? যত দোষ সব ছাত্রের ? অধ্যাপকেরা অভিভাবকেরা নয় অপরাধী ? আসামী কেবল ছাত্ররাই ?

শিক্ষা সংহারের ক্ষেত্র থেকে আসুন সাহিত্য উপসংহারের ক্ষেত্রে একবার। আজ যে ছেলেমেয়েরা 'মা' ডাকবার পরেই সিনেমা ডাকছে তার জন্যে দায়ী যে সব সিনেমার কাগজ তাদের বহু বিক্রীত হবার মূল্যে কি সাহিত্যিকদের বিকৃতি নয় সব চেয়ে বড় অস্ত্র ? পতিতাদের সঙ্গে এই অধঃপতিত সাহিত্যিকদের তফাত কোথায় ? পতিতা তবু দেহ বেচে ; মন দেয় না। চাঁদির জুতোর তলায় আজ বাঙালী লেখকরা তো মনপ্রাণ বিলিয়ে বসে আছে। বিশ পাতার গোঁজামিলকে উপন্যাস বলে চালাবার চারশো বিশ কারবারে সিনেমা পত্রিকাওয়ালাদের যারা সব চেয়ে বড় সহায় তাদের বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদ করে না একবারও তারা পাঠক না কি ?

ছোঁবার অযোগ্য বই যখন ডবল পুরস্কার পায়, একবার একাদেমী একবার সাহিত্য, তখন তারা লেখার জোরে পায় না, মার্জারের দুঃসময়ে কংগ্রেসের খাতায় নাম লেখানোর জাদুতে পায়। বঙ্গ বিহার মার্জারে যারা সই দিয়েছিলো তাদের তালিকা আর পুরস্কারপ্রাপ্তদের লিস্টটা মেলালে অ্যাট লিস্ট আমার বক্তব্য বিদ্বেষপ্রসূত মনে হবে না। এবং আজকে যাঁরা নেহরুকে খোলা চিঠি দিচ্ছেন 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন' বলে, তাঁরাই আগামীকালে, এম.এল.সি. থেকে এম. পি. ; এবং সেখান

থেকে পি. এম.এর সুনজরে পড়ে আধপোয়া, তিনপোয়া অথবা কুষ্টি তেমন জুতের হলে পুরো মন্ত্রী হবেন কেউ কেউ দেখতে পাবেন ; কানে শুনতে পাবেন সেদিন ঠুন ঠুন বাজছে কলকাতার কাছেই সাগর থেকে ফেরা যোগভ্রষ্ট বেরী সাহেবের ঘুনসি।

আসামী নয় এরা? যারা অন্যায় করছে। আসামীই নই আমরা? আমরা যারা এই অন্যায় সহ্য করছি। স্বাধীন ভারতবর্ষে শাসক এবং শোষিত; আশ্রিত এবং আশ্রয়চ্যুত,—আসামী নয় কে? স্বাধীন ভারতের ট্রাজেডীর উৎস আসামে আসামীদের মধ্যেই পাওয়া গেছে। সে ট্রাজেডি হচ্ছে এই যে আসামেব লোকেদের মতে বাঙালী যতক্ষণ আসামীর মতো ব্যবহাব না করতে পারছে ততক্ষণ আসামী বলে তাদের মেনে নেবে না আসাম। এই আসামই শুধু আসামীদের নয়; সারা ভারতবর্ষই আজ তাদের কবতলগত। আসামী ভাবতবর্ষকে একদিন ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জবাব দিতে হবে আজকের অন্যায়ের।

সেই দিন দূবে; কিন্তু বর্তমান ভাবতের পক্ষে সেই দুর্দিন খুব দূরে নয়। আমবা অপেক্ষা কবে আছি; আমরা অপেক্ষা করব।

রবীন্দ্র তিরস্কার

পঁচিশে বৈশাখ যাঁর জ্যোতির্ময় আবির্ভাব এই মর্ত্যলোকের পূর্বদিগন্ত অপূর্ব আলোকে উদ্ভাসিত করে, আমরা তাঁর জীবনকালে যেমন কখনই তাঁর যথেষ্ট তিরস্কারের যোগ্য হতে পারি নি তেমনই আবার বাইশে শ্রাবণ অপূর্বতর আলোকে দিনান্তের দিগদিগন্ত পরিব্যাপ্ত করে যাঁর বিস্ময়কর প্রত্যাবর্তন অমর্ত্যালোকে, মানুষের সেই মহত্তম কবির তিরোভাবের পর তাঁর স্মৃতি-লাঞ্ছিত রবীন্দ্র-পুরস্কারের আজ যে আমরা সম্পূর্ণ অযোগ্য, এই অপ্রিয় সত্য উচ্চারণের মধ্যে দিয়েই এই শতাব্দীর যিনি অধীশ্বর তাঁর নবনবতি জন্মজয়ন্তীনাট্যের উত্তোলিত হোক যবনিকা। যাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের কারণে আমরা এখানে আজ সমবেত হয়েছি ছোটবড় সবাই, তাঁর ক্ষেত্রে প্রিয় অসত্যের চেয়ে অপ্রিয় সত্য উচ্চারণের দাবি অনেক গুরুভার দায়িত্ব যে তা জানি; কিন্তু সেই সঙ্গে আরও সুনিশ্চিত যা জানি তা হচ্ছে এই গুরুদায়িত্ব পালনে অপারগ হলে বাঙালীর জীবনে পঁচিশে বৈশাখ মিথ্যা এবং বাইশে শ্রাবণ অবধারিত ব্যর্থ হবে।

'রবীন্দ্রনাথ শুধু বিশ্বকবি নন; তিনি বিশ্বকবিরও বিস্ময়'—

কবিগুরুর সম্বন্ধে তাঁর কালের এবং তাঁর দেশের এই প্রশস্তি তাঁর ক্ষেত্রে যেমন সত্য এমন আর কোন্ কালের আর কোন্ কবির ক্ষেত্রে সত্য ? রবীন্দ্রনাথ যতখানি পূর্ব-দিগন্তের, ততখানিই চরাচরের। রবীন্দ্রনাথ যতটুকু বিশ্বপ্রকৃতির মানবপ্রকৃতির তার চেয়ে এতটুকু কম নন। মানুষের তিনি মহত্তম কবি—উপনিষদের মর্মোদ্গাতা। তিনি গতিরাগেব কবি ; জ্যোতিরাগের তিনি চিত্রকব। জ্ঞানের এব' বিজ্ঞানের মৃত্তিকা এবং আকাশবিহারী উভচর—এই শতাব্দীব অধীশ্বর রবীন্দ্রনাথ। তিনি গেটে অথবা শেলী নন, যেমন নন ব্যাস কিংবা বাল্মীকি। বাংলার সবচেয়ে বাঙালী লেখক তিনি—এই তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয়, সবচেয়ে প্রিয় নাম।

বাংলা যার মাতৃভাষা নয় সে বুঝবে না রবীন্দ্রনাথ বাঙালীব কি এবং কে —এ যেমন সত্য তেমনই এব চেয়ে অনেক নিশ্চিত সত্য যা তা হচ্ছে বাংলা যার মাতৃভাষা আজ সে-ই সর্বাগ্রে সবচেয়ে বেশি বুঝতে অক্ষম রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর কি এবং কে ? বাংলার সবচেয়ে বাঙালী কবির নামে সরোবরে অথবা ভবনে নয়, তাঁব স্মৃতি-লাঞ্ছিত পুরস্কারে নয় ; রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-ব্যক্তিত্বেব সঙ্গে ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের সত্য মূল্যায়নেই একমাত্র রবীন্দ্র-জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনেব মহৎ উদ্দেশ্য সার্থক হওয়া সম্ভব। শতবর্ষপূর্তির প্রস্তুতিপবে তাব কোনও প্রচেষ্টা আমরা কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। পাচ্ছি না বলেই এই প্রবন্ধেব প্রস্তাবনা আজ অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

মধুসূদন দত্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ে ইহলোক সম্বরণ কবেন, তাঁর স্বজাতির গণ্ডে এই কারণে ত্রপনেয় কলঙ্কের কালিমা কোনও দিন যদি না ঘোচবার হয় তা হলে মধুসূদনের সাহিত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিস্মৃতি বাঙালীর কত বড় লজ্জা একথা আমবা কদাচ উপলব্ধি করি। মাইকেল মধুসূদন সম্পর্কে অর্বাচীন উক্তি ; পাঠ্যপুস্তক মাধ্যমে শ্রদ্ধাহীন ছাত্রদের পরীক্ষার নামে বিভীষিকার বৈতরণী পাব করানোর কারণেই মেড-ইজির মধু দিয়ে ক্লাসিকের কুইনিন গলাধঃকরণের অবিমৃষ্যকারিতা ; অথবা

বৎসরান্তে একদিন 'দাঁড়াও পথিকবর'-খোদিত স্মৃতি-ফলকের সামনে কুম্ভীরাশ্রুবর্জন—এ লজ্জা কিন্তু বাঙালীর কাছে যথেষ্ট লজ্জাকর মনে হয় না আজও। বামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-বিস্মৃতি 'আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতি'ব যে কত বড় অগৌরবেব একথা অনুধাবন করবার মত মানসিক স্থৈর্য পর্যন্ত আজ লুপ্ত। এমন কি ভিন্‌-দেশের বাষ্ট্রনায়ককে কলকাতাব নাগবিকদেব মানপত্র নিবেদনেব মুহূর্তে আমরা রবীন্দ্রনাথের বাংলা, বিবেকানন্দেব বাংলা পর্যন্ত বলেই অনেক বলা হয়ে গেল বলে পবম আত্মতৃপ্ত, এবং বিদ্যাসাগবেব বাংলা বলতে তাই নির্লজ্জভাবে বিস্মৃত।

কিন্তু এ বাংলা আজ যেমন বামমোহন, মধুসূদন, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দেব নয়—তেমনই এ বাংলা নয় বাংলাব সবচেয়ে বাঙালী কবি ববীন্দ্রনাথেব। ববীন্দ্রনাথ নন বাঙালীব প্রাণপুরুষ আজ। পঁচিশে বৈশাখ আজ প্রবীণে-অর্বাচীনে মিলে অর্থহীন হুজুগে মাতার একটা তাবিখ মাত্র। ববীন্দ্র-জয়ন্তী আজ ববীন্দ্র-জলসায় পবিণত, শতবার্ষিকী-উৎসব ববীন্দ্র-ব্যবসায়ীদেব সাংঘাতিক মওকা মাত্র। এ সব এবং সর্বোপবি যা আজ তীব্র ববীন্দ্র-তিবস্কাবেব যোগ্য তা হচ্ছে রবীন্দ্র-স্মৃতি-পুবস্কাব। মাইকেলেব মৃত্যুব অকুস্থল জাতিব লজ্জাব কারণ; কিন্তু মনে বাখতে হবে অমিতপ্রতিভা মাইকেল মিতব্যয়ী ছিলেন না। এবং বিদ্যাসাগব অথবা তাঁব প্রিয়বান্ধবেবা তাঁব জন্যে যথেষ্টেরও অতিরিক্ত কবেছেন, একথা কবুল না কবলে যা কবা হবে তা সত্যের অপলাপ। কিন্তু মধুসূদনেব দুঃখ যদি কেবল অর্থের কাবণে হত, তা হলে মাইকেল হতেন না সেই মহৎ কবি, যাঁব সম্বন্ধে বঙ্কিমেব এই অবিস্মরণীয় উক্তি: '…সুপবন বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ, "শ্রীমধুসূদন"।'

মধুসূদনের হাহাকাব অর্থের অভাবে নয়, পরমার্থের অভাবে। নিজের বুকে বয়ে বয়ে যে বেদনায় বিস্ফারিত হয়েছেন মহাকবি, কেঁদে উঠেছেন: 'রেখো মা দাসেরে মনে' বলে সে-দাস অর্থের অথবা

সামর্থ্যের ব্যাপারে চরম উদাস। দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন যদি রাজ-শয্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতেন তবুও আমরা যারা আজ মাইকেলের জীবন নিয়ে হাস্যকর নাটক মঞ্চে উপস্থিত করে তাঁর নাট্যজীবনের ওপর নতুন কোনও আলোকপাতে এতটুকু সচেষ্ট নই, অথবা তাঁর জীবন-মহাকাব্য নিয়ে যতদূর উচ্ছ্বাসে বেসামাল, তার তুলনায় তাঁর মহাকবি-জীবন নিয়ে কখনও অর্থহীন পাণ্ডিত্যের, কখনও পাণ্ডিত্যহীন অর্বাচীন উক্তির প্রতিবাদে নই আজ এতটুকু সরব সেই আমাদের সেক্ষেত্রেও লজ্জা রাখবার তিলমাত্র স্থান ছিল কোথায় সুবিপুল এই বসুন্ধরায়? মহাকবি, মহৎ কর্মীদের নামে বিদ্যালয়, রাস্তাঘাট অথবা পুরস্কার ঘোষণায় নেই জাতির লজ্জা-স্খালনের প্রমাণ। তাঁদের কাব্যের এবং জীবন-মহাকাব্যের বারংবার পুনর্মূল্যায়নেব মধ্যেই আছে তার প্রদীপ্ত পরিচয়। মহৎ কর্মীর চরিত্রের এবং আদর্শেব প্রভাব যদি আমাদের যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার চেয়ে আর একটু উর্ধ্বে নিয়ে যায় তা হলে আমাদের মধ্যে তাঁদের জন্ম বৃথা এবং তাঁদেব জন্যে আমাদের বৃথা বংশখ্যাতি। রাজা রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত কীর্তিমান পুরুষদের নিয়ে আমাদের যত অন্তহীন হোক জন্মোৎসব পালনের প্লাবন, আমাদের জাতীয় চরিত্রের কোথাও পড়ে নি তাঁদের ব্যক্তিত্বের সুমহান প্রভাব। আমরা কেবলমাত্র মুখে বিদ্যাসাগরের নাম না নিয়ে, দেশের অথবা বিদেশের বিন্দুমাত্র অন্যায় দেখলে রুখে দাঁড়াতে পাবতাম যদি মুহূর্তের জন্যে তা হলেও বর্তমান দুঃসময় শিক্ষার আকাশ অন্ধকার ঘনঘটা করে দেখা দিত না; কারণ, 'সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে'। ঊনবিংশ শতাব্দীর বরেণ্য বঙ্গজেরা একসঙ্গে সংখ্যায় এতজন দেখা দিয়েছিলেন যে পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে যে কোনও কালেই তা দুর্লভতম অঘটন। কিন্তু সেই সঙ্গে এতগুলি স্মরণীয় মানুষের এত অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্বও সাধারণ বাঙালীর মধ্যে পারে নি যা সঞ্চার করতে মানুষের সেই মহত্তম বৃত্তির নামই পুরুষচৈতন্য। এবং সমস্ত প্রাতঃস্মরণীয় বঙ্গপুরুষদের মধ্যে যাঁর বীর্যের

শৌর্যের সৌজন্যের এবং বিশ্বমুখীনতা সত্ত্বেও সুবিপুল স্বাজাত্যবোধের বিন্দুমাত্র গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছি আমরা, বাংলার সবচেয়ে বাঙালী সেই লেখকের বিশ্বব্যাপ্ত নামই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়; জীবনের এমন কোনও ক্ষেত্র আজ নেই যেখানে বাঙালী রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত কোনও পুরস্কারের যোগ্য বলে বিবেচিত হবার দাবি রাখে। দাবি রাখে না যে তার প্রধান কারণ বাঙালী রামমোহন থেকে সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত কাউকেই সঠিক গ্রহণ করতে পারে নি তার রক্তে মাংসে মজ্জায়। ঠিক; কিন্তু সবচেয়ে ভুল বুঝেছে যাঁকে সে—তিনিই বাংলার সবচেয়ে বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথ; সেই বাঙালীর অন্তরের অন্তঃপুর থেকে চিরনির্বাসিত রবীন্দ্রনাথ; তিনি বাঙালীর চিন্তা ধ্যান ও কর্মকাণ্ড থেকে আজ যত দূরে এত দূরে নয় মানবলোক থেকে চন্দ্রলোক। এবং রবীন্দ্রনাথকে নির্বাসন দিয়েই আজ বাঙালীর কোথাও দাঁড়াবার মত পায়ের তলায় নেই মাটি এবং আগামীকালের জন্যে আশা করবার মত নীলাকাশ নেই মাথার ওপর। প্রয়োজন নয় আজ; পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, ধ্যান, ধারণা, জ্ঞান, কর্ম, নীতি এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পুনর্বাসনের প্রয়োজনেই আমাদের উপলব্ধি করা দরকার রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর কি এবং কে। রবীন্দ্রনাথ যে শুধু কবি নন, ছোটগল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, গীত-রচয়িতা, চিত্রকর অথবা সুরস্রস্টা মাত্র নন; চিরন্তন ভারতবর্ষের বহু সাধনার প্রথম প্রত্যক্ষ ফল যে রবীন্দ্রনাথ একথা আত্মস্থ করবার মত সময় কি এখনও আসে নি, তাঁর আবির্ভাব-দিবসের শতবর্ষপূর্তি অত্যাসন্ন হবার মুহূর্তেও?

নিজের দেশে এবং নিজের কালে সবচেয়ে নিজের জনকে যথাযোগ্য সম্মান দিতে না পারার ঘটনা পৃথিবীর সব দেশে সব কালেই এতবার ঘটে গেছে যে তাকে আর দুর্ঘটনা বলা জীবন-অসঙ্গত উক্তি হবে। একালেই নয় কেবল, স্মরণাতীত সুদূর অতীতেও যে এমন অভিজ্ঞতা

অনুপস্থিত ছিল না তার প্রমাণ পাই যখন সংস্কৃত কবিতায় সান্ত্বনাবাক্য উচ্চারিত হতে দেখি নিরবধি কাল এবং বিপুলা পৃথ্বীর নামে। অর্থাৎ যেহেতু কাল নিরবধি এবং বসুন্ধরা বিপুল সেই হেতু আজ যার ঠাঁই হল না খ্যাতির খেয়ায়, কোনও এক কালে তারও সম্ভাবনা রইল স্থান পাবার স্বীকৃতির সোনার তরীতে। মধুসূদন এবং বঙ্কিমের কাব্য এবং কথাসাহিত্যের জগতে অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের পরেও সাহিত্যের প্রায় সর্বক্ষেত্রে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিস্ময়কর এবং অত্যুজ্জ্বল প্রকাশের জন্যে প্রস্তুত ছিল না সেদিনকার পাঠক এবং সমালোচক। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্যই এর উল্লেখযোগ্যতম ব্যতিক্রম; বালকবিস্ময় রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি সেদিন যে সাহিত্যসম্রাট তার কারণ বঙ্কিম ছিলেন সাহিত্যের সব্যসাচী; তিনি কেবল সৃষ্টির রহস্যই অবগত ছিলেন যে তাই নয়— কোন্‌টা সৃষ্টি আর কোন্‌টা অনাসৃষ্টি তা বিচারের তৃতীয় দৃষ্টি তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন বঙ্গভারতীর মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশমুহূর্তে।

কিন্তু বঙ্কিমের স্বতঃস্ফূর্ত সানন্দ এবং সোচ্চার আশীর্বাণী উচ্চারণ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের রাজকীয় প্রবেশ পূর্ণ মর্যাদার পরিবর্তে ঈর্ষামিশ্রিত অপব্যাখ্যার অসম্মান গায়ে মেখেই নিজের জন্যে নতুন পথ কাটার আনন্দে সেদিন গতানুগতিকতার গড্ডালিকাস্রোতে গা ভাসানোর পরম নিশ্চিন্ততার 'পাথেয় করেছে হেলা' চরম ঔদাস্যে। সেদিনকার সেই রবীন্দ্র-নিন্দা এবং তার নায়ক-উপনায়ক সবাই যে বঙ্গসাহিত্যের আজ অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে সেই বঙ্গসাহিত্যের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠ এবং স্বতন্ত্র এক পরিচ্ছেদেরই নাম রবীন্দ্রনাথ। এই ইতিহাসের দিকে অঙ্গুলীসংকেত করে আমরা যখন বলি যে সেদিনকার বঙ্গসাহিত্যের লেখক পাঠক এবং সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে পারে নি বুঝতে, তাহলে ইতিহাস ইতিহাস-বধির না হলে আমাদের কান তৎক্ষণাৎ যা শুনতে পেত আমাদের উক্তির প্রত্যুত্তর বলে তা হচ্ছে : একালের বঙ্গসাহিত্যের পাঠক, লেখক এবং সমালোচকই কি বুঝতে পেরেছে রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর কি এবং কে?

না; কেবলমাত্র সাহিত্যকর্মীর কথা বলছি না; জীবনকর্মী রবীন্দ্রনাথের কথা বলছি। এই প্রবন্ধের উপলক্ষ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যধর্ম; কিন্তু এই প্রবন্ধের আসল লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথের জীবনধর্ম। এবং জগতে আজ পর্যন্ত যত সাহিত্যসাধকের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁদের সমবেত উপস্থিতির মধ্যেও উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্যে যেখানে রবীন্দ্রনাথ বিশিষ্ট ব্যতিক্রম এবং প্রায় একক তা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের জীবনে গঙ্গাযমুনার মত মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনা এবং জীবনতপস্যা। সাহিত্য-ধর্মে এবং জীবনধর্মে রবীন্দ্রনাথ অভিন্ন। সাহিত্যধ্যানে এবং জীবনদেবতাব সন্ধানে রবীন্দ্রনাথের যাত্রা 'আজি এ প্রভাতে রবির কর, কেমনে পশিল প্রাণের পর' এর বিস্ময় থেকে 'সমুখে শান্তি পাবাবার'এব বিমুগ্ধ অবসান পর্যন্ত একই 'সোনার তরী'তে অব্যাহত ছিল চিবকাল। অন্যায় যে করে তার চেয়ে অনেক বেশী অন্যায় কবে সে যে সহ্য করে সেই অন্যায়কে—এই বাণীর মধ্যেই এসে মিলেছে রবীন্দ্রনাথেব জীবন কর্মের এবং সাহিত্য-কর্মের মর্মবাণী। এবং এই বাণী বিস্মৃত হয়েই বাঙালী আজ কেবল সাহিত্য-ক্ষেত্রেই পতিত নয়, জীবন-কুরুক্ষেত্রেও চরম অধঃপতিত। এই বাণীর আলোকেই কেন রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে আমরা তাঁর যথেষ্ট তিরস্কারের যোগ্য হতে পারি নি কখনই এবং রবীন্দ্রনাথের তিরোভাবের পব আজ কেন আমরা তাঁর স্মৃতি-লাঞ্ছিত 'রবীন্দ্র-পুবস্কারে'র সম্পূর্ণ অযোগ্য—অতঃপর সেই বিচারে আমাদের প্রবৃত্ত হতেই হবে। কারণ তাই হচ্ছে এই প্রবন্ধের একমাত্র প্রতিপাদ্য।

জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'নাইটহুড' ত্যাগ করেন রবীন্দ্রনাথ—বাঙালী মাত্র এইটুকুই জেনে আত্মতৃপ্ত। অথবা মিস র‍্যাথবোনকে লেখা তাঁর প্রতিবাদ-পত্রেব কথা পর্যন্ত জেনেই বড়জোর। কিন্তু সামান্য 'নাইটহুডে'র চেয়ে যে রবীন্দ্রনাথের জীবনে কতবার কি অসামান্য ত্যাগে মহিমান্বিত হয়েছে তাঁর মাথায় কবিত্বের

নয় কেবল মনুষ্যত্বের মুকুট –এ কথা 'বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি' বলেই তার পক্ষে বিস্মরণ সম্ভব হয়েছে। না হলে অন্তত যে কোনও মহাকাব্যেব চেয়েও বিশালকায় রবীন্দ্র-জীবনকাব্যেব একটি কীর্তি অন্তত বাঙালীর পক্ষেও ভোলা অসম্ভব হত। নোবেল প্রাইজ পাবার পর শান্তিনিকেতনে ববীন্দ্রনাথেব কাছে যে সম্বর্ধনা উপস্থিত হয়েছিল কলকাতা থেকে, তাকে বিক্ষুব্ধ ববীন্দ্রনাথ জানাতে ভোলেন নি যে : "...এতদিন আমি আপনাদেব তুষ্ট করতে পাবি নি ; নোবেল পুরস্কার পাবার পর হঠাৎ সকলেব প্রিয় হয়ে উঠলাম কি কবে ? গিল্টি-করা পাত্রে আমাকে আপনাবা বিদেশী মদ পান কবতে বলছেন। আমি তা পারব না ; ক্ষমা কববেন।"

আর যে কোনও লোক যে পবিস্থিতিতে আপস কবত, 'যাক যা হয়ে গেছে, আসুন আমবা উভয়েই ভুলে যাই' বলে বাড়িয়ে দিত কম্প্রমাইজেব কর, ববীন্দ্রনাথ তাঁব সমস্ত কাব্যকীর্তির চেয়ে অনেক মহৎ, অনেক বৃহৎ, অনেক বিশালপ্রাণ ছিলেন বলেই এই হীনমন্য সম্বর্ধনাকে অধর পর্যন্ত তুলেছিলেন কিন্তু গ্রহণ কবেন নি। বিদ্যাসাগব যখন তাঁর জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তীর নায়ক, তাঁব খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা এবং লোকমান্যতার শীর্ষে পৌঁছেচেন তখনই তিনি বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে সর্বস্ব পণ করে খ্যাতি প্রতিষ্ঠা এবং লোকমান্যেব কি হবে তার জন্যে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন সমাজ সংগ্রামে। এই জন্যেই যেমন বিদ্যাসাগর বড় তেমনই নোবেল প্রাইজ পাবাব পর দেশের মানীগুণীরা যখন জয়মাল্য হাতে ববীন্দ্রসমীপে উপস্থিত তখন ববীন্দ্রনাথ সেদিন যে উক্তি করেছিলেন ববীন্দ্রনাথ না হলে সেদিন সে উক্তি তিনি করতে পারতেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কেবল এই কারণেই বড় নন।

নোবেল প্রাইজ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্মানিত হন নি ; পুরস্কার গ্রহণ করে অ্যাল্‌ফ্রেড নোবেলের স্মৃতিকেই তিনি যে ধন্য করেছেন একথা নির্দ্বিধায় বলতে আজ আমরা সবাই সোচ্চার। সেদিনও রবীন্দ্রবিরোধী বলে অন্যায়-অভিযুক্ত মনীষী বিপিনচন্দ্রের উপলব্ধি করতে দেরি হয় নি

এ কথা যে ঃ "পুরস্কার পেয়ে রবীন্দ্রনাথের মর্যাদা বৃদ্ধি হয় নি। কারণ, নোবেল কমিটি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা পড়বার সুযোগ পান নি। গীতাঞ্জলি শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন নয়। উর্বশী, চিত্রাঙ্গদা, পতিতা, সোনার তরী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি গীতাঞ্জলিতে নেই।" ['বিপিনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ'—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়]

রবীন্দ্রনাথ যে জগদীশচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে উপস্থিত অভিনন্দনের ডালিও প্রত্যাখ্যান করেন তার কারণ কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যা প্রাপ্য তা থেকে তাঁর দেশবাসী তাঁকে এতদিন বঞ্চিত রেখেছিলেন বলে নয়; এই সঙ্কীর্ণ অভিমানের অনেক উর্ধ্বলোকে ছিল রবীন্দ্রনাথের রাজকীয় অবস্থান। দেশের লোক যে সেদিন স্বদেশের ঠাকুরের চেয়ে বিদেশের যে কাউকে অনেক বেশী মান্যজ্ঞান করত—এই বেদনাই তাঁকে গভীরভাবে বেজেছিল। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ যদি নাই পেতেন তা হলেও কি রবীন্দ্রনাথ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকীর্তি নন? নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির গৌরব যদি রবীন্দ্রনাথের একমাত্র গৌরব হয় তা হলে সূর্যের একমাত্র পরিচয় হয় যে সূর্য পূবে ওঠে এবং পশ্চিমে অস্ত যায়। কিন্তু সূর্যের পরিচয় অতটুকু মাত্র হলে পৃথিবী কি তাকে প্রণতি জানাত —ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্ন প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্—এই মন্ত্র উচ্চারণ করে?

আমরা সেদিনও বুঝি নি আজও বুঝতে চাইছি না যে রবীন্দ্রনাথ কেবল কবি নন—রবীন্দ্রনাথ একটি পূর্ণ ও মহৎ মানবচরিত্র। পূর্ণের দিকে সর্বাধিক অগ্রসর রবীন্দ্রনাথ এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে সম্পূর্ণ-মানুষের জ্যোতির্দীপ্ত নাম। রবীন্দ্রনাথকে না বুঝতে পারার প্রধান কারণ অবশ্যই বাঙালী-চরিত্রের অপবৈশিষ্ট্য। বাঙালীর মনে খুব দগদগে রঙে কিছু আঁকা না হলে ধরে না। লেখক অথবা শিল্পী কিংবা নট অতিনাটকীয় জীবন যাপন না করলে তাঁর জীবন থেকে কিছু গ্রহণ করতে আমাদের সুপ্রবল অনীহা। অর্জুনের চেয়ে কর্ণ; যুধিষ্ঠিরের চেয়ে দুর্যোধন; এবং নীলোৎপলনয়ন রামচন্দ্রের চেয়ে স্বর্ণলঙ্কার অধীশ্বর দশানন আমাদের পাশ্চাত্য প্রভাবান্বিত দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক

বেশী বীরপূজার পাত্র। এ-দৃষ্টিকোণ কিন্তু ভারতীয় দৃষ্টিকোণ নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রতীচ্যের নবজাগরণের ঢেউ লেগে জেগে ওঠা বাঙালীর চোখেই কেবল রাঘব ভিখারী। প্রাচীন ভারতের জীবনদর্পণে নবদূর্বাদলশ্যাম রাম সেই মহত্তম মানবচরিত্র, যাঁর সম্বন্ধে গুরুকবি বাল্মীকি থেকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত শেষ নেই বিস্ময়বিচিত্র বন্দনার: 'কে পেয়েছে সবচেয়ে কে দিয়েছে তাহার অধিক'!

কোনও কবি, কোনও শিল্পী, কোনও অভিনেতা অথবা জীবনের যে কোনও কুরুক্ষেত্রের নেতা বিশৃঙ্খল উন্মাদনায় এবং শেষ কপর্দক উড়িয়ে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে ধুলোয় গড়াগড়ি না দেওয়া পর্যন্ত তার জীবন সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় না যথেষ্ট। যে ছন্দে জগতে সূর্যোদয়ে হয় দিবারম্ভ আবার দিবান্তে হয় তাবার দেওয়ালি; যে নিয়মে বর্ষা গেলে অফুরন্ত শিউলীর সুরভি সর্বাঙ্গে মেখে নিরুপম নীলাঙ্গনে আসন পাতে শরৎ; যে শৃঙ্খলায় আবর্তিত হয় অহোরাত্র সমুদ্রসন্তান বসুন্ধরা, রবীন্দ্রনাথের জীবন প্রভাত থেকে প্রদোষ পর্যন্ত সেই সুকঠিন নিয়মানুবর্তিতায় আবদ্ধ ছিল। নিয়মের শৃঙ্খল সৃষ্টির শৃঙ্খলায় যাঁর জীবনে ছন্দায়িত, আশি বৎসরেরও অধিক কথার পর কথা গেঁথেই কেবল যান নি সেই কবি, নিজের জীবনকে পাপড়ির পর পাপড়িতে, দলের পর দল মেলে বিকশিত শতদলের মত চরম পূজার থালে নিবেদনের পরম মুহূর্তে স্মরণীয় করেছেন অবিস্মরণীয় এই বাণীতে:

"সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা
যেন আমার গানের শেষে থামতে পারি সমে এসে,
ছয়টি ঋতুর ফুলে ফলে ভরতে পারি ডালা।
এই জীবনের আলোকেতে পারি তোমায় দেখে যেতে,
পরিয়ে যেতে পারি তোমায় আমার গলার মালা
সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা॥"

এই রবীন্দ্রনাথকে বহুদূর থেকে বিশ্বকবি-জ্ঞানে প্রণাম করেছি বটে কিন্তু কাছ থেকে কখনও দেখবার চেষ্টা করি নি সম্পূর্ণ মানুষ

রবীন্দ্রনাথকে। তাঁর জীবন নিয়ে যে মহৎ নাট্যরচনা সম্ভব ভাবি নি কখনও। বরং রবীন্দ্রনাথের জীবনে ঘটনার ঘনঘটার অভাব এই কারণে —রবীন্দ্রনাথ কেবল কবি—অতিনাটকীয়তাপ্রবণ বাঙালীর দৃষ্টিতে এই তাঁর একমাত্র বিশেষণ, একমাত্র পরিচয়। যুধিষ্ঠির আমাদের কাছে ধর্মভীরু মাত্র, কারণ, ধর্ম কি আব অধর্ম কোনটা এই কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত অবলুপ্ত আজ আমাদের; না হলে আমরা জানতাম সবার উপরে মানুষ সত্য নয়; সবার উপরে যা সত্য—তা মনুষ্যত্ব। মানুষের ধর্মই মনুষ্যত্ব; মনুষ্যত্বকে ধরে থাকতে পেবেই যুধিষ্ঠির ধর্মরাজ একথা 'যদি আমরা ক্ষণকালের জন্যেও অনুভব কবতে পাবতাম তবেই আমাদের উপলব্ধির দর্পণে প্রতিবিম্বিত হত Religion of Man-এর প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ মানব-প্রতিকৃতি। এবং মাত্র তখনই আমরা পবিজ্ঞাত হতাম যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যধর্ম এবং জীবনধর্ম এক এবং অভিন্ন: 'অন্যায় যে করে আব অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তাবে যেন তৃণসম দহে।'

দেশের অন্যায়ে এবং বিদেশেব ন্যায়বর্জনে রবীন্দ্রনাথ সমান প্রতিবাদমুখব। জাপানী কবি নোগুচির সঙ্গে প্রতিবাদ-পত্রালাপ আর ব্রহ্মবান্ধবের খেদোক্তি-সম্বলিত 'চাব অধ্যায়ে'র অপ্রিয় এবং পরবর্তীকালে পরিত্যক্ত ভূমিকা ছাড়াও নিজের অতীত ত্রুটির মার্জনাও তাঁর চরিত্রকে লোকোত্তর মহিমায় মণ্ডিত কবেছে বারংবার। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র যে অবিস্মরণীয় ধ্বংসাত্মক সমালোচনা তিনি করেন এবং সেই মন্তব্য প্রত্যাহার কবে যে উক্তি তিনি কবেন তা এক তাঁরই যোগ্য।

এই প্রতিবাদপ্রদীপ্ত ববীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন নি যে সে তাঁব প্রতিবাদশক্তির অভাবে নয়, আমাদেরই দৃষ্টিশক্তির অভাবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যজীবনে এবং জীবনকাব্যে কখনও শালীনতার সীমা অতিক্রম করা দূরে থাক একটিও অভদ্র উক্তিতে কখনও কলঙ্কিত করেন নি নিজের কলম অথবা কথা। তাঁর প্রতিবাদে কখনও যথেষ্ট প্রীতিবাদের অভাব হয় নি। প্রতিপক্ষ

মাত্রাহীন উষ্মার পরিচয় নিলে সবিনয়ে সহাস্য জিজ্ঞাসা তাঁর 'নিন্দুকের প্রতি নিবেদনে' : 'তোমার এমন শাণিত বচন তাই কি অমর হবে ?' অন্য কেউ দৃষ্টি আকর্ষণ করলে অল্পজলের সফরীর উল্লম্ফনের অপরুচির দিকে রাজকীয় উপেক্ষায় রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন যে যাঁদের প্রশংসা করতে তিনি সক্ষম নন তাঁদের নিন্দা করতেও তিনি সমান অক্ষম।

এই রবীন্দ্রনাথের রঙ বাঙালীর মনে অথবা তার ধ্যানে, তার জ্ঞানে, তার চিন্তায়, তার কর্মে লাগে নি। তাঁকে এতদূর পর্যন্ত ভুল বোঝা সম্ভব হয়েছে বাঙালীর সাময়িক বিকৃতবুদ্ধির মহিমায় যে 'জনগনমন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা' বলতে রবীন্দ্রনাথ সেদিনকার ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জকে স্মরণ করেছেন একথা উচ্চারণ করতেও আটকায় নি। যে গানে রবীন্দ্রনাথ 'পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা, যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী, হে চিবসারথী, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি' বলে উদাত্তকণ্ঠ হয়েছেন সে গানের ভাবতভাগ্যবিধাতা কোনও মানুষের পক্ষে হওয়া যে সম্ভব নয়—একথা ব্যাখ্যা করে বোঝাবার মত দুর্বহ দুর্ভাগ্য আর কি হতে পাবে ? ববীন্দ্রনাথের স্বদেশী-সঙ্গীতেও প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে কোথাও বক্ত অথবা বিপ্লবের বাড়াবাড়ি নেই, সেখানেও রয়েছে তাব পরিবর্তে :

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী,

অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী জনকজননীজননী !

আর কোন্ দেশেব কোন্ কবি এমন কবে দেশেব মাটিব পায়ে মাথা ঠেকিয়েছেন বাববার, জানি না।

জীবনে এবং সাহিত্যে সমান সংযত শালীন এবং শোভন রবীন্দ্রনাথকে যে অসংখ্য কোটি সাধারণ মানুষ বিশ্বকবি জ্ঞানে বিপুল শ্রদ্ধা করার পরেও যতখানি গ্রহণ করার তা করতে পারে নি তার অনেকখানি দায়িত্ব কিন্তু রবীন্দ্র জীবন এবং সাহিত্যের যাঁরা অসাধারণ পাঠক, একান্তভাবে তাঁদেবই। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে

যারা বিশেষ অজ্ঞ তাদের ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য ব্যাপারে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁরা প্রায়ই উদাসীন যে কেবল তাই নয়--তাঁদের কেউ কেউ আরও ভীতি উৎপাদনে তৎপর বরং এই বলে যে : আমরা লিখি তোমাদের জন্যে ; আর রবীন্দ্রনাথ লেখেন আমাদের জন্যে। রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে এমন অলীক এবং অযৌক্তিক উক্তি কদাচ অন্য কোনও দেশে অন্য কোন কবিকর্ম সম্পর্কে শ্রুত হয়। অসাধারণ রবীন্দ্রনাথকে সর্বসাধারণের, বিদ্বজ্জনের রবীন্দ্র-সাহিত্যকে সর্বজনের জন্যে অবারিত করাই পঁচিশে বৈশাখ উদ্‌যাপনের একমাত্র কারণ ও কর্তব্য হওয়া উচিত। সাধারণ লোক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে তার অনেকটাই অধ্যাপকদের দুঃসহ কাব্য-বিশ্লেষণজাত। আর খানিকটা রবীন্দ্রনাথের রাজকীয় পরিবেশে জন্মগ্রহণ এবং অতিনাটকীয়তা এবং ভাবালুতা মুক্তির কারণে। রবীন্দ্রনাথ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র, অতএব বাংলা দেশের চাষী-মজুরদের কথা, গ্রামের কথা, নিম্নবিত্ত নীচের মহলের কথা তাঁর জানবার নয়—এই মিথ্যা দূর করবার কাজে ব্রতী হওয়াই শতবর্ষ-পূর্তি উৎসবেব একমাত্র উপলক্ষ হওয়া সঙ্গত। রবীন্দ্রনাথ যে কেবলমাত্র কবি নন, বিশ্বেব সর্বশ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকারদের একজন নন, প্রথমজন—একথা সাধারণ বাঙালী পাঠক এখনও জানে না তার কারণ কোনও অসাধারণ পাঠক তাকে কখনই এ কথা বোঝবার অবকাশ দেয় নি যে মানবজীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনী কেবল কাঁদাবার জন্যে লেখা হয় না। মানবজীবনের গভীর আনন্দের এবং সুগভীর বেদনার প্রকাশ যে গল্পে সে ছোট হয়েও আসলে বড় কারণ তা মানুষকে বাইরে ঠেলে দেয় না, অন্তর্মুখী করে। যে মহৎ দুঃখে মানুষ ক্রন্দন করে না, চিৎকার করে না ; সীমাহীন শূন্যতার সামনে দাঁড়িয়ে মুহূর্তে বাচাল হয় মূক ; যে গভীর সুখে মানুষ সোল্লাসধ্বনি করে না ; বসন্তের দিন চলে যাওয়ার আগে সূর্যালোকে মধুকরগুঞ্জরণে যেমন কাঁপে ছায়াতল তেমনই অব্যক্ত আনন্দের যে স্রোত শিরায় শিরায়

রিমঝিম করে, সেই মহৎ দুঃখ-সুখের পৌষ-ফাগুনের পালাই রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে ছোট গল্পকেও মানবজীবনের সবচেয়ে বড় গল্পে উত্তীর্ণ করেছে মুহূর্তে।

রবীন্দ্রনাথকে কেবল গভীর তত্ত্বের কঠিন কবি বলে পাঠক ভুল না করলে তার মনে পড়ত ঃ

"এই গেল এক, আর এক দুঃখের বেদনা আমার মনে বেজেছিল। সন্ধ্যে হয়ে এসেচে, সমস্ত দিনের কাজ শেষ করে চাষীরা ফিরেচে ঘরে। একদিকে বিস্তৃত মাঠের উপর নিস্তব্ধ অন্ধকার, আর একদিকে বাঁশ-ঝাড়ের মধ্যে এক একটি গ্রাম যেন রাত্রির বন্যার মধ্যে জেগে আছে ঘনতর অন্ধকারের দ্বীপের মত। সেই দিক্ থেকে শোনা যায় খোলের শব্দ, আর তারি সঙ্গে একটানা সুরে কীর্তনের কোন একটা পদের হাজারবার তারস্বরে আবৃত্তি। শুনে মনে হত এখানেও চিত্ত-জলাশয়ের জল তলায় এসে পড়েচে। তাপ বাড়চে, কিন্তু ঠাণ্ডা করবার উপায় কতটুকু বা। বছরের পর বছর যে অবস্থাদৈন্যের মধ্যে দিন কাটে তাতে কী করে প্রাণ বাঁচবে যদি মাঝে মাঝে এটা অনুভব না করা যায় যে হাড়ভাঙা মজুরীর উপরেও মন ব'লে মানুষের একটা কিছু আছে যেখানে তার অপমানের উপশম, দুর্ভাগ্যের দাসত্ব এড়িয়ে যেখানে হাঁফ ছাড়বার জায়গা পাওয়া যায়। তাকে সেই তৃপ্তি দেবার জন্যে একদিন সমস্ত সমাজ প্রভূত আয়োজন করেছিল। তার কারণ, সমাজ এই বিপুল জনসাধারণকে স্বীকার করে নিয়েছিল আপন লোক ব'লে। জানত, এরা নেমে গেলে সমস্ত দেশ যায় নেমে। আজ মনের উপবাস ঘোচাবার জন্যে কেউ তাদের কিছুমাত্র সাহায্য করে না। তাদের আত্মীয় নেই, তারা নিজে নিজেই আগেকার দিনের তলানি নিয়ে কোনোমতে একটু সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে। আর কিছুদিন পরে এটুকুও যাবে শেষ হয়ে; সমস্ত দিনের দুঃখধন্দার রিক্তপ্রান্তে নিরানন্দ ঘরে আলো জ্বলবে না, সেখানে গান উঠবে না আকাশে। ঝিল্লী ডাকবে বাঁশবনে, ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে শেয়ালের ডাক উঠবে প্রহরে

প্রহরে, আর সেই সময়ে শহরে শিক্ষাভিমানীর দল বৈদ্যুত আলোয় সিনেমা দেখতে ভিড় করবে।”

রবীন্দ্রনাথকে গভীর তত্ত্বের কঠিন কবি বলে পাঠক ভুল না করলে তার মনে পড়ত যে এ কণ্ঠস্বর বাংলা দেশের কোনও তথাকথিত নীচুতলার প্রবক্তাদের কারুর নয়; এ কণ্ঠস্বর প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথেরই নিঃসংশয়ে। যাঁর সম্বন্ধে অসংখ্য স্বদেশবাসীর আজও এই শোচনীয় অলীক এবং অবাস্তব ধারণা যে মাটির সঙ্গে সংযোগবিহীন কল্পনার চূড়ায় বসে নীল আলো জ্বেলে রবীন্দ্রসংগীত রচনাই তাঁর একমাত্র কবিকর্ম।

ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব যদি বিন্দুমাত্র স্পর্শ করত আজ বাঙালীচিত্তকে ক্ষণকালের জন্যেও, তা হলে সে এই মানবসত্য সুনিশ্চিত জানত যে মানুষের সামর্থ্যের অভাব ঘটেছে অর্থের অভাবে নয়, প্রতিবাদশক্তির অভাবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করার মত অন্যায় তা হলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাঙালীকে আজ শতধিক্কারের ব্যর্থতায় পদে পদে পরাজিত করত না; জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন তেমনই পঁচিশে বৈশাখকে উপলক্ষ করে রবীন্দ্রনাথের নামে যে অর্থহীন জলসায় অজস্র অর্থ কর্মশক্তি এবং সময়ের অপব্যয় হচ্ছে তার বিরুদ্ধে সে একবার উঠে দাঁড়ালে, রুখে দাঁড়ালে একবার রবীন্দ্রনাথের নাম ভাঙিয়ে যারা পঁচিশে বৈশাখের ব্যবসায় অধুনা লিপ্ত, রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যের যারা কেউ নয় মুহূর্তে নীরব হত তারা। এবং তার পরিবর্তে শ্রুত হত সেই অপরাজিত কণ্ঠস্বর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের। মৃত্যুর পর এই অর্বাচীন এবং স্বার্থান্বেষীদের রবীন্দ্র-জলসার অবশ্যম্ভাবী সূচনা জীবদ্দশাতেই অনুমান করতে পেরে উচ্চারণ করেছিলেন যে সতর্কবাণী তাই ঘোষণা করতে সে ভয় পেত না:

‘সভাপতি থাকুন বাসায়
কাটান সময় তাসে-পাশায়

নাইবা হল নানা ভাষায়

আহা, উহু, ওহো !'

মানুষের মহত্তম কবি রবীন্দ্রনাথ; শতাব্দীর অধীশ্বর রবীন্দ্রনা বাংলার সবচেয়ে বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এই যে আহা-উহু ওহোর সাময়িক দুর্যোগ সাহিত্যাকাশ জুড়ে দেখা দিয়েছে এ যত ঘনঘোর করে তুলুক নির্মল আর নিরুপম নীলকে, তবুও চিরস্থায়ী হবে না এই বিকার কিছুতেই, কারণ 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ' সেই মেঘের বিকার কেটে গিয়ে সুস্থ, এবং স্বাভাবিক শ্রী ফিরে আসে আকাশের—এই প্রত্যয় আজ পুনরাবৃত্তি করি যে মন্ত্রে রবীন্দ্রনাথে সত্তর বৎসরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তাঁব স্বদেশবাসী কবেছিল সূর্য প্রণাম :

"প্রকৃতির কাছে হাত পাতিয়া আমরা লইয়াছি অনেক; আবা তোমার হাত দিয়া তাহাকে দিয়াছিও অনেক।"

বাংলা সাহিত্যের বনগাঁয়

শোনা যায় কেশবচন্দ্র সেনকে একবার ব্ল্যাক-বোর্ডের কালো অঙ্গে সাদা অক্ষরে বক্তৃতার বিষয় হিসেবে দেগে দেওয়া হয় একটি শূন্য ; অর্থাৎ কোনও বিষয় বলে দেওয়া না হলেও সে বিষয়ে বাগ্মীশ্রেষ্ঠর কিছু বলার আছে কি না তাই ছিল পরীক্ষার বিষয়। কেশবচন্দ্র আরম্ভ করেছিলেন তাঁর বক্তৃতা এই বলে যে, ব্রহ্মাণ্ড এসেছে যেখান থেকে ফিরে যাবে সেই শূন্যে। শূন্যের অর্থ তাঁর কাছে অর্থশূন্য ছিল না ; কিন্তু সেই কেশবচন্দ্র যদি আজ বেঁচে থাকতেন আর তাঁকে যদি আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের বিষয় কিছু বলতে বলা হত তাহলে সেই বিস্ময়কর বক্তাও, অনুমান করি বলবার ভাষা খুঁজে পেতেন না কিছুতেই। Holy Roman Empire-এর মতোই আধুনিক বাঙলা সাহিত্য আধুনিক কেন বলা শক্ত ; বাংলা কি না বলা আরও শক্ত ; কিন্তু সাহিত্য যে নয় একথা বলা মোটেই শক্ত নয়।

কিন্তু এই বাহ্য ; বর্তমান কালের বাঙলা সাহিত্য সম্পর্কে বলার সবচেয়ে অসুবিধে হচ্ছে এই যে এবস্তু প্রশংসার যোগ্য নয় এবং নিন্দার

সম্পূর্ণ অযোগ্য। বাঙলা সাহিত্যের বনগাঁয়ে আজ যাদের গড়াগড়ি যেতে দেখছি তাদের গাল দেওয়াও যায় না; কারণ তার কেউ বাঘসিংহ নয়; তারা সবাই শৃগাল, —বাঙলা সাহিত্যের গলিত শব নিয়ে যাদের উৎসব কখনও রবীন্দ্র-বিস্মৃতি-পুরস্কার পেয়ে; কখনও আবার গাঁয়ে মানে না আপনিই আপনার জন্মদিন পালন উপলক্ষে।

রবীন্দ্রনাথ নেই; এবং তাঁবও আগে বিদায় নিয়েছেন বঙ্গসাহিত্যের ইন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী। সেই সময়কার যাঁরা আজও যতটুকু জীবিত তার চেয়েও মৃত বিস্মৃত অবস্থায় আছেন তাঁদের দেখে আজকের যারা অবজ্ঞার হাসি হাসে তাবা জানে না যে তাদেব এই হাসি দেখেই সেই বাঙলা প্রবাদের জন্ম: ঘুঁটে পোড়ে গোবব হাসে। রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে যাঁদের আবির্ভাব সেদিন সূর্যালোকেও একেবারে নিষ্প্রভ হয়নি তাঁরা কি সত্যই উপেক্ষাব? বাঙলা সাহিত্যেব পুনর্মূল্যায়নের দিন এলে আজকের যুক্তিহীন উপেক্ষাব দুর্দিন কেটে গিয়ে নতুন করে স্থির হবে সাহিত্যে তাঁদের স্থান কোথায়।

রবীন্দ্রনাথবিগত বাঙলা সাহিত্যের আজ যাবা বথামহাবথী বলে সাহিত্যের পালায় অভিনয় কবে যাচ্ছে, সেদিন তারা কাটা সৈনিক অথবা পলায়নপব সাবথিব চেয়ে বড় ভূমিকা পাবে কি? না। সেই বিচারের দিন দূরে; কিন্তু এদের পক্ষে চরম সেই দুর্দিন এদেরই কৃতকর্মের ফলে খুব বেশী দূবে নয়। বর্তমানে বহু বিকৃত বই এর বহুবিকৃত লেখকদেব কলমেব 'গতি, যত দূব' দেখতে পাচ্ছি, 'চরম দুর্গতির' দিন তার এলো বলে।

সাহিত্যের বনগাঁয় গাল দেবাবও অযোগ্য এই সব শৃগালদের আলোচনায় স্বভাবতই 'আলোব চেয়ে চোনার ভাগ' একটু বেশী হবে; আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের একমাত্র পাঠক যাঁরা, সেই পাঠিকা সম্প্রদায় বর্তমান লেখককে মার্জনা করবেন।

বাঙলা সাহিত্যের বর্তমান হালের জন্যে সর্বতোভাবে যাঁরা দায়ী

তাঁরা দ্বিতীয় যুদ্ধপূর্ব কল্লোল পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত বঙ্গসাহিত্যের পুষ্পকাননে কয়েকটি অবাঞ্ছিত আগাছা। বঙ্কিম যখন প্রথম বঙ্গসাহিত্যের উদ্বোধন করেন, তখন তিনি যেমন রমেশচন্দ্রের মত লোককে বাঙলা ভাষায় লিখতে উৎসাহিত করেন তেমনই সেই সময়ে অযোগ্য যারাই ভেবেছে যা লিখব তাই বাঙলা হবে তাদের তিরস্কার করেছেন তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমকে একই সঙ্গে সৃষ্টির কারণে এবং অনাসৃষ্টি বিতাড়নের ক্ষমতায় বিস্মিত হয়ে সব্যসাচী বলেছেন; কিন্তু নিজে অবতীর্ণ হননি সেই ভূমিকায়। রবীন্দ্রনাথ অন্যায় সহ্য করাকে অন্যায় করার মতই অন্যায় মনে করেছেন কবিতায়, কিন্তু সাহিত্যজীবনে অপদার্থদের পদার্থহীন জেনেও সার্টিফিকেট দিয়েছেন। কল্লোল-পত্রিকার লেখকরা বিদেশী গল্প চুরি, বঙ্গ ভাষার ওপর বলাৎকার এবং চুটকী-জাতীয় রচনা ছাড়া আর যে কারণে স্মরণীয় তা হচ্ছে এই যে তাদের জন্য আজ সাহিত্যিক এবং সাহিত্যিকম্মন্যে কোনও পার্থক্য নেই। মুড়ি আর মিছরির আজ এক দর নয় কেবল একই আদর যে তার কারণ মুড়ি আর মিছরির মধ্যে তফাতও অল্প অথবা একেবারেই নেই। কল্লোল কোনও কালে যুগ নয়; কোনও এককালে হুজুগ ছিলো,—এখন তাও নয়।

চন্দ্র-সূর্যের পর বাঙলা সাহিত্যের আকাশে যে তিনটি তারা দপ দপ করে একদা জ্বলেছে তারা কল্লোলের কেউ নয়। বাঙলা সাহিত্যের সেই তারা তিনজন তিন বাঁড়ুজ্যে: বিভূতিভূষণ, মাণিক এবং তারাশঙ্কর। প্রথম দুজন মৃত্যুতে সাহিত্যিক অপমৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছেন; তৃতীয়জন যদি শুধু বেঁচে থাকা নয় সাহিত্যে বেঁচে থাকাও কাম্য মনে করেন তাহলে অবিলম্বে তাঁর করণীয় হচ্ছে লেখনী সম্বরণ। তাঁর শতায়ু হয়ে বেঁচে থাকা যেমন আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা তেমনই কবিরত্ন-তারাশঙ্করের চাঁপাডাঙার বৌ-এর অপমৃত্যু মোটেই বাঞ্ছনীয় মনে করি না।

রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র বাদে বাঙলা সাহিত্যের সব চেয়ে শ্রদ্ধেয় লেখনী

বিভূতিভূষণের। তিনি বঙ্গ সাহিত্যের সেই অর্থেই যথার্থ ভূষণ যে অর্থে বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের চিরন্তন পুরুষ। তাঁর রচনায় উৎকট স্টাইল নেই; আছে সুতীব্র প্যাশান; তিনি শিল্পী হিসেবে প্রথম শ্রেণীর; এবং প্রকৃতিকে সাহিত্যে 'চরিত্র' তৈরী করার কৃতিত্বে একক এবং রবীন্দ্রনাথ-বঙ্কিম কারুর কাছেই ঋণী নন।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমার শ্রদ্ধার পাত্র পদ্মানদীর মাঝি অথবা পুতুলনাচের ইতিকথার জন্যে; কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী যার জন্যে তা তাঁর শেষ দিককার পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক রচনা: সোনার চেয়ে দামী। তিনি যে নিজের পূর্ব কৃতিত্বে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাবা গুটিয়ে বসেন নি,—নতুন দিক উন্মোচনের জন্যে খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং প্রতিষ্ঠা বিপন্ন করে সত্যিকারের নতুন লেখা লিখেছিলেন তারই জন্যে তাঁর সামান্য দামের কলম সাহিত্যের কষ্টিপাথরে সোনার চেয়ে দামী বলেই গ্রাহ্য হবে আগামীকাল। মাণিকবাবুকে যাঁরা পড়েছেন তাঁদের কাছে পুতুলনাচের ইতিকথা এবং পদ্মানদীর মাঝিই স্মরণীয়; মাণিকবাবুকে যাঁরা বুঝেছেন তাঁদের কাছে সোনার চেয়ে দামীই অবিস্মরণীয়।

কবির তারাশঙ্কর সাহিত্যে চিরকালের জন্য চিহ্নিত হয়ে থাকবেন যদি না তাঁর আধুনিকতম rawচোনা তাঁকে নিশ্চিহ্ন করে। তারাশঙ্করের রচনায় ভাষা দুর্বল; কিন্তু কবি-তে সেই ভাষাও তাঁর অজ্ঞাতে কবিতার ভাষা হয়ে গেছে কোথাও কোথাও। তিনি এখন যা লিখছেন সে কেবল লিখতে হবে বলে; আর কোনও কারণে নয়। বহুদিনের অভ্যাস এবং বর্তমানে বাঙলা বইয়ের বিক্রী বাড়তির দিকে এই কারণে তাঁর এখনও লেখা যদি বা ক্ষমা করা যায় তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে বাণী দেবার স্পৃহাকে অবিলম্বে কোরবানী করা দরকার। সাহিত্য রচনা আর সাহিত্য সম্পর্কে বলবার অধিকার এক বস্তু নয়; সকলেই একসঙ্গে এই দুই ক্ষমতা নিয়ে আসে না। রবীন্দ্রনাথকে যা মানায়, বঙ্কিমকে যা অনেক বেশী সাজে,— শরৎচন্দ্র অথবা তারাশঙ্করে তা সাজে না; শ্রোতার পক্ষে পাঠকের পৃষ্ঠে তা চরম সাজা হয়ে দেখা

দেয়। সাম্প্রতিককালের সমস্ত সাহিত্যিকদের মধ্যে পাঠিকারা তারাশঙ্করকে একটু উপরে স্থান দেন। সেইখান থেকে স্থানচ্যুত হয়ে প্রস্থান করবার আগে তাঁর একটা জিনিস মনে রাখা দরকার; intuitive ক্ষমতায় বিচাবক লেখা যায়,—কিন্তু কেবলমাত্র অশিক্ষিত-পটুত্বে সাহিত্যের বিচারক হওয়া যায় না।

তারাশঙ্কর যেমন তাঁর প্রাপ্যেব চেয়ে বেশী পেয়েছেন পাঠিকাদের কাছে তেমনই প্রাপ্যের চেয়ে যিনি অনেক কম পেয়েছেন বঙ্গসাহিত্যের আলোচনায় অধুনা উপেক্ষিত তাঁর শ্রদ্ধেয় ছদ্ম নাম 'বনফুল'। বনফুল বঙ্গ সাহিত্যের পুষ্পকাননে যতরকম ফুল ফুটিয়েছেন তা ফুলের চেয়ে কিছু বেশী; বিউটিফুল। বৈচিত্র্যের জন্য কিছুক্ষণ, শ্রীমধুসূদন, ডানা, দ্বৈরথ, মৃগয়া এবং অতি ছোটগল্প বনফুলকে সাহিত্যের বিচিত্রকর্মা পুরুষ করেছে। Craft-কে ছাড়িয়ে গভীরতর কোনও বক্তব্যে পৌঁছতে পারলেও বনফুলের যা প্রাপ্য তিনি তা পেতেন না। পেতেন না তাব কারণ, স্ত্রীপুরুষ যেই হন বাঙলা সাহিত্যের পাঠক আজও তৈরী হয়নি; স্ত্রীপুরুষ নির্বিচারে বিচাবেব ক্ষেত্রে অগণ্য রীডার আসলে পাঠিকা বলেই গণ্য হবার যোগ্য আজও।

আজকের এই মুহূর্তে বাঙলা সাহিত্যের সর্বনাশ করতে যিনি উদ্যত তিনি অবধূত নন; তিনি সৈয়দ মুজতবা আলি,—সাহিত্যে যাঁর আখ্যা পাওয়া উচিত মৌজতোফা আলী বলে। কল্লোলের পরও,—অতঃপর ইজ্জৎ ছিল সাহিত্যের,—তারই জাত মারার বজ্জাত কৃতিত্বে রকের ইয়ার্কির নরকগুলজার করা কীর্তিতে ইনি কীর্তিমান পুরুষ। দেশকে দুভাগে ভাগ করেও যারা তৃপ্ত নয় ইনি তাদের এক কাঠি উপরে গেছেন; ইনি সাহিত্যকেও দুভাগে ভাগ করতে সমুদ্যত। চটুলতা, ইয়ার্কি অশোভন চুটকীর সঙ্গে জর্মন এবং ফরাসী উচ্চারণের স্টান্টে সাময়িক হাততালি পেলেও মীরজাফর যেমন দেশের পক্ষে ভীষণ হয়ে উঠেছিলেন, ইনিও ভবিষ্যতে তেমনই সাহিত্যের ঘরের শত্রু বিভীষণ রূপে কীর্তিত

হবেন। অবধূতে আছে তন্ত্রের নামে সেক্সের টেনশান; আর আলীতে আছে পঞ্চতন্ত্রের ছদ্মনামে সেকসপীয়ারের প্রিটেনশান।

দুঃখ করে লাভ নেই; এখন এই চলবে। পৃথিবীর সাহিত্যেই এখন 'প্রতিভা'রা অতিকায় প্রাণীদের মতই জাদুঘর ছাড়া কোথাও বেঁচে নেই। শুধু সাহিত্যে কেন,—জীবনের কানও কুরুক্ষেত্রেই এখন কর্ণার্জুনেব পালা আর অভিনীত হবাব এতটুকু সম্ভাবনা নেই। তার বদলে যারা এখন সেনাপতিব ভূমিকায় অবতীর্ণ তাবা প্রায় সবাই শিখণ্ডীর সমপর্যায়। এযুগে Head নয়; Forehead-ই সব। এই যুগের বাণী হচ্ছে Survival of the Unfittest. বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে কিছুদিনেব মত Winston Churchill-এর মত ভালোয়মন্দে, আলোয়-আঁধাবে একটা গোটা 'মানুষ', একটা 'real character' আর দেখা দেবে না। কাজেই সব কর্মক্ষেত্রেই যদি এমন ঘটে,—সাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্রে তার বিপবীত কিছু ঘটবে এমন দুর্ঘটনার সময় এখনও সন্নিকট নয়।

এবং সে দুর্ঘটনা যদি বা ঘটে তা সাহিত্যেব ক্ষেত্রে ঘটবে না; ঘটলে ঘটবে সিনেমাটোগ্রাফির জগতে। চলচ্চিত্রই এযুগেব সাহিত্য; আমাদের দেশে অন্তত আলী এবং অবধূত যেক্ষেত্রে Creation-কে নিছক Recreation-এর স্তবে নামিয়ে আনছেন সেই একই দুঃসময়ে আবার এতদিন যা ছিল নিছক Recreation তাকে Creation-এর স্তবে এই প্রথম টেনে তুলেছেন যিনি তাঁর নাম সত্যজিৎ রায়; তাঁব সাধনাকে নমস্কার।

প্রবীণদেব মধ্যে যেমন তাবাশঙ্কর একটু ওপবে পাঠিকাদের কাছে, তেমনই তরুণদের মধ্যে সমবেশ বসুর কাছে এখনও পর্যন্ত পাঠিকাদের আশা একটু বেশী; এবং সমরেশ বসু ক্রমশই একটির পর একটি সাম্প্রতিক রচনায় তাকে তামাশা করে চলেছেন। ঠিকই করেছেন; এইই হচ্ছে বাঙালী অল্পবিত্ত সাহিত্যিকদের নিয়ম। অপ্রত্যাশিত ক্ষমতার সন্ধান

পাবার পর প্রত্যাশিত গেঁজে যাওয়াতেই এঁদের সার্থকতা। উপনিবেশের নারায়ণ গঙ্গো এবং উত্তরঙ্গ-র সমরেশ বসুতে সেই একই রেশ। সমরেশের পুরস্কৃত বই 'গঙ্গা' তীব্র তিরস্কারের যোগ্য। অত্যন্ত অল্প অভিজ্ঞতা, কষ্টকল্পনা এবং ছোট কলমে বড় কথা বলবার চেষ্টায় গঙ্গা-য় বিসর্জিত হয়েছে সমরেশের ক্ষমতা। তাঁর প্রায় সব লেখাতেই ভাষা দুর্বল, কাহিনী গতিহীন কিন্তু চরিত্র রচনার ক্ষমতায় পাঠ্য। ইদানীং তিনি ভাষাকে মার্জিত করে তুলেছেন কিন্তু বক্তব্যের অথবা অভিজ্ঞতার অগভীরতায় তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছেন; এই সঙ্গে বলে রাখলে ভালো হয় যে ভাষার দুর্বলতা জোরালো বক্তব্য অথবা স্মরণীয় চরিত্রসৃষ্টির মহিমায় ঢাকা যায়; কিন্তু ওই দুই গুণের অভাব ভাষার জাদুতে করা যায় না আড়াল।

সমরেশ বসুর আগে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অনুরূপ প্রত্যাশা জাগ্রত করে অনুরূপভাবে গেঁজে গেছেন চলচ্চিত্রের নগদ পাওনার লোভে.এবং অধ্যাপনার চোরাবালিতে পা দিয়ে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অথবা সমরেশ নন; সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল অধ্যায় যিনি একা রচনা করে চলেছেন তিনি সতীনাথ ভাদুড়ী। সতীনাথ ভাদুড়ী পাঠিকাদের নন; পাঠকদের লেখক। জাগরী পাঠিকাদের জন্যে; ঢোঁড়াই মানস চরিত, সত্যি ভ্রমণ কাহিনী এবং সঙ্কেত পাঠকদের জন্যে। সাহিত্যের সর্বপ্রধান সত্য যে জীবন সত্য,—তারই পরিচয়ে সতীনাথের রচনা প্রদীপ্ত। সাহিত্যের সতীত্ব এবং শুচিতা রক্ষার জন্যে তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ; তাঁর রচনা অধিক আলোচিত এবং পঠিত হোক; তাতে পাঠকরা ঠকবেন না।

কিন্তু সাম্প্রতিককালের সাহিত্যের সব চেয়ে উজ্জ্বল তারা অকালে নির্বাপিত হয়েছেন যিনি তাঁর নাম অদ্বৈত মল্লবর্মণ। তিতাস একটি নদীর নাম সর্বশ্রেষ্ঠ বাংলা উপন্যাসের তিনটির একটি। অকালে পরলোকগমন করায় এই বই তাঁর অদ্বিতীয় রচনা হয়ে রইল আক্ষরিক অর্থেই। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝির চেয়ে কোনও

অংশে অনুজ্জ্বল নয়; কোনও কোনও অংশে উজ্জ্বলতর সৃষ্টি এই তিতাস একটি নদীর নাম।

কথাসাহিত্যের বাইরে প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাঁর নাম করলেও অন্যায় হয়, না করলেও অন্যায় হয় তিনি বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ প্রণেতা বিনয় ঘোষ। না করলে অন্যায় হয় এই কারণে যে অসাধারণ অধ্যবসায়, প্রবন্ধ-নিষ্ঠা এবং শৃঙ্খলাযুক্ত পরিশ্রমেব পুবস্কার হিসাবে তরুণ লেখকদের শীর্ষস্থানে এসে পৌঁছেছেন তিনি আজ অবজ্ঞাত অখ্যাত অতীতেব অন্ধকার থেকে। কিন্তু নাম করলে অন্যায় হয়,—আর কারণ তাঁর রচনায় নিজেব কথাব চেয়ে কখনও কখনও অন্যের কথা অনেক বেশী; কোটেশান কণ্টকিত কোনও কোনও রচনা তাঁব কতটা নিজের কতটা অন্যের চেনা সহজ কিন্তু কারণ বোঝা শক্ত। এছাড়া তাঁর ভাষা অত্যন্ত নীরস; ফলে তাতে তথ্যসম্ভার যতটা সাহিত্য সংহার ঠিক ততটাই। পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি এই কারণেই ঘরে ঘরে সংগৃহীত কিন্তু পাঠকের অন্তবে সাগ্রহে গৃহীত কিনা সন্দেহ। তিনি আসলে সাংবাদিক; স্কলাব নন। সুখপাঠ্য রচনা হলে যদি স্কলারের সম্মান না পাওয়া যায়,—এই কারণেই তিনি সভয়ে সুখপাঠ্যতার পথ পরিত্যাগ করে রচনাকে যতদূর দুর্ধর্ষ রকমের অসুখপাঠ্য করা যায় সেই দিকে অগ্রসব হয়েছেন। কিন্তু এ তাঁব ধর্ম নয়; এবং তিনি নিশ্চয়ই জানেন স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়।

কবিতার ক্ষেত্রেও দুর্দশা কম নয়। বর্তমানে বাঙলা দেশের শেষ জীবিত কবি জীবনানন্দ দাশ [ট্রাম-দুর্ঘটনায় অপমৃত্যুর কারণে জীবনানন্দকে শেষ জীবিত কবি বলায় যাদের আপত্তি হবে, বর্তমান নিবন্ধ সেই পাঠিকাদের জন্যে রচিত নয়]। জীবনানন্দের অন্ধ অনুকরণ করা expression এবং উপকরণে এই যাদের একমাত্র কাজ আজ তাঁরা নতুন লিখছেন কিন্তু নতুন কিছু লিখছেন না। জীবনানন্দও যত বড় কবি খ্যাতি পেয়েছেন তত বড় কবি তিনি ছিলেন না; কিন্তু একথার ভুল নেই যে সমস্ত দুর্বোধ্যতা, অস্পষ্টতা সত্ত্বেও তিনি প্রথমতঃ

মধ্যতঃ ও শেষতঃ আগাগোড়া কবি ["সবাই কবি নয়; কেউ কেউ কবি—"]।

কবিতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কলম যাঁর তিনি 'পদাতিক' সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সুভাষের কবিতায় নতুন সম্ভাবনার সূচনা দৃষ্টি এড়াবার নয়। যারা বলে যে সুভাষ রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে পড়ে কবিধর্মচ্যুত তারা ঠিক বলে না। এই পাঁক গায়ে না মাখলে পদ্মের মত ফুটে উঠবার সম্ভাবনা আবার নূতন করে সুদূরপরাহত হতো। এখন পর্যন্ত তাঁর কবিতায় একটি কি দুটি আশ্চর্য পংক্তি পাচ্ছি ["ফুলগুলো সরিয়ে নাও বড় লাগছে",—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে]; কিন্তু চরমাশ্চর্য গোটা রচনা এখনও অনুপস্থিত। তা হোক। তবু সুভাষের রাস্তা ধরেই আসবে সেই আগামীদিনের মালাকার; আজ 'ফুল ফুটুক না ফুটুক'—আগামীকাল সে প্রস্ফুটিত হবেই।

এ নিবন্ধে আমি যাঁদের নাম করলাম না,— তাঁরা অযোগ্য বলেই করলাম না; অনবধানতাবশতঃ নয়। সাধারণতঃ সাহিত্যের আলোচনার শেষে অনালোচিত ব্যক্তিদের এই সান্ত্বনা দেওয়া হয় যে এর বাইরেও আরও অনেক উল্লেখযোগ্য রচনা ছিল; কিন্তু অল্প পরিসরে স্থানাভাবের কারণে ইত্যাদি। এখানে সেই সান্ত্বনার অবকাশ নেই বলে এতটুকু দুঃখিত নই আমি।

আমি জানি। আমি জানি যে এই বক্তব্যকে কেউ কেউ কেন প্রায় সবাই [যাঁদের প্রশংসা করেছি তাঁরা ছাড়া] বলবেন একবাক্যে যেকথা তা হচ্ছে: এবস্তু sweeping statement হয়েছে। হয়েছে; কিন্তু তাতে কি হয়েছে? বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং: এও sweeping statement ছাড়া কি? এই বিচারে সে দিন নীরস তরুবর পুরত ভাতি, স্বীকৃত হয়েছে কাব্য বলে; আগামী দিনের বিচারে এর পরিবর্তে সেদিন অস্বীকৃত শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে-র, অনেক কম রমণীয় হয়েও অনেক বেশী 'রিয়ল' এই কারণে কাব্য বলে গৃহীত হতে বাধা কোথায়? এর মধ্যে তাহলে কোনটি সত্য আর কোনটা sweeping statement কে বলবো?

মানুষ নহিতো আমরা মেষ

বিশ্বাস করুন। আমরা মেষ অথবা mass; কিন্তু আমরা যা বলে নিজেদের পরিচয় দিই,—আমরা সেই 'মানুষ' নয়। আজ বলে নয়; আমরা কোনও এককালে হয়তো বনমানুষও ছিলাম; কিন্তু কোনকালে ছিলাম কিনা এ বিষয়ে যতই দিন যাচ্ছে এবং তুর্দিন আসছে ততই আমার সন্দেহ বাড়ছে। আমরা মানুষ হলে আমাদেরই নির্মূল করবার জন্যে আমাদের অর্থে-সামর্থ্যে, পরিশ্রম ও প্রতিভায় নির্মিত ফানুষ ফাটাতে দিতাম? আমরা মেষ অথবা mass না হলে কখনও ধর্মের নামে কখনও ধর্মঘটের বেনামে আমাদের বলি দেবার জন্যে কেউ আমাদের দিয়েই বানাতে সাহস করত হাড়িকাঠ? ধর্মের নামে এককালে নরবলি হয়েছে; ধর্মঘটের নামে আজ 'বা'-নরবলি চলছে। একদিন ছিল ভক্তিবাদ, গুরুবাদ; তার বদলে আছে সমাজবাদ; সাম্যবাদ। তুই বিবাদের মধ্যে উলুখড়ের মতো বরবাদ হয়েছে যে সে মেষ অথবা mass হতে পারে; মান এবং হুঁশ বাদ দিয়েই চলতে চেয়েছে সে চিরকাল। অগণিত বলে মানুষ পরিগণিত হবে কিসের দাবিতে? একদিন রাজা, রাজপুরোহিত পাণ্ডার পায়ে

আমাদের প্রণাম এবং তার বদলে আজ কখনও প্রেসিডেণ্ট, কখনও প্রধানমন্ত্রী, কখনও ডিক্টেটারের হাতে প্রণামী গুঁজে দেবার এই হাস্যকর অবিমৃষ্যকারিতায় আমার অনিবার্যভাবে, সেই সওদাগরী বড় সাহেবের কথা কেন জানি না, মনে পড়েই।

মস্তবড় সওদাগরী অফিস ; তার একনম্বর সাহেব। যেমন গোঁফে, তেমনি মেজাজ। অত্যন্ত সন্তর্পণে কথা বলতে হয়। তার লেডি টাইপিস্ট দুর্গা নাম জপতে জপতে দুরুদুরু বক্ষে তার কাছে এসে মৃদু হেসে দাঁড়ায় ; তারপর বলে ঃ অনেক পুরানো চিঠিপত্তর, বহু-বছরের বাজে অদরকারী চিঠির জঞ্জালকে সে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পারে কিনা ? সাহেব কি ভাবে ; তারপর অনুমতি দেয়। পিতৃ-পুরুষকে কৃতজ্ঞতা জানাতে জানাতে নিক্রান্ত হবার চেষ্টায় দরজা পর্যন্ত পৌঁছয় মিস টাইপিস্ট, দরজা পর্যন্তই পৌঁছতে পারে। এমন সময় ব্যাঘ্রহুঙ্কারে হাতের কাগজ-পেন্সিল প্রায় পড়ে যায় আর কি। সাহেব ডাক ছাড়েন ঃ লুক হিয়ার, মিস হোয়াটনট, যেসব চিঠিপত্তর ফেলে দেবে তার প্রত্যেকটার একটা ট্রু কপি কিন্তু ফেলবার আগে রেখে দিয়ে তবে ফেলবে সব ; তার আগে নয়।

রাজা, রাজপুরোহিত, পাণ্ডা, তন্ত্রমন্ত্র-মারণ-উচাটন, চার্চ, গীর্জা, মন্দির মসজিদ, বিদায় দেবার আগেই তার ট্রু কপি, প্রেসিডেণ্ট প্রধানমন্ত্রী, ডিক্টেটর, সাম্যবাদ সমাজবাদ, বৈপ্লবিক সাম্যবাদ, সিনেট, পার্লামেণ্ট, প্রিসিডিয়াম সযত্নে রক্ষা করতে সারা দেশে দেশে বাধ্য হচ্ছে তারা কি মানুষ ? আপনিই বলুন। আপনি, আমি, এরা, ওরা, তারা কেউ মানুষ নয় ; হয় মেষ, নয় mass।

বেশিদূর যাবার প্রয়োজন নেই ; হাতের কাছেই এর নজির আছে। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ নাকি সমাজবাদের দিকে এক মস্ত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। হতেও পারে। কিন্তু জমি কিনে রেখেছে যারা লর্ড ক্লাইভের আমলে সতের টাকায় বিঘের দরে এখন সেখানে এক বিঘৎ জমির দর সতেরশো টাকা, তারা কিন্তু জমিদার নয়। যেহেতু

তারা জমির উপর বাড়ি তুলেছে, নিজের জন্যে, ভাড়ার জন্যে অথবা বায়স্কোপ দেখাবার জন্যে সেহেতু তারা উচ্ছেদের অযোগ্য। কোন স্মরণাতীত এককালে কেউ হেষ্টিংসের, কেউ ড্যালহৌসীর মুৎসুদ্দি ছিলো অতএব এই জমি এবং বাড়ি তাদের স্বোপার্জিত। আজকেও যারা প্রাইভেট বাসের মালিক তারা কেউ জমিদার নয়; তাবা ব্যবসাদার। ছবি দেখাবার জন্যে একবার একখানা বাড়ি করতে পেরেছে যে সে একখানা বাড়িতে সন্তুষ্ট থাকেনি আর; বাড়ির পর বাড়ি তুলছে ঐ এক —ছবির জন্যে ভাড়া খাটানোর উদ্দেশ্যে। কারুর কাছেই এটা বাড়াবাড়ি মনে হয়নি; যদিও ছবিখানা তুলেছে ছবি না চললে তাদের কেউ রাস্তায়, কেউ পাওনাদারেব তাগাদায় রাস্তায় হন্যে কুকুরেব অধম হয়ে ঘুরে একদিন আলুব সিজনে তুলেছে পটল; অর্থাৎ অকালে মাবা গেছে প্রযোজক হিসেবে। কিন্তু ছবি না চললেও যাদের চলা অসুবিধে হয়নি এক মুহূর্তেব জন্যেও তারা ছবির মালিক নয় কোনওদিন; তারা চিরকাল ছবিঘরের মালিক। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ অথবা শূন্য প্রেক্ষাগৃহ তাদের পক্ষে অন্ধেব কিবা বাত কিবা দিন নয়; নয় তাব কাবণ ছবির বিক্রি যখন সপ্তাহে চোদ্দ হাজার তখন তাদের ভাগে সাত হাজার; প্রযোজকের দুর্ভাগ্যে মিডলম্যানস কমিশন দিয়ে কিন্তু সাতহাজারের অনেক কম। কিন্তু মজা এই, মজানোও এইখানেই যে ছবির বিক্রি যখন পাঁচ হাজারের পর্যায় অথবা একটু তলায় তখন ছবি দেখাবার বাড়ি যার সবটাই তার, কাবণ তার সংগে ছবিওয়ালার ছবি দেখাবার প্রধান শর্তই সে আগে আদায় করেছে এই বলে যে ছবি দেখাবার জন্যে বাড়িওয়ালার ভাড়া ওই পাঁচহাজার অথবা তার একটু কম। হারলেও যার জিত; লোকসান হলেও যার লাভ তাকে ব্যবসা বলে না; তাকে বলে জমিদারী। অতিবৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টিতে যে জমিদার মাফ করতে চায়নি খাজনা।

জমিদাররা তবু অনেক খারাপের সঙ্গে কখনও কখনও ভালোও করেছে একআধটু। গান নাচ বাজনা বাইজি থেকে শুরু করে জলের কল,

খেলার মাঠ, স্বাধীনতা আন্দোলনেও তারা তাদের কিছু রক্ত দিয়েছে কিন্তু স্বাধীন ভারতে যারা আবাসের অথবা বাসের মালিক তারা? জানতে ইচ্ছে করে, খ্রীষ্ট জন্মাবার উনিশশো ষাট বছর আগে আর খ্রীষ্ট মারা যাবাব উনিশশো ষাট বছব পরে, পার্থক্য কি ঘটেছে, তার। ওপরতলাব যারা তারা আবও ওপরতলায় উঠছে; নীচুতলায় যারা তারা তলিয়ে গেছে আরও নীচে; এছাড়া আব পার্থক্য কি সম্ভব হয়েছে যদি বুঝিয়ে বলেন তো বাধিত হই। শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়। বাজনীতি, অর্থনীতি দুর্নীতি; সুখ থেকে অসুখ; ধর্ম থেকে অধর্ম,—জীবনেব সব কুরুক্ষেত্রেই অক্ষৌহিণীবা মারা গেছে, মারা যাচ্ছে এবং মারা যাবে; ইতিহাসে থাকবে কর্ণার্জুনের নাম।

বড়লোককে গালপাড়া বই অথবা ছবি যেমন বড় লোকেরা সবচেয়ে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে; কখনও কখনও আবেক গাল বাড়িয়ে দেয় চড় খাবাব জন্যে তাব কাবণ বুঝি। গালাগালিতে তাদের আপত্তি নেই; গলাগলিতেই তাদের যা কিছু আতঙ্ক। নীচেব তলার লোকের সঙ্গে তাদেব তলাব কাউকে গলাগলি করতে দেখলে তবেই উত্তেজিত হয় তাদের গাল দিলে তাবা গাল বাড়িয়ে দিতে পারে যে তার কারণ তাদেব গণ্ডের চর্ম এবং গণ্ডাবচর্মে তফাত অল্পই অথবা একেবারেই নেই। কিন্তু যারা চিরকাল মেষেব অধম, যারা কেবল mass-এর অন্তর্ভুক্ত, তারা মাসের পর মাস কোন উৎসাহে ফুটবল খেলা দেখতে ভীড় করে, রোদ-জল-ঝড়, পুলিশের গুঁতো, ঘোড়ার চাট উপেক্ষা করে ভেবে পাইনে। ওই যে চামড়ার বল নিয়ে একবার এদল লাথিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওদলের গোলের দিকে; আরেকবার ওদল মারতে মারতে নিয়ে আসছে এদিকের গোলপোস্ট বরাবর—সেই বল কাদের চামড়ায় তৈরী? —রাজায় রাজায় পার্টিতে-পার্টিতে, ইজমে-ইজমে সুদূর অতীত থেকে বহুদূর আগামী কাল পর্যন্ত যে খেলার শেষ নেই সে খেলার বল কি নয় তাঁরা যারা কোনদিন মানুষ নয়; যারা চিরকাল mass?

আপনি যদি নিজেকে কেবল মানুষ বলেন তাহলে এই এ্যাটমের

যুগে যখন 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই',—তাহলেই আপনি মানুষ রইলেন না আর। মানুষ বললে হবে না; বলতে হবে আপনি কোন 'Ist'? আপনি সোসালিস্ট, কম্যুনিস্ট, রেভলুশনারি কম্যুনিস্ট, র‍্যাডিকালিস্ট, রাইটিস্ট না লেফটিস্ট? এককালে প্রত্যেক মানুষের ইষ্টধর্ম ছিল, এখন তার ধর্মই 'Ist' হওয়া। East-এও তাই; ওয়েস্টেও তাই। কবি বলেছিলেন ইষ্ট এবং ওয়েস্ট টোয়েন স্থাল নেভার মিট। ঠিক বলেননি। এই Ist-এর বন্ধনে দুয়ের মিলন ঘটতে চলেছে আজ, শুভবিবাহের চারহাত এক করার মিল নয়, হাতকড়ার মাধ্যমে এক করার গোঁজামিল। বহু ইংরেজী কথারই যথার্থ বাঙলা করা আজও সম্ভব হয়নি। কিন্তু ইজমের বাঙলা যে 'বাদ' করা হয়েছে এমন যথার্থ খাঁটি ভাষান্তর আর হয় না। 'বাদ' অর্থাৎ গান্ধীবাদ যার থেকে গান্ধী প্রথম; মার্কসবাদ মানে মার্কস যার থেকে সর্বপ্রথম; হিউম্যানিজম মানে মানবতাবাদ অর্থাৎ যার থেকে মানবতা বরবাদ হয়েছে সম্পূর্ণ। একদিন ধ্যানী জ্ঞানীরা বলেছিলেন যোগ কর, রাজযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ। আমরা হেসে নাকসিঁটকে বলতে সুরু করলাম প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতা মধ্যযুগীয় ধাপ্পা হচ্ছে এই যোগ,—রাজা এবং রাজপাণ্ডাদের যোগাযোগে ম্যানুফ্যাকচার্ড। তার বদলে আজ বলছি: বাদ দাও। সমাজ বাদ দাও সমাজবাদ করো, সাম্য বরবাদ করে করো সাম্যবাদ। রামপ্রসাদের কালে শুনেছি: আবাদ করলে ফলত সোনা; রাজেন্দ্রপ্রসাদের হুজুগে শুনছি: বিবাদ করলে ফলবে জহর।

রাজাদের কালে রাজপুরোহিতদের জন্ম-জন্মান্তর ব্যাখ্যায় মজেছি আমরা যারা মেষ অথবা mass। গতজন্মে যে ছিল প্রজা সৎকর্মের ফলে এজন্মে সেই হয়েছে রাজা; অতএব এজন্মে তুমি যদি সৎকার্য করো তাহলে তুমিও আসছে জন্মে রাজা হয়ে শতেক অসৎকর্ম করবার পাবে ঈশ্বরপ্রেরিত অধিকার। সৎকর্ম কি? না দেবদ্বিজে ভক্তি। অর্থাৎ রাজাকে খাজনা দাও, পুরো আহুত করবার ক্ষমতা আছে যার

সন্তুষ্ট করতে না পারলে সেই পুরোহিতকে দাও প্রণামী। রাজাদের বদলে আজ রাজনৈতিক নেতারা বলছেঃ আমাদের পার্টিকে চাঁদা দাও, তাদের প্রতিনিধিরা চেঁচাচ্ছেঃ ভোট দাও আমাদের। আগামী নির্বাচনের পর ইহলোকেই স্বর্গসুখ সুনিশ্চিত। রাজাদের যুগে পরলোকের ভরসায় থাকতাম ; এখন থাকি পরের নির্বাচনের ভরসায়। রাজা বলতঃ ভেটদাও ; রাজনৈতিক নেতারা বলেঃ ভোট দাও। পরের জন্ম বলে আশ্বাস দেবার একটা মস্ত সহায় ছিল এই যে পরজন্মে আগের জন্মের কিছুই মনে থাকার কথা নয়। এ যুগের রাজনৈতিক নেতাদেরই বা ভয় কোথায়—নির্বাচনের পর স্বর্গসুখে ছবি আঁকতে? নির্বাচনের আগেব প্রতিশ্রুতি, নির্বাচনের পরেও মনে থাকলে এ তথ্য অসম্ভব হতো যে পাবলিক মেমোবি ইজ সর্ট।

শুধু তন্ত্র বললেই আজ জাত গেল: কিন্তু প্রজাতন্ত্র বললেই সাতখুন মাফ। কিন্তু তফাত কোথায় মহাশয়? তন্ত্র সেদিনও একাধিক ; আজও প্রজাতন্ত্র সমাজতন্ত্র, তন্ত্রের শেষ নেই। সোদনও মন্ত্রের শেষ ছিল না ; আজও মন্ত্রীরা অশেষ। সেদিন বলত ধর্ম করো, যজ্ঞ করো, ফল পাবে হাতে হাতে। না পেলেও সান্ত্বনা তৈরী ছিল এভারেডি ব্যাটাবিব মতই কাজ কবে যাও, ফলের দিকে তাকিও না। আজ বলছেঃ ধর্মঘট করো, দক্ষযজ্ঞ বাধাও। Fall হবে সংগে সংগেই। সরকারের ডাউনফল না হয়ে ধর্মঘট পণ্ড হলে বলছে, তদন্তেই বলছে, সবুরে মেওয়া ফলে। সবুবে মেওয়া নয়, স্বাধীন ভারতে সবুরে গোয়া ফলে ; গোয়ার জন্যে ত্রিদিব চৌধুরীর মাব খাওয়া বিফলে যায়, গোয়া থাকে পর্তুগীজের কাছে বাঁধা ভারত স্বাধীন হবার একযুগ পরেও। ধর্মের যুগে যজ্ঞের দিনে বলব ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দাও। ধর্মঘটের হুজুগে, দক্ষযজ্ঞের দুর্দিনে বলছে পার্টি ফাণ্ডে চাঁদা দাও। সেদিন রাজা দিগ্বিজয়ে বেরুলে বলতোঃ চলো, নতুন রাজ্য জয় মানে আরও আরাম ; আরও সুখ, আরও স্বাচ্ছন্দ্য। রাজ্য আক্রান্ত হলে বলত বাঁচাও। দেশ গেল, ধর্ম গেল, আজ রাজনৈতিক নেতারা অন্য

রাজ্যের মাথায় বোমা ফেলবার সময় বলে, নতুন base পাওয়া মানে, নতুন বেশ, নতুন আবেশ, নতুন পরিবেশ। অন্য দেশ'বকেট পাঠালে বলে রুখে দাঁড়াও। ইজম ইন ডেঞ্জার। যাবা চিবকাল মাবা যায় তারা বাজাগজা কেউ নয়; তাবা হয় মেষ, নয় mass!

ফুলকে গাছ থেকে উপড়ে নিয়ে ঠাকুবেব পায়ে অথবা ফিঁয়াসীব খোঁপায় দিলে পুণ্য অথবা প্রেম অর্জন সম্ভব। কিন্তু ফুলেব তাতে না পুণ্য না প্রণয়—কোনটাই হবাব নয়। Fool-এব বেলাতেও তাই, ফুলেব বেলায় যা। নেপোলিওঁ কেন মস্ত বীব—একথা আমবা এখনও জিজ্ঞেস কবতে সাহস পাই না। ঘোড়াব পিঠে চাব ঘণ্টা ঘুমোতেন, বীরত্বের এত বড় নমুনাব পব কে সে প্রশ্ন কববে? কিন্তু বলতে ভবসা হয় না তাই; নাহলে বলতাম যে নেপোলিওঁ যদি আব কঘণ্টা ঘোড়াব পিঠে না ঘুমিযে বউয়েব পিঠোপিঠি নিদ্রা যেতেন তবে রাশিয়াব দুর্দান্ত শীতে অসংখ্য ফবাসী মবে ভূত হবাব অদ্ভুত খেলাব হাত থেকে পেতে পাবত আবও কয়েক বছবেব নিষ্কৃতি।

একজন সাধাবণ ম্যাবিকানেব সংগে একজন সাধাবণ বাশানেব বিবাদটা কোথায়? বিবাদ নেই বলেই আবির্ভাব হয় বাদে'ব। গণবাদেব সংগে সাম্যবাদের লড়াই, আইসেনহাওযাবেব সংগে ক্রুশ্চেভেব বাক্যযুদ্ধ, অসংখ্য ম্যারিকান এবং অগণিত বাশিযান উলুখড কেন তার জন্যে মাবণাস্ত্র নির্মাণে আত্মনিয়োগ করবে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেব পরও, তৃতীয় মহাযুদ্ধেব সংগে সংগে সমগ্র মানবজাতিব বিলুপ্তি আসন্ন সভ্যতাব সায়াহ্নে কেন আবার আগুন নিয়ে খেলার দায়ে মজবে, একথা জিজ্ঞেস করলেই আপনি প্রতিক্রিয়াশীল, আপনি হয় ম্যাবিকার টাকা মারছেন আর নয় লালেব দালাল।

ওয়াজেদ-আলি বড় খাঁটি কথা বলেছিলেন; সেই এক ট্র্যাডিশন আজও চলছে। কেবল ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র বসুন্ধরা জুড়ে। রাজা মরলে রাজনৈতিক নেতা আসে; ধর্ম যায়, আসে ধর্মঘট; ভেটের পরিবর্তে চায় ভোট। মেষের পরিবর্তে সাধারণ মানুষের আখ্যা হয় mass।

আসলে রাজা মারা যায় না কোনওদিন। তাইতো রাজা মরলেই সংগে সংগে বলতে হয় The King is dead, long live the King! কিং নয়। কিং মারা গিয়ে অথবা যেতে গিয়ে যাদের উদয় হচ্ছে তারা কিং-এর চেয়ে একটু বেশীই কিং কং।

কেবল রাজা অথবা রাজনৈতিক শক্তিরাই তুপায়ে আমাদের নিয়ে খেলছে যে এমন নয়। মেষের ক্ষেত্রে mass-এর বেলায় নেতায় আর অভিনেতায় অভিন্নহৃদয়। ওরা যুগে যুগে দেশে একজাত; একই রকম বজ্জাত। আগে ছিলো বায়োস্কোপ। এখন শুধু কোপ। সেখানেও ইজম গিয়ে অনুপ্রবেশ করেছে; নিওরিয়ালিজমের এই নতুন প্রকোপে কচুকাটা হচ্ছি সেই আমরা যারা মানুষ নই; মেষ অথবা mass। আমরা কিছুতেই সাহস করে বলতে পারছি না যে আড়াই ঘণ্টা ধরে মাঠ, আকাশ ট্রেনলাইন এবং গঙ্গাফড়িং দেখবার জন্যে আমরা ছবিঘরে যাই না। ছবি দেখি আমবা আনন্দের জন্যে; যে আনন্দ লিখিত গল্পে পেয়েছি তারই অতিরিক্ত কিছু পেতে চাই চলচ্চিত্রায়ণে; সে গল্পের আদি, মধ্য ও অন্ত আছে, জীবনের সেই চিরন্তন গল্প যা পড়ে আমরা হেসেছি কেঁদেছি ভালোবেসেছি। সেক্সপীয়রের নাটকের অভিনয় দেখতে দেখতে প্রয়োজন হয় না ব্যাখ্যাতার; গল্পে, অভিনয়ে, উপস্থাপনার কৃতিত্বে কখনও বসে আছি, কখনও অকৃতিত্বদায়ে মজেছি। কিন্তু পুরা ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে সহৃদয় হলেই চলে গেছে; এখন বুঝতে গিয়ে বোঝা হয়ে চাপছে।

আগেকার ছবিতে কারুর মৃত্যু দৃশ্যে মড়া কান্না থেকে সুরু করে শ্মশানের ধোঁয়া এবং জীবন অনিত্যবিষয়ক গান না গাওয়া পর্যন্ত দর্শকের বাঁচার উপায় ছিল কই? এখন সে জায়গায় বোঝাই শক্ত কেউ বলে না দেওয়া-তক যে একজন মারা গেল এই মাত্তর। ধরুন, হারাধনের দশটি ছেলের একটিকে খতম করতে হবে ছবিতে। আরম্ভেই হারাধনের মুখভর্তি করে দশটি আঁচিল বসিয়ে, মুখখানাকে পর্দাভর্তি করে (ক্লোজআপ) দর্শকের চোখে গেঁথে দাও তারপর একটি আঁচিলকে

খসিয়ে দাও মুখ থেকে। খস্ত আঁচিলটিকে গড়িয়ে দাও এমনভাবে যাতে গড়াতে গড়াতে পুকুরঘাটের ধাপের পর ধাপে ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকের সহযোগিতায় জলে না পড়ে যতক্ষণ না নিওরিয়ালিষ্টিক ছবির নিউরটিক সমালোচক চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার সুযোগ পায় যে হারাধনের একটি পুত্রকে সে হারালো। আগেকার ছবি এবং এখনকার ছবির মধ্যে তফাত কেবল ওই পুকুরের ধাপ, ওইখান থেকেই ধাপ্পার শুরু শেষ কোথায় বলা শক্ত [শেষ নাহি যে! শেষ কথা কে বলবে!]।

আগেকার ছবিতে একজন অন্ধ একথা বোঝাতে সেই ব্যক্তি কারুর ঘাড়ে হাত দিয়ে লাঠি ঠক ঠক করতে করতে এলেই চলত; বড় জোর তার সংগে গান জুড়ে দেওয়া হ'ত ফাউ হিসেবে ঃ আমার বাহির দুয়ারে কবাট লেগেছে, ভিতর দুয়ার খোলা! আমরা সংগে সংগে বুঝতাম অন্ধগায়ক বলতে চাইছে যে তার চোখের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে ভাগ্য, ভগবান তার পরিবর্তে দিয়েছে অন্তর্দৃষ্টি। আর এখন? অন্ধের ভূমিকায় যে অবতীর্ণ তার চোখ খোলা থাকায় বোঝাই শক্ত যে তার চোখ আছে কিন্তু চোখের দৃষ্টি নেই; যুক্তি হচ্ছে এই যে, সব অন্ধেরই কিছু চোখ বন্ধ হয় না। Correct! চোখ-খোলা অন্ধেই তো এদেশ ছেয়ে গেল; নিওরিয়ালিষ্টিক ছবির দর্শক মানেই তো চোখ-খোলা থাকা সত্ত্বেও যে অন্ধ; বিদেশের হাততালিমোহান্ধ। যাক, এখনকার ছবিতে চোখ-খোলা একটি লোক এসে দাঁড়ালো পর্দায়। বোঝাতে হবে সে অন্ধ। কি করে একই সংগে বোঝান এবং বোঝা চাপানো সম্ভব দর্শকের ক্ষেত্রে? না,—পর্দাজুড়ে প্রথমে একটি ছাতা দেখাও—তারপর ছাতা সরিয়ে আনো জুতো। ব্যস! সংগে সংগে নিওরটিক না কি নিওরিয়ালিস্টিক ক্রিটিক রেডি বোঝাবার জন্যে অন্ধের কাছে যেমন কিবা দিন কিবা রাত; তেমনই অন্ধের কাছে জুতো আর ছাতার নো ডিফারেন্স! তার মতো নিওরিয়ালিষ্টিক অন্ধ আর কে?

আগেকার পরিচালকরা গরু মেরে জুতো দিতো; এখন জুতো

মেরে যারা ছত্র দান করছে তারাই একচ্ছত্র চলচ্চিত্র সম্রাট এযুগে।

চলচ্চিত্রের কথা ছেড়ে রঙ্গমঞ্চের ওপর আসুন। রঙ্গমঞ্চের বদলে এসেছে মঞ্চরঙ্গ—তার নাম নবনাট্য আন্দোলন। মঞ্চের ওপর রঙ্গ জমত বলে একটা স্টেজের নাম হয়েছিল রঙ্গমঞ্চ; এখন মঞ্চ জায়গা নিয়েছে রঙ্গর তাই এখন যা চলছে তা মঞ্চরঙ্গ। ছবিতে আজ গল্প বাদে আর সব আছে। ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে ঘর দেখানো, ট্রেন না দেখিয়ে ট্রেনলাইন দেখিয়েই ট্রেন আসছে-যাচ্ছে বোঝান; মৃত্যুশয্যায় শায়িত এক ব্যক্তি মারা গেল বোঝাবার জন্যে তাকে না মেরে একজন বাগানে গাছ থেকে পটল তুলছে দেখিয়েই তাকে মরানো ইত্যাদি যে লেটেস্ট কায়দা দেখা যাচ্ছে তার নাম নাকি ফিলম ল্যাংওয়েজ। ঠিক। কে না জানে ল্যাং দেবার জন্যে ল্যাংওয়েজই এখন স্বাধীন ভারতে সব চেয়ে বড় অস্ত্র লিডারদের হাতে।

রঙ্গমঞ্চেও এখন মঞ্চের রঙ্গ জোর জমেছে। এখানেও এখন দৃশ্যসজ্জা এবং আলোকসম্পাতের খেলাই অভিনয় এবং নাটক লেখার চেয়েও বেশি চলেছে। নাটক ইমপোটেন্ট; এরাই ইমপর্টান্ট এখন। আলোকসম্পাত নয়, আলোক-অভিসম্পাত। নাটক দেখে এসে কেউ বলে না নাটক কেমন হয়েছে, নাটক সম্বন্ধে No talk! অভিনয়ও কিছু নয়। নাটক দেখে এসে বলে কিরকম দেখে এসেছে স্টেজের ওপর হেলিকপটার নামবার দৃশ্য! গাড়িসুদ্ধ মানুষের অদৃশ্য হবার পি. সি. সরকার ম্যাজিকের সংগে এই হেলিকপটার-অবতরণ দৃশ্যের পার্থক্য কোথায় জিজ্ঞেস করলে না দর্শক, না নাটকের উপস্থাপয়িতারা বলে একটি কথাও। আলোই যেন নাটকের সব। ঠিকই বলে! নাটকের শব তো বটেই!

আত্মার জন্যই অঙ্গ, নাটকের জন্যে আঙ্গিক। আমরা একদিন শীতের রাতে গুহার মধ্যে আগুন জ্বেলে গল্প শুনতে চেয়েছি। আরেকদিন কাগজে ছাপা গল্প চেয়েছি পড়তে। চলচ্চিত্রে অথবা

রঙ্গমঞ্চে সেই গল্পেরই চরিত্রদের চেয়েছি দেখতে শুনতে। কখনও রূপকথায় মজেছি, কখনও হয়তো জীবনের অপরূপকথায়। কিন্তু কখনই কথাকে ছাড়িয়ে হাত-পা নাড়াকে উঠতে দিতে চাইনি; বক্তব্যকে অতিক্রম করে বক্তাকে দিইনি দাসখৎ লিখে। জীবন্ত মানুষকে দেখতে চেয়েছি মঞ্চের উপর জীবনরঙ্গে। সেই রঙ্গের জন্যেই যে মঞ্চ চিরকাল তাই জেনেছি; আজ জানছি,—না। মঞ্চের জন্যেই রঙ্গ। জীবনের বিচিত্র বক্তব্যের জন্যেই এবকম জিনিষে প্রয়োজন চিত্রভাষার। এখন জানছি,—না। সাধারণ মানুষকে কতরকমে ল্যাং দেওয়া যায় তারই জন্যে নাকি এই ফিল্‌ম্‌ ল্যাংওয়েজ।

ভুল বললাম। মানুষ নয়, মেষ। না। মেষও নয়। মেষের চেয়েও যে আমরা অধম; আমরা mass—সে mass-এর হাড়মাস খেয়ে এ্যামাস করে নেতার অর্থ এবং সামর্থ্য। নেতা নয়; নেতা মানেই আসলে যারা পাকা অভিনেতা।

এহ বাহ্য। সবচেয়ে বেশি সেখানে আমরা মেষে পরিণত অথবা অপরিণত mass এ সেই পবিত্র ভূমির নাম আবহমান কাল ধরে এক: সাহিত্য জগৎ। এবং বিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অতিক্রম করেও এই সাহিত্য জগৎও এখন এই একই গৎ বাজাচ্ছে। এখানেও পাঠককে ঠকানোই, কখনও মলাটের চাকচিক্যে, কখনও বিজ্ঞাপনের জয়ঢাকে, যাদের কাজ তারাই প্রকাশক, তারাই লেখক। এবং আমরা যারা বই পড়তাম এক কালে সেই আমরা এখন শুধু নাম পড়ি। কি লেখা সে সম্পর্কে আমাদের এতটুকু জানবার অথবা জানাবার আগ্রহ নেই; কার লেখা এই হচ্ছে আমাদের একমাত্র প্রশ্ন অথবা বক্তব্য। তাই দেখবেন বিংশ শতাব্দীতে কাগজের বিজ্ঞাপনে সব চেয়ে বড় কথা কারা কারা লিখছেন। প্রকাশকও একথা জানে; লেখকও। যারা এককালে না খেয়ে লিখে নাম করেছিল, তারা আজ লিখে কেবল খেতে চাইছে অনবরত খেতে চাওয়ার ফলেই অনবরত লিখতে হচ্ছে। তা হোক; তাতে ভয় পায় যে সে বাঙালী লেখক

নয়। সে জেনে নিয়েছে এদেশে যখন একবার নাম করো, তারপর তার সুনাম অথবা বদনাম যাই করো, তারই লেখার বাজার আছে কেবল; এ দেশের লেখক মাত্রই আজকে যেমন বাজারে-লেখক, তেমনই এদেশে প্রত্যেক দিন যা বাড়ছে এবং যার ফলেই বাঙলা বইয়ের বিক্রি বাড়ছে তার নাম পাঠাগার নয়; পাঁঠাগার। পাঠাগার হলে বই পড়ে কিনতো; পাঁঠাগাব বলে কিনে পড়ে। তাও ভুল বললাম। নামকবা লেখকেব বদনাম কবাব মতো বই হলেও পড়ে, কিন্তু দৈবাৎ যদি নাম না কবা কাকুব নাম কবাব মতো বই বেরোয় তারা কেনে কিন্তু পড়ে না কখনই। পাঠাগাব না পাঁঠাগাব? আপনিই বলুন।

আমাদেব দেশেই বা কেবল বলব কেন? কোন দেশে নয়। ফরাসী দেশে ফলি-বার্জাব বলে উলঙ্গ নৃত্যেব একটি আয়োজন আছে যেটিব কৃপায় জগতেব সমস্ত দেশের বজ্জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বোকা বানিয়ে পকেট কাটাব এবং সেই একই সঙ্গে বিদেশী মুদ্রা অর্জনের সব চেয়ে বড়ো হাতিয়াব বয়ে গেছে এখনও ফরাসীদের হাতে। এখন কিন্তু এর চেয়েও বড়ো ফলি-বার্জার হল অধুনাকালের ফরাসী সাহিত্য। ফাঁসোয়া সাগো নামে অষ্টাদশী এক তরুণী জীবনের এমন নগ্ন চিত্র এঁকেছে যার তুলনা নেই জগতেব কোন ফলি-বার্জারেই। —এই বিজ্ঞাপনেই আমবা মাৎ হলাম। এবং পড়বাব আগেই মুখ দিয়ে লাল পড়বার এমন দৃশ্য ভারতবর্ষেব পাঠকদের মধ্যেও দেখা গেল যে বেস্ট সেলার হতে অনূদিত হতে এবং একমাত্র সাহিত্য হতে ছাড়া আর কিছু হতেই বাকী থাকলো না এই আঠারো বসন্তের উত্তেজক অভিজ্ঞতা।

যত দোষ সবই কি নন্দ ঘোষ? না। কেবল আধুনিকতম ফরাসী বইকে দায়ী করে লাভ কি? লেটেস্ট অশ্লীলতার স্টাণ্ট দিয়ে যে পাঁচ টাকার মাল পঁচিশ টাকায় লালবাজারকে কলা দেখিয়ে কালোবাজারে গরম ঘুঘনির চেয়েও দ্রুত কেটে গেল সেই 'লজিক' কি? এদেশে পৌঁছবার আগেই, এমন বিকৃত হবার ব্যালিছ আগেই ঘটানো হলো,

যে সর্বাধিক বিক্রাত হবার ডোটিনড অসম্মান, বই বিক্রী আরম্ভ হবার আগেই, সর্বাগ্রে যে প্রচ্ছদে ধারণ করবার সুযোগ পেল সেই 'ললিটা' পুরো পড়বার ধৈর্য কিন্তু একজনের যদি বা হলো, বাকী ন'জনের হলোই না, তারা কেবল কোন জায়গাটায় সেই মারাত্মক (!) কথাগুলো আছে, খুঁজে বেড়াতে লাগলো তাই; দ্রুত হাতে পাতা ওলট-পালট করতে করতে। যা সাহিত্য হয়নি তা অশ্লীল হতে পারে; কিন্তু যাই অশ্লীল তাই সাহিত্য হবে কেন? —এ প্রশ্ন আমরা করতে সাহস করলাম না যে তার কারণই এই শিরোনামায় জ্বলজ্বল করছে: মানুষ নহি তো; আমরা মেষ। আমরা মেষও নই যে; আমরা যে তার চেয়েও অধম আমরা যে mass!

এ পর্যন্তও না হয় হজম করা গেছিলো; ম্যালেরিয়া হলে কুইনিন গেলার অথবা 'অভি'—নেতাদের কৃপায় ধর্মঘট ব্যর্থ হলে, মাথা নীচু করে দশটা-পাঁচটার খোঁয়াড়ে গিয়ে আবার ঢোকবার মতো। কিন্তু ডক্টর জিভাগো-র ক্ষেত্রে যে ম্যাড়ারা একবার নয়, দুবার (নো)-বেলতলায় যেতে বাধ্য হলো, তার বেলায়? এক শিবির থেকে বিশেষজ্ঞরা রায় দিলেন, টমাস মানের পরে এত বড়, এত মহৎ, এত বৃহৎ বই যে আবার লেখা হবে, হতে পারে বিংশ শতাব্দীতে আরেকবার,—কবি পাস্তারনাকের এই গদ্য কবিতার আগে তা অকল্পেয় ছিলো, আরেক ক্যাম্পের বিশেষজ্ঞরা প্রায় একই স্বরে একই সুরে অসুরের সঙ্গে একাসনে বসালেন পাস্তারনাককে। পাস্তারনাকের নাক কেটে নিজেদের যাত্রা,—বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বদেশের জয়-যাত্রাও ভঙ্গ করতে পেছপাও হলেন কই? কই কেবল আমরা যারা বিশেষজ্ঞকে মাঝে মাঝে বিশেষ অঙ্কের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলি তারা একবার রামের ডান হাতে, আরেক বার সুগ্রীবের বাঁহাতে মার খেয়ে মরবার জন্যে একোর্ট ওকোর্ট করে বেড়াচ্ছি এখন?

ডক্টর জিভাগো পড়ে আমরা একজনও এই সাদা সহজ কথাটা নোবেল প্রাইজ দেনেওলাদের বলতে পারলাম না, যে, জিভাগো

উপন্যাস নয়। না হবার কারণ পাস্তারনাক ঔপন্যাসিক নন। এবইতে সাম্যবাদী সোভিয়েতের বাস্তব চিত্র থাকতে পারে; ভালো কবিতা আছে; কিন্তু নোবেল প্রাইজ পেয়েছে যারা এমন কয়েকটি উপন্যাস এবং পায়নি যারা এমন কয়েকটির সঙ্গেও বটে ডক্টর জিভাগোর তুলনা তুজন দ্বিপদের সঙ্গে একজন চতুষ্পদের তুলনা করার মতোই গণিত-সঙ্গত, কিন্তু জীবনের অসঙ্গ অবিমৃষ্য-কারিতা মাত্র। এ যেমন বলতে পারলাম না, তেমনই পারলাম না বলতে তাদেরও কিছু যারা নোবেল প্রাইজ পাবার কারণেই ডক্টর জিভাগো সাহিত্যের ছাড়পত্রও পাবার উপযুক্ত নয় বলতে উন্মুক্ত-কচ্ছ।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য আরও একটা কথা ভারতীয় সাম্যবাদীদের বলতে পারছি না; স্বদেশেব যে ক্ষতিই করুক ডক্টর জিভাগো ভারতীয় সাম্যবাদীদের মহা উপকার কবেছে সে, তাতে সন্দেহ কি? পাস্তারনাকের এই নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত এবং অপ্রাপ্ত বইয়ের নাম ধার করে উদ্ধার করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধান ডাক্তারকে কি খুব ক্ষেপে খুবই সংক্ষেপে তারা বলতে পারেন না,--ডক্টরজি ভাগো। পারেন কিনা? আপনারাই বলুন? আপনারই বা বলেন কি প্রকারে? আপনারও যে আমাদেরই মতো এই রচনার শিরোনামা; আপনারাও সে মানুষ নন; মেষ। মেষের চেয়েও অধম। Mass।
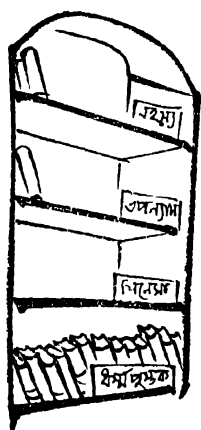
বুক-কিপিং

'I find that most of my neighbours, who are weak in arithmetic are equally good at book-keeping.'

পবেব কাছ থেকে বই এনে বই ফেরত না দেওয়াকে প্রতাবণা বৈ আব কিছু যাবা মনে করে না, মাফ কববেন, আমি তাদেব দলে নই কোনও দিন। বই নিয়ে যারা বেখে দেয় তাদের কাছে বস্তুতঃ আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকি [থাকাব কথাও তাই ; কাবণ তারাও যে সেবই রেখে দেয় আজীবন ; জীবনেই আব যে সেবই ফেরৎ দেবার নাম করে নেই তাদের]। আমাব কৃতজ্ঞ থাকার কারণ অন্য। বই নিয়ে গিয়ে ফেরৎ না দিলে যে বইয়েব কথা মনে থাকে ; বই নিয়ে গেলে কেউ শুধু বই রাখবার র‍্যাক নয়, মনেব থাকও খালি-খালি ঠেকে এমন বই আজ পর্যন্ত লেখা হল কখানা ? বেশির ভাগ বই-ই তো সব দেশে সব কালে বই বৈ আর কিছু নয় ; সেবই কোথায় যা বই বটে, তবে তারই সঙ্গে যে বই ছাড়া আরও কিছু। যে বইতে ডুব দেওয়া মাত্র ভাবনার সমুদ্রে দুর্ভাবনার ঝড় বইতে থাকে। প্রচলিত অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে, যুগসঞ্চিত পাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের, সপ্তরথীর

বিরুদ্ধে অভিমন্যুর অভিযানের ঝড়। তেমনি বই লেখা হল কই উনবিংশ শতাব্দীর আঙুলে গোনা চলে যার সংখ্যা তেমন কয়েকখানা ক্লাসিকেব অথবা কালোত্তীর্ণ দিগ্বিজয়ী বইয়ের পর আর? ডক্টর জিভাগোও ঝড় তুলেছে বটে: কিন্তু সে ঝড় তো বড় জোর পশ্চিম-বঙ্গের বিধানসভায় বইবার যখন জ্যোতি বসু পাস্তারনাকের বইয়ের নাম ধার করে, উদ্ধার করে এনে ডাক্তার বিধান রায়ের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিয়ে বলেন: 'ডক্টরজি' ভাগো!

ঈষাণেব পুঞ্জ মেঘ অন্ধ বেগে ধেয়ে চলে আসার ঝড় কোথায় আজকের লেখায়?

তাই বই নিয়ে যায় যে তাকে বন্ধু বই মনে করতে পাবি নে আর কিছু। সেই সব অসংখ্য অগুনতি বই যা শুধুই বই; বই বৈ যা আর কিছুই নয়। জীবনের সোনার তবীতে যা 'বোঝা বই' আর কিছু, চোখের দৃষ্টি, মনের আকাশ অথবা বুদ্ধিব ধার, কিছুই বাড়ায় না। সেবই নিয়ে গিয়ে ফেরত দিতে ভুলে যাওয়া অপবাধ নয়; সেবই নিয়ে গিয়ে ফেরত দেয়নি কেউ, এইটে মনে রাখাই অপবাধ।

পাবলিক লাইব্রেরীব কথা বলছি না; সেখানে টাকার বিনিময়ে বই ধার করা যায়। ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের কথা বলছি। মার্কটোয়েনের এক প্রতিবেশী, মার্কটোয়েনের প্রতি বেশি অনুরক্ত অথবা বিরক্ত হবার অথবা কি কারণে জানা যায় না, তার ব্যক্তিগত গ্রন্থভাণ্ডার থেকে বই বাড়ি নিয়ে যেতে দিতে আপত্তি করেন। তিনি বলেন যে তার বাড়ির বই পড়তে হলে তার বাড়িতে বসেই পড়তে হবে, এই হল তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের অলিখিত নির্দেশ। মার্কটোয়েন চলে আসেন। বইবাহিক হতে না পেরেই চলে আসেন। জবাব দেন না কথার। না; ভুল বললাম। জবাব দেন; মুখের মত জবাব। তবে কয়েকদিন পর। সেবারে সেই প্রতিবেশীই এসেছেন মার্কটোয়েনের বাড়িতে। মার্কটোয়েনের ঘাসকাটার যন্ত্র ধার চাইতে। মার্কটোয়েন বলেন: ঘাসকাটার যন্ত্র ধার দিতে আমার আপত্তি নেই: তবে আমার বাড়ির

ঘাসকাটার যন্ত্র যে ধার নেবে তাকে আমার বাড়ির মধ্যকার এই লনের ঘাসই কাটতে হবে।

সত্যিই আমি বুঝি না। এই কলিকাতা কর্পোরেশনের ক্লোরিন-মিশ্রিত জলের মতো সহজ, লালবাজার সত্ত্বেও কালোবাজারের মতো সাদা, অন্যের জমি অন্যান্যকে দান করে দিতে যিনি মোটেই ভাবেন না সেই বিনোবা ভাবের মতো সরল, আ.গমে বাঙালীনিধনের মতো নির্জলা সত্য কেন যে লোকে বোঝে না তাই ভাবি। টাকা জমানো; কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা জমানো যদি স্যোসালিস্ট দুনিয়ায অপরাধ হয় তো, গাদা গাদা বই গুদামজাত করাটা পুণ্য হবে কেন? জীবনে যে একটি কানাকড়িও দেয়নি কারুর বিপদে তার মুখ দেখলে যদি ভাতের হাঁড়ি ফাটে, তাহলে আজীবন যে তার বইয়ের একটি পাতাও আর কাউকে পড়তে দিল না তার সঙ্গে সম্মুখ সাক্ষাতের হিতে বিপরীত হতে আটকাবে কেন? টাকা ধার দিলে সুদ চাওয়া, টাকা ফেরত চাইলেই যদি সাইলক; তবে বই দিয়ে বই ফেরত চাওয়া, ফেরত না পেলে পুরানো বইএর দোকান থেকে চারানায় কেনা বইয়ের ভিতরে মুদ্রিত অভিহিত মূল্য চার টাকা মাত্র চাওয়া ন্যায্য কিসে?

টাকা যাদের আছে তাদের বিরুদ্ধে টাকা যাদের নেই তাদের লড়াই যদি সাম্যবাদ হয় তার থেকে 'বই' বাদ যাবে কেন? ক্যাপিটালিস্টদের বিরুদ্ধে ওয়ার্কিংক্লাসের য়ুনিটি দাবীব জেহাদের প্রথম জন্ম তো Das Kapital বলে একখানা বইএর পাতাতেই। সেবই যাদের নেই তারা যদি সে বই যাদের আছে তাদের কাছ থেকে ধার নিয়ে আর ফেরত না দেয় তবেই তো তারা জানতে পারবে যে টাকার ধাপে ধাপে পা দিয়ে দিয়ে ধাপ্‌পার শিখরে উঠলে তবেই কেমন করে Thus Capital-এর জন্ম সম্ভব। সকলের জন্য সমান সুখ; সমান সুযোগ যদি সাম্যবাদের জন্য হয় তো কোন উপলক্ষে বাদ যায়? যেতে পারে আদৌ। সকলের জন্য সমান সুখ, -তার লক্ষ্য টাকা। সকলের

মধ্যে বিতরণ কর এই অমৃত সকলের জন্যে সমান 'অ'-সুখ তার উপলক্ষ্য বই ; সকলেব মধ্যে ঢুকিয়ে দাও এই বিষ।

টাকা রাখলে ইনকাম ট্যাক্স ; বেশি রাখলে সুপার ট্যাক্স ; টাকা দিলে গিফ্‌ট ট্যাক্স ; টাকা রেখে মাবা গেলে ডেড্ ট্যাক্স যদি ; তবে, বই রাখলে বইকর ; বেশি বই বাখলে অতিবিক্ত বইকব ; বই দান করলে জ্ঞানদানকর ; বই বেখে মাবা গেলে বই মাবাকর চালু করতে আটকাচ্ছে কোথায় ?

তাই। জমিদারীপ্রথা উচ্ছেদে যদি দেশেব ভাল হয়ে থাকে,—তবে বইধাবী প্রথা চালু হলে দেশেব আবও ভালো হবে যে তাতে আমি অন্ততঃ নিঃসন্দেহ।

বইএব পাতা না-কাটা বই যাদেব বাড়িতে তাদেব নিয়ে উপহাস করে যারা আমি তাদেবও দলে নই। পাতাকাটাব মতো বই পৃথিবীতে আজও খুব বেশি লেখা হয়নি। যাবা বলে ধনবানে কেনে বই ; জ্ঞানবানে পড়ে তাবা শোনা কথাই আবাব শোনায়। কথাটা সত্য হলে আবাব শোনায় আমাব আপত্তি তেমন সোচ্চাব হতো না। কিন্তু সে কথা সত্য নয়, প্রাস অনেকবাব শোনা তাই আবার শোনায়, শুনতে বাধ্য হবার সোনায় তা অসত্যেব সোহাগা যোগ করে মাত্র ; তখন আমি সজোব প্রতিবাদে সবম না হয়ে পাবিনে। ধনবানে বহু জিনিস কেনে ; বই কেনে কদাচ। ডানাকাটা পরী পেলে ছেলের জন্যে অর্ডার দিয়ে সে বউ কেনে কখনও কখনও ; কিন্তু বই কেনে না কখনই। জ্ঞানবানে বই পড়ে না ; বই লেখেও না। জ্ঞান আব বিদ্যায় পার্থক্য প্রচুর। জ্ঞানী আব বিদ্বান এক নয় একেবাবেই। জ্ঞানী যে সে মানুষ পড়ে, বাস্তা পড়ে, নির্জন সমুদ্রতীরে ধু-ধু করা বালুকায় সময়ের লেখা পড়ে, স্বার্থে স্বার্থে সংঘাতেব ছায়া পড়ে মৃত্যুপথযাত্রীরও মুখে, দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় নিদ্রিত ইন্দ্রের ঈর্ষাযোগ্য রমণীকে ত্যাগ করে মৃত্যুকে অস্বীকাব করার মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র খুঁজতে বেরোয় যে বেলা যায় শুনে তাব

জীবনে মানবজীবনের মহাকাব্য পড়ে; শুষ্ক পুঁথির পাতায় নীরস তথ্যের ভারে অবসন্ন যেখানে বিদ্যাব বিষবৃক্ষ সেখানে যায় না পড়তে অথবা পড়াতে।

বই পড়ি আমরা যাবা মধ্যবিত্ত। আমবা যারা মানুষ নয়; মেষ। অথবা mass। আমরা যাবা বিশ্বাস কবে মবেছি—লেখাপড়া কবে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই। সব বইতে প'ড়ি যেকথা সেই কথা ফলো কবে বাফেলোব মত বড় হয়ে দেখি জীবনেব কথা ঠিক এর উলটো। সাকসেস্‌ফুল বানান্ যাবা জানলো না জীবনে এজীবনে তাবাই সাক্‌সেস বানায়; বানান জানল যারা তাবা বনলো শুধু fool। Cheque book ছাড়া যাবা পড়ে না একখানাও বই তাবাই গাড়ি চাপে। আব আমরা জীবনেব সর্বশ্রেষ্ঠ সময়টা বইএর তলায় চাপা পড়ি আর প্রস্তুত হই বড় হয়ে বেকাব হতে আমবা যাতে চাপা পড়তে পারি স্টুডিবেকারেব চাকাব তলে। পদ্যপাঠে পড়ি যে ভগবানের দেওয়া আলোকবাতাস সকলের জন্যেই অবারিত; বড় হয়ে জীবনের পাঠ গ্রহণ করি; দেখি মধ্যবিত্ত গলিতে আলোকবাতাস নয় অবারিত; ভালোবাসা থেকে ভালো বাসা তক কিছুই যে জগতে, যে সমাজে সেলামী ছাড়া মেলে না, সেই সমাজ বই আব তাব লেখককে সেলাম জানিয়ে যা পেলাম জন্মেই এবং যা নিয়ে মুখ থুবড়ে মবব একদিন সে হচ্ছে বাস্তবের পদাঘাত। আমরা আজও বুঝলাম না যে, হেড নয়; এযুগে ফোরহেডই সব। ফোবহেড বিফোর হেড। পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা হচ্ছে ফোবহেডেব কৃপায়; বই পড়ে পাওয়া দুআনা হচ্ছে হেডের অকৃপায়।

ডাক্তাববা যেমন দেহেব অসুখেব জন্য দায়ী; মনেব অসুখের জন্যে তেমনই লেখক।

অর্ধেক অসুখ ডাক্তারের কারণে; বাকী অর্ধেক সুখ উবে যাবার কারণ ডাক্তারী বই। আগেও লোকে ক্যানসারে মারা যেত; এখনও যায়। আগে লোকে অসুখের নামটা জানত না; কিন্তু স্ত্রীলোকেও জানত

'জন্মিলে মরিতে হবে।' এখন গায়ে ফুসকুড়ি হলে লোকে ডাক্তারের কাছে যায়; ক্যানসার কি না জানতে। ডাক্তার ক্যানসার কোন্‌টা আর কোন্‌টা নয় জানে আরও কম। তৎক্ষণাৎ একস্‌রে করবার আদেশ দেয়। ক্যানসারের সময় পাওয়া যায়; এক্সরে সময় দেয় না,—ক্যাস পেমেন্ট ছাড়া। আগেও লোকে হুট বলতে হুচুট খেয়ে পড়ত আর মরত। কিন্তু জানত না রোগের নাম করোনারি। এই জানাটাই আসল Rogue। রোগ আসল নয়। খবরের কাগজে সেই Rogueএর খবর পড়েই আজকের ছুনিয়ায় অর্ধেক রোগের জয়যাত্রা আরম্ভ।

নাস্তিক একজন নরকে গিয়েছিলেন, গল্প আছে। সেখানে তার পরে পরলোকগত জনৈক যখন গিয়ে জানেন যে নাস্তিক যেখানে আছেন সেইটে নরক, তখন অবাক হন। বইয়ের সমুদ্রতীরের মধ্যে দ্বীপের মতো নাস্তিক জ্ঞানের দীপের মতো জ্বলছেন দেখে সদ্যো আগন্তুক ভাবেন জায়গাটা বুঝি স্বর্গ। নাস্তিক তাঁর ভুল ভাঙেন এই বলে যে জায়গাটা নরকই বটে তবে তিনিই তাকে জ্ঞানের সাধনায় বিজ্ঞানের আরাধনায় স্বর্গ বানিয়ে তুলেছেন। নাস্তিক তাঁর জীবনে বই ছাড়া আর কিছু জানেন নি তাই। নাহলে জানতে পারতেন যে নরককে স্বর্গ নয়; স্বর্গকে নরকে পরিণত করেছেন তিনি বই এনে। নরক হচ্ছে তাই যেখানে বই বৈ আর কিছু নেই। স্বর্গ হচ্ছে সেই স্থান যেখানে বই নেই।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ওপর লেখা বইতে যেমন ঈশ্বরচন্দ্র নেই তেমনই বইয়ের যাঁরা ঈশ্বর তাঁরা জানতেই পারল না এজীবনে যে ঈশ্বরের কোনও বই নেই। পড়াশুনা বাদ দাও; মানবজীবন আবাদ করো। শোনায় ফলবে না; সোনা ফলাও।

বই যারা লেখে তারাও যেমন; বই পড়ে যারা তারাও তেমনই নিজেদেরকে অন্যান্যদের উর্ধ্বে মনে করে; কেন করে তা যেমন আমি জানি না তেমনই তাদেরও অজানা বলেই জানি। ডাক্তার, উকীল

কসাই, সাংবাদিক, বেকার, ভিক্ষুক,-এর তুলনায় লেখক কেন বড় আমি বুঝি না। অন্যদের পেশার মতোই অধুনা প্রকাশকদের পেষণ করাই যাদের একমাত্র অকোপেশান নয়, সেই লেখককুল তারা নিজেদের স্বতন্ত্র কিছু, বিশিষ্ট কিছু, অন্যান্যদের তুলনায় অনন্যকিছু ভাবতে ভালোবাসে কেন এব জবাব কেবল তারাই দিতে পারেন সেই পাঠককুল ; বই পড়বাব জন্যে যাঁরা সর্বদাই আকুল। চেকবই, লেজারবই, ক্যাসবই লেখে যারা আর যারা পড়ে তাদের সঙ্গে গল্পের বই, ধর্মের বই, দর্শনেব বইএর লেখক এবং পাঠকেব তফাত কোথায় বুঝিয়ে দেবেন। লেখকদেব লেখার তবু মানে হয়। অধুনা সিনেমার কাগজে বিশ পাতাব গল্পই চারশো বিশ উপন্যাস বলে লেখার দরুনই লেখকদেরও এই প্রথম চেক লেখার সুযোগ ঘটছে ; তাই লেখাব লোভ Check করা শক্ত। কিন্তু পড়ছে যারা তাবা কি কাবণে, কোন্ আনন্দে বই পড়ে তারা বৈ আর কে বলতে পারে ? আমি অন্তত পারি না।

হালকা বই যারা পড়ে সময় কাটাবাব জন্যে তাদেবও শেষ পর্যন্ত অর্থ পাই আমি। সময়কে হত্যা কববাব জন্যে সব চেয়ে উপযুক্ত হাতিয়াব হচ্ছে গোয়েন্দা বই। ভূতেব, ভালোবাসার, হাসাব, তামাসার গল্প পড়ারও সার্থকতা আছে। যে বইতে আশাব কথা আছে সে বইতেও কেউ ডুব দিলে মানে হয়। কিন্তু আমি দেখেছি লোকে তাকে চিরকাল ; স্ত্রীলোকেও অধুনা করুণাব চোখে দেখে। তাদেব কাছে এজাতীয় বই পড়া হচ্ছে বজ্জাতীয়তাব নামান্তর। মোটা মোটা বই যাতে দুরূহ তত্ত্ব, দুঃসহ ভাষায় উপস্থিত, সেবই-ই কেবল বই ; হালকা চটুল বই পড়া মানে নিজেকে খেলো কবা বৈ আব কিছু নয়। এই সব পাঠকেরা বেশির ভাগ আসলে অবশ্য ঠক। কাবণ এরা গোপনে কেবল হালকা নয় বিকৃত বই-এর পায়েই বিক্রীত ; বাইরেই এদেব আলোচনা সেই সব বই নিয়ে যার নামটাই মাত্র শোনা কারুর ; কারুর মলাটের সঙ্গে পরিচয়। কারুর অবশ্য আরেকটু বেশি এগুলো টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেণ্টে অথবা রিডার্স ডিজেস্টের ক্রাচে ভর করে। এদের কথা

নয়। কোটিকে গোটিক যে ছএকজন সিয়েরিয়াস বই সিয়েরিয়াসলি পড়ে তাদের চেয়ে ক্ষমার অযোগ্য আছে আর কেউ? সত্যি সত্যি আছে?

যেমন দর্শনের বই আইন করে বন্ধ করা উচিত বলে আমি মনে করি। ফিলসফি নয়; ফুলসফি। বিত্যান্ধ ছাড়া আর কে দর্শন করেছে কিছু ফিলোসফির মধ্যে কবে। পাত্রাধার তৈল অথবা তৈলাধার পাত্র; আত্মার আধার দেহ; না, দেহের আঁধার আত্মা,—এ নিয়ে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হচ্ছে যখন তখনও চিন্তা করাই সকল ছশ্চিন্তার মূলে। মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়; ভগবান আছেন কি নেই; ন্যায় কি অন্যায় এই ভাবতে ভাবতেই পৃথিবী ভ্রমণরত কার্তিকের ছধের বাটি থেকে যখন ছধ পড়-পড়, তখন গণেশ একবার গণেশজননীকে বেড়েই বাজি মেরে দিয়েছে। ত্রিভুবনের চেয়েও ত্রিভুবনমনোমোহিনী গনেশজননী; গণেশ জেনেছে বই না পড়েই। কার্তিক দর্শনের বই পড়েছে; মাতৃদর্শন করেনি। তাই ক্ষীর পড়ে গিয়ে তার চোখে এখন কেবল অশ্রুনীর।

এই জাতীয় উপন্যাস-পাঠকরাও এখন দাবী তুলেছে যে উপন্যাসেও জীবনদর্শন চাই। এদের মতে উপন্যাসে গল্প থাকলেই উপন্যাসের জাত গেল; যেমন আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত বাঙলা ছবিতে নাটক থাকলেই তা বাতিল হয়ে গেল আঁতেলেকতুয়াল দৃষ্টিকোণ থেকে। সেক্সপীয়ার যখন ম্যাকবেথের মুখে 'টুমরো' বসান তখন তিনি সেক্সপীরিয়ান অথরিটির কথা ভাবতে পাবেন নি। রবীন্দ্রনাথ যখন সাজাহানে 'উড়ে পড়েছিল বীজ' লেখেন তখন বিশ্ববিত্যালয়ের অধ্যাপকদের কথা ভাবতে পারেন নি। মহত্তম উপন্যাস, কবিতা, নাটক গল্প লেখা হয়েছে আগে তারপর পণ্ডিতেরা তার মধ্যে দর্শন আবিষ্কারের চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। তারই ফলে আজ সোনাব তরী class struggle-এর কবিতা বলে শুনতে হয়। হায় রে!

পৃথিবীর সর্বকালেব সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু লেখার চেয়ে রেখাকে, রেখার চেয়ে সুরকে, সুরের চেয়ে নীতিকে, নীতির চেয়ে

শিল্পকে এবং সমস্ত শিল্পর চেয়ে জীবনশিল্পকে ছোট বলে মনে করতে পারেন নি। জীবনের লেখাতেও তিনি তাই সাবেক জগতে শ্রেষ্ঠ। লেখা তাঁর তপ, তাঁর জপ, তাঁর ধর্ম। তাই বলে জীবনধর্মের প্রতি তিনি কর্তব্যবিমুখ হয়েছেন কদাচ। কাব্যের রস না; রসনার কাব্যেও তাঁর সমান উৎসাহ। দইওলা তাঁর কাছে পাঠিয়েছে দই; বইওলা পাঠিয়েছে বই। দই চাখতে চাখতে এবং বই চোখতে চোখতে [অর্থাৎ চোখ বুলোতে বুলোতে] স্বগতোক্তি করেছেনঃ ভালো। ব্যস! সেক্রেটারী সেই সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে। বইওলাকেও; দইওলাকেও।

বই যাবা দাগ দিয়ে, মার্জিনে নোট লিখে পড়ে লোকে মনে করে সেই বুঝি দাকুণ পড়ুয়া। আজ্ঞে না। সে নয়। দাগ দেওয়াই পড়ার প্রমাণ নয়। কলেজের, স্কুলের পরীক্ষার খাতায় লেকচারার এবং মাস্টার মশায়েরা খাতায় মাঝে মাঝেই লাল দাগ দেন। না দিলে ছাত্ররা সন্দেহ কববে খাতা দেখাই হয়নি। কিন্তু দাগই দেন তাঁরা কেবল। কাটেন কদাচ। কাবণ কাটতে গেলে পড়তে হয়। আর আজকাল কলেজের অধ্যাপক অথবা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেব যত দোষই থাক,—তাঁরা কোনওরকম বই অথবা ছেলেদের পবীক্ষাব খাতা পড়েন, —এদোষ তাঁদেব কেউ দেবে না; মুখ দেখতে না চাওয়াব প্রতিজ্ঞায় উদ্‌বুদ্ধ কোন শত্রুও,—না।

নাট্যকার গিবিশচন্দ্র এক সময়ে কাকে রেফারেন্সের জন্য একটা বইয়ের একটা পার্টিকুলাব পাতা দেখতে বলেন। সেই পাতাতেই পাওয়া যায় রেফারেন্সটি। যিনি মেলান সেই পাতার সঙ্গে রেফারেন্স তিনি জানতে চান অতঃপব, গিরিশবাবু কেমন করে মনে রাখলেন পাতার নম্বব। গিরিশবাবু বলেছিলেনঃ তিনি, জীবনে কোনও বই পড়ে পাতার মার্জিনে নোট রাখার দরকার আছে, মনে করতে পারেননি বলে কখনও. মনে করতে পারেন সব।

বুদ্ধিমান পাঠক সেই যে স্কিপ করে করে বই পড়ার রহস্য অবগত। আর বুদ্ধিমান পাঠক সে-ই যে এক বই একবারের বেশি পড়ে না। একবার পড়ার মতো বই-ই বেশি লেখা হয় না। বারবার পড়বার মতো বই কোথায় ?

বইপাগল এক ভদ্রলোকের স্ত্রী, স্বামীকে শুনিয়ে শুনিয়ে, একদা উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করে মাকালীর কাছে ; মা, আসছে বারে আবার যদি পাঠাও তাহলে বই করে পাঠিও সংসারে ; তবু স্বামীর মন পাব তাহলে। এক বই বারবার পড়ে নতুন বইয়ের অভাবে, সেই বইপাগল তৎক্ষণাৎ মহাদেবকে জানান আরও উচ্চৈঃস্বরে : বাবা, মাকালী যদি ওকে বই করেই পাঠান শেষ পর্যন্ত ; তাহলে তুমি ওকে পাঁজি করে পাঠিও বাবা, যাতে বছর বছর বদলাতে পারি।

যে সমাজে ডিভোর্সের দয়ায়, বউ বদল সম্ভব হলো বারবার ; সে সমাজে বই-বদলে আপত্তি কার ?

নামে এসে যায়

'নামে এসে যায় না',—একথা স্বয়ং সেক্সপীয়র বললেও কথাটা, ঠিক নয়। নামে এসে যায়; সত্যি এসে যায়। না; তা-ও সম্ভবত পুরো সত্যি বললাম না। পুরো সত্যি বললে বলতে হয়, একমাত্র নামেই এযুগে এসে যায়; নামৈব কেবলম্। এমন বিংশ শতাব্দীতে নামেই Essay-ও যায়। অর্থাৎ কার Essay শেষ পর্যন্ত যাবে এবং কার যাবে না তা নির্ভর করে আপনার নাম আছে কিনা তার ওপর। আপনার নাম হলে সে লেখা যাবেই; সেই লেখা ছেপে বদনাম হলেও সেই লেখাই যাবে; যাবে কারণ বাঙলা কাগজের একমাত্র পাঠক যারা সেই পাঠিকা সম্প্রদায় লেখা পড়তে চান না কার লেখা তাই জানতে চান। লেখা থেকে খেলা পর্যন্ত সব জায়গায় এই এক অবস্থা, এই এক দুরবস্থা। মোহনবাগান জিতলো কি ইষ্টবেঙ্গল, এই হলো আজকের ক্রীড়ামোদীদের একমাত্র বিচার; খেলার চেয়ে কে জিতলো; লেখার চেয়ে কে লিখলো সেইটে বড় হওয়াই বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি। নাম না হয়ে আপনার যদি বদনাম থাকে তাহলেও হবে।

অনেক সময়ে নামের চেয়ে বদনামে কিছু বেশি কাজই হবে। আপনার যদি ঘুষ নেবার বদনাম থাকে তাহলে আপনার কাজ অনেক সহজে হাসিল হবে; কারণ যে দেবে সে জানে তার কাজও সহজে হাসিল হবে। আর যার ঘুষ নেবার বদনাম নেই তার বেলায় ঘুষ দিতে গেলে কাজ হবে কি, ঘুষ না দিলে ঘুঁষি দেবে, ঠিক করতে না পারায়, পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ হবে তার পরিণতি। নামের পূর্বপুরুষই হচ্ছে বদনাম। গোড়ায় বদনাম না হলে পরে নাম হওয়া শক্ত। বিশ্বনিন্দুক বলে যদি আপনাব বদনাম হয়ে থাকে তো দেখবেন আপনার কাছে লোকে যত সার্টিফিকেটের জন্যে আসবে, এত যে প্রশংসা করে সর্বদা, তার কাছে কিছুতেই আসবে না। বাড়িতেও দেখবেন যে, চট করে রেগে যাবার অখ্যাতি আছে যার, তার কাজ সবাই আগে করে দেয়; যে কিছুতেই প্রমাণ দেয় না যে সে বঞ্চিত, সে চিরকাল প্রবঞ্চিতই থাকে। অঋষিদের কাছে নামকরা ঋষির চেয়ে বদনাম করা ঋষি দুর্বাসার অখ্যাতিই অন্যান্যদের চেয়ে ট্যাক্সো আদায়ের ব্যাপারে অনেক বেশি কার্যকরী হয়েছে যে পুরাণের এ নজির পুরানো হলেও খাঁটি।

আমি বলেছি এই মাত্র যে নামেই সব এই হচ্ছে এ যুগের ট্রাজেডি। এখন বলছি এ যুগের কমেডিরও জন্ম ওই, নামের কেবলমের গর্ভ থেকে। এর এক নয়, একাধিক উজ্জ্বল উদাহরণ চতুর্দিক আলো করে আছে, আপনাদের সময় নেই তাই চোখে পড়ে না। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রীর নাম হচ্ছে প্রফুল্ল; দেশের সমস্ত লোক যেখানে বিষণ্ণ খাদ্যের অভাবে সেখানে খাদ্যমন্ত্রীর নাম প্রফুল্ল হবার ফলেই দেশে খাদ্য নিয়ে এত অখাদ্য আন্দোলন হয় যখন-তখন। খাদ্যমন্ত্রী স্বনামধন্য লোক; তিনি নাম নিশ্চয়ই ছাড়তে চাইবেন না। অতএব খাদ্যসমস্যার ক্ষেত্রে খাদ্যের অভাবের চেয়ে অনেক বড় সমস্যা যাঁর নামের স্বভাবে তাকে সরানো দরকার কিনা জানতে চাইলে, জানি কিন্তু বলব না, বলা ছাড়া উপায় কি যখন ঘাড়ের ওপর একটার বেশি দুটো মাথা নেই। পশ্চিমবঙ্গের পরেই সবচেয়ে গোলমেলে জায়গা: উত্তরপ্রদেশ। সেখানে এত

গোলমাল কেন? ওই নামের জন্যেই উত্তরপ্রদেশের এত বদনাম। যে দেশের সমস্ত লোক দিনের পর দিন নানাবিধ সমস্যায় সম্পূর্ণ নিরানন্দ অবস্থায় দিন কাটাতে বাধ্য হয়, সেদেশের মুখ্যমন্ত্রীর নাম হয় যদি সম্পূর্ণানন্দ,--তাহলে সেদেশ জুড়ে গোলমাল ছাড়া আর কি হয়? কি হতে পারে আর! দণ্ডকাবণ্য ব্যাপারে উদ্বাস্তুদের বক্তব্য বাস্তুঘুঘুদের বিরুদ্ধে অরণ্যে রোদন হচ্ছে যে তার কারণ, পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু নয়; ভারত সরকারের বাস্তুঘুঘু নয়, বিধান সরকার নয়, লেফটিস্ট নেতা, আসলে অভিনেতা, কেউ নয়। এর মূলেও ওই নাম। নামই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে এক্ষেত্রেও। উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে যাওয়ার ভার যার ওপর দেওয়া হল তার নাম খান্না। মাথা যিনি তিনিই যদি খান্ না, তাহলে বাকী যারা তাবা খায় কি প্রকারে? আপনারাই বলুন।

কানা ছেলেব নাম পদ্মলোচন? কেবল প্রবাদ নয়; জীবন-সত্যও বটে। বিনোবা ভাবের পদবী কি, 'ভাবে' হওয়া উচিত ছিল? আজ্ঞে না; মোটেই উচিত ছিল না। নিজের সম্পত্তি আরেকজনকে দিতে লোকে ভাবে; অন্যের জমি অন্যান্যকে দিয়ে ঋষিতুল্য ব্যক্তি প্রমাণিত হতে পারলে তো স্ত্রীলোকেও ভাবে না। বিনোবা ভাবে নয়; ওঁর যা কাজ তাতে ওঁর সঙ্গত পদবী ছিলো বিনোবা ভাবে না।

পদবী অথবা নাম সব সময়েই বিপবীত ক্রিয়া করে—এমন নয়। কখনও কখনও নামের, পদবীর প্রভাব যে কার্যাবলীর ওপর দারুণ প্রভাব বিস্তার কবে তাব সাম্প্রতিকতম এক্সাম্পল: অশোক মেটা। কেউ তাকে ডাকে নি স্ট্রাইক মেটাতে; তবুও অশোক মেটা স্ট্রাইক না মিটিয়ে পারলেন না। তাঁর নাম ও পদবী ভেতর থেকে বলে পাঠালো: ওরে অশোক্ মেটা—মিটিয়ে ফেল স্ট্রাইক।

নাম আবার সব দেশে যে একই রকম ফল দেবে এমন নয়। নিজেদের নাক কেটে যারা সাহিত্যের জয়যাত্রা ব্যাহত করতে চলেছে, স্বদেশে পাস্তারনাকের সেই ডক্টর জিভাগো কম্যুনিস্টদের জন্মশত্রু হোক যত আমাদের দেশে ডাক্তার জিভাগোর মতো বন্ধু সাম্যবাদীদের আর

কে আছে? অন্ততঃ পাশ্চমবঙ্গের এবং সে বন্ধুত্বও ওই নামের জন্যেই মাত্র; বইয়ের গুণে নয়। পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভার বিরোধী দলের নেতা জ্যোতি বসু পাস্তারনাকের নোবেল পুরস্কার এবং স্বদেশের তীব্র তিরস্কার প্রাপ্ত বইয়ের নাম ধার নিয়েই বিধান ডাক্তারকে তাঁর যত কিছু বক্তব্য, ওই এক নাম উচ্চারণ করেই তার মর্মকথা ব্যক্ত করতে পারেন: ডাক্তারজি ভাগো!

নামৈব কেবলম, যেমন, তেমনই আবার নামেই অথবা পদবীর নামেই কেবল আপনার দফাবফা হয়ে যেতে পারে। আসামে যদি বাঙালীদের পেটে আব আপনার পদবী যদি হয় বড়ুয়া,—তাহলেই হয়ে গেল আপনার। কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হবে: বড়ুয়া মানেই আসামী নয়, চট্টগ্রামেও বড়ুযা আছে। হ্যাঁ; ভালো কথা। আসামীর কথায় মনে পড়লো! এই যে আসামীবা বর্বরোচিত আক্রমণ চালালো বাঙালীর ওপর,—এর জন্যেও দায়ী আসলে বাঙালী এবং বঙ্গভাষা। অসমীয়া ভাষাই আসামের একমাত্র ভাষা হবার পথে বঙ্গভাষা অন্তরায়। এ কারণে নয়! বঙ্গভাষায় অভিযুক্তদের ওই যে আসামী বলা হয় ওই শুনতে শুনতেই আসামীরা এমন ক্ষেপেছে। তারা দেখল সেই যে খুন, রাহাজানি, চুরি, ডাকাতি, কিছু না করেই জন্ম থেকেই যখন তাদেব বিনা দোষে আসামী বলে ডাকা হয় তখন আর সত্যি সত্যি খুনী, ডাকাত, আসামী হতে আপত্তি কোথায়। আসামীদের হৃদয় পবিবর্তন করতে হলে অবিলম্বে ওদের ডাকতে হবে, এখন থেকেই: ফরিয়াদি ফরিয়াদি বলে।

নামে কাজ হয়, আর তাব চেয়েও আরো ভালো করে যাতে হাসিল হয় কাজ তার মধ্যেও নাম আছে; প্রণামে। নাম করলে যা হয় না প্রণাম করলে তাও হয়। প্রণাম অবশ্য আসলে নামই; প্রকৃষ্টরূপে নাম করাকেই নাকি বলে প্রণাম করা। এই প্রণাম করলেই যে কাজ হবে, এমন নয়। নাম করার প্রণাম করার দুয়েরই কায়দা আছে। পথে যেতে ঠিক পরীক্ষা দেবার সময়ে পরীক্ষক-শিক্ষককে প্রণাম করুন;

খাতায় নম্বর দেবার বেলায় কাজ দেবে। কিন্তু এই প্রণাম পরীক্ষার ফল বেরিয়ে যাবার পরে যদি করেন অথবা পরীক্ষায় বসবার সুদীর্ঘকাল আগে অথবা যদি একবার করে তারপরে আর না করেন তাহলেও কাজ দেবে না। নাম করার বেলাতেও তাই। এমন লোকের কাছে নাম করতে হবে এমন লোকের, যার কাছে ভবিষ্যৎ বাঁধা তার কাছে যেন নাম করা এবং নাম করার মধ্য দিয়ে প্রণাম করার ভঙ্গীটা পর্যন্ত সচিত্র রিপোর্টেড হয়। নামে যদি না হয় বদনামে যদি না হবেই। যার কাছে কার্যোদ্ধারের চাবিকাঠি তার কাছে তাব নামে যতটা না কাজ হবে তার শত্রুপক্ষের বদনামে কাজ হবে আরও বেশি। আবার তার শত্রুপক্ষের সামনে তাকেই কেবল প্রণামে কাজ হবে সাজ্ঘাতিক। পাঠশালা থেকে বি.এ. এম.এ. সব খাতাতেই কি প্রশ্নের উত্তর লিখবেন তাতে নম্বর নয়। যিনি খাতা দেখবেন তার বইয়েব নাম করুন ; বই তরণীর প্রয়োজন হবে না ; পরীক্ষার বৈতরনী বই না পড়েই পার হয়ে যাবেন। যে B A-এর যে মন্তর আর কি! সেক্সপীয়রের লেখা নিজের নামে চালান ; শুনবেন আপনি সেক্সপীয়রটাও ভালো করে পড়েননি। নিজের লেখা সেক্সপীয়ারের নামে চালান দেখবেন ফেয়ার সেক্স, আনফেয়ার সেক্স দুদলই কাৎ। সেক্স থেকে সেক্সপীয়ার ডাক সব পীয়ারের মৃত্যুবান এতেই আছে আত্মগোপন করে। পরীক্ষার খাতায় যা সত্যি জীবনের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ করতেও ওইনাম আর নয় প্রণামই সবচেয়ে ভালো ফায়ার প্রুফ।

সেই জন্যই দেখবেন সব দেশেই আগে গুণের নামতা মুখস্থ করাত ; গুণের নামতা। গুণের নামতা শিখতে শিখতে যে তখন থেকেই নামতার গুণ আয়ত্ত করতে পারবে বাজি মেরে দেবে জীবনের ঘোড়-দৌড়ে সেই। নামের ওপর 'তা' ঠিক মত দিতে পারলে ছায়া বেরুবেই ; তেমন ভাবে 'তা' দিলে তা থেকে দুগ্ধফেননিভ শয্যা সমেত হাফ রাজকন্যা জুটে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

আপনি ভালো করে ভেবে দেখুন আপনি নামের চাকায় বাঁধা কি

না অহোরাত্রদিন। সকাল থেকে রাতে শুতে যাওয়া পর্যন্ত সব বস্তুই নাম দেখে দাম দেন কিনা ভেবে দেখুন আপনি। সুকুমার রায় বলেছেন: গোঁফের আমি, গোঁফের তুমি, গোঁফ দিয়ে যায় চেনা। ঠিক বলেননি নামের আমি, নামের তুমি, নাম দিয়ে যায় চেনা। আপনার ধাম কেমন তা দিয়ে ধূমধাম তেমন নয়, যেমন আপনার বাস যে রাস্তায়,—সেই রাস্তার নামের ওপর নির্ভর করে সোসাইটিতে আপনার পজিশন। পাঁচু খানসামা লেনে আকাশ ছোঁয়া আপনার বাড়ির নাম দিন গোলকধাম। খানসামার নামের কারেণ্টে আপনাব নাম জানবে না কেউ দ্যুলোকে; কিন্তু থিয়েটার রোডে বস্তিতে বাস করুন কিম্বা উপবাস করুন,—যত করুণ হোক আপনার দুরবস্থা, থিয়েটার রোডের বাসিন্দারা মাফ করুন, --থিয়েটার রোড,-রাস্তাব এই নামেই বাজি মেরেদেবেন আপনি সর্বত্র।

নামেই সব। জীবনে তো বটেই; মরার পরেও তাই। নাম করা হলে শব তবেই তাকে নিয়ে সমাজের উৎসব।

আপনার ব্যাঙ্কে কত টাকা আছে তা কেউ জানতে চায় না; ব্যাঙ্কের নাম কি তারই ওপর ব্যাঙ্ক করতে পারেন আপনার সামাজিক পজিশন অথবা ইনডিসপজিশন। দাঁতমাজার পেস্ট থেকে গা মাজার সাবান পর্যন্ত যা কিছু আপনি নেন অথবা কেনেন না সব নির্ভর করে তার নাম আছে কি নেই তার ওপর। মেয়ে আনতে যাবার সময় আপনার ছেলের জন্যে, মেয়ে কেমন দেখতে চান না; বংশের নাম আছে কি না তাই জানতে চান। আবার আপনার ছেলে মেয়ে না দেখে বিয়ে করতে চায় না। কিন্তু মেয়ে দেখে পছন্দ হলেও মেয়ের নাম যদি পারুলবালা হয় তো সে মেয়ে কাননবালার মতো সঙ্গীতপটু, মধুবালার মতো কটাক্ষপটু, এবং বৈজয়ন্তীমালার মতো নৃত্যপটিয়সী হলেও; গালের ওপর রূপের গোদের ওপর সৌন্দর্যের বিষ ফোড়া একটি অবিশ্যি সুন্দর তিল থাকে, তাহলেও ওই পারুল নামেই বাতিল হয়ে গেল সে। অন্যপক্ষে কাঁধের ওপর শাড়ি জড়ানো কিন্তু নাম হয় যদি তার রনিলা,—তাহলেই ট্রা লা-লা লা।

এনেকডোর মধ্যেও নামেরই মহিমান্বিত চেহারা দেখি। পৃথিবী বিখ্যাত লোকদের নামে যে সব কথা চালু,-যা শুনে স্ত্রী লোকদের বিস্ময়ের শেষ নেই তার অনেকগুলিই কিন্তু নাম করা লোকদের নয় কোন জন্মেই। কিন্তু যারা বানায় এগুলি তাদের নাম নেই বলেই তাদের ক্ষেত্রে মানায় না। তাই নাম ধার করে তবেই এনেডোটের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। কলেজ বই স্কুল বইয়ের নোট যে কেউ লিখলে চলে কিন্তু তেমন কারুর নামে না বেরুলেই চলে না আর। সবটাই নামের ইয়ার্কি। নামেরই আর কি।

প্রেমের প্রথম ধাপেই, প্রথম প্রেমের ধাপপায় নামই—প্রথম ভিক্টিম; নাম নামকর্তন করা হচ্ছে প্রেমিকের প্রথম টোট। অমিতকে মিতা! লাবণ্যকে বন্যা না করতে পারা পর্যন্ত শেষের অথবা প্রথমের কোন কবিতাই কাজের নয়। আবার কি নাম, তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে কে নাম দিয়েছে; রবীন্দ্রনাথ নাম করে থাকলে আমরণ দু বেলা দারুণ জল যোগের ব্যবস্থা নিদারুণ প্রণয় পয়োধি দুঃখেও অব্যবস্থায় পরিণত হবে না কোনও দিন। নাম সব সময় যে বাঁচবেই, এমন নয়। যেমন বাঞ্ছারাম হয় যদি আপনার নাম; কি কুজ্ঝটিকা, তাহলে নামের বানানই আপনাকে মক্সো করতে হবে ভালো করে আর নয় যদি বাঁচতে চান তো নতুন নাম বানান। একজনের হাতে কতকগুলো ফুল দেখে আরেকজন জিজ্ঞেস করেছে তার নাম। যার হাতে ফুল, সে বলেঃ ক্রিসেনথিমাম। তখন আবার প্রশ্নের ঢিল ছোঁড়ে অন্যজনঃ বানান্ বল্! সঙ্গে সঙ্গে নাম পালটায় উত্তর দাতাঃ না, না, এগুলো গোলাপ।

নাম আরও নানাভাবে ডোবায়। কবির নাম যদি গদাধর হোড় হয় তাহলে বনলতা সেন-ও তাকে বাঁচাতে পারবে না! নাম আর পদবী যদি কোনও বিখ্যাত ব্যক্তির নাম আর পদবীর হুবহু কার্বোন কপি হয় তাহলেও নাম করা শক্ত। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নামে যদি কেউ লেখক হয় তাহলে প্রথম শ্রবণে সে বই ও গণিত পাটি বা বীজগণিতের

একটি বলে মনে কবা কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। এবং এই বিপদ এ দাবীর জন্যে তখন যাব সাহায্য অপবিহার্য হয় তা-ই বর্তমান বাঙলা সাহিত্যে কলকে পাবাব সবচেয়ে বড় সহায হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেব নামে লিখলে এখন বই চলে না; ছদ্মনামে লিখলেই বেশ চলে।

এব কাবণ কি; এব কাবণ ছদ্মলেখকে দেশ ছেয়ে গেছে। কেউ পুলিস ছিলো, কেউ উকিল; কেউ ডাক্তাব; কেউ পকেটমার ছিলো; কেউ চোব ছ্যাঁচোড়, জোচ্চোব। সবাই ওবিজিনল পেশা ত্যাগ করে অথবা পাটলি বেখে লেখাব বাজাবে ভীড কবছে এখন। যার সব কপাট বন্ধ হয়ে গেছে ছদ্মনামেব কল্যাণে তাব লেখাব পৃথিবীতে খুলে যাচ্ছে বন্ধ কপাট, সে কপাট পাথব অথবা লৌহ নির্মিত হলেও; খুলতে বেগ পায় না ছদ্মনামীরা।

শান্তি চাই না !

শান্তি চাই না।

সত্যিই চাই না। এখন

স্টেজের ওপর তরুণী

ভূমিকায় শান্তি গুপ্তাকে

দেখলেও দেখতে চাই ; কি

শুধু শান্তি কোথাও চাই না।

আমি একা নয়। যারা মুখে শান্তি শান্তি করছে, দুনিয়া জুড়ে তারাই যত অশান্তির মূল। শান্তি চায় না র‍্যাশা অথবা ম্যারিকা। সবচেয়ে বেশি যে চায় না তার নামই চায়না। চায়নাব আগে লাল না বসে বস্যা উচিৎ লালসা। চায়না হচ্ছে আজ জগতের সব চেয়ে তাজা ক্ষমতা যে কেবলই চায়। আরও জায়গা ; আরও ক্ষমতা ; আরো রসদ ; আরো লোক ; আরও, আরও, আরও। এই সব চায় যে তার নাম যে চায়না সে খোদার ওপর খোদকাবীর অকারণে। কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন নয় ; পদ্মলোচন পুত্রের নাম কাণানাথ। জগত জুড়ে একজাতি আছে সে জাতির নাম আর মানুষ নেই। মানুষ মানেই আজ নিছক বজ্জাতির নামান্তর। 'জাতির নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াত খেলছে জুয়া' যারা তারাই তাদের প্রস্তুতি-পর্বের জুয়াচুরি ঢাকবার জন্যেই ভূতের মুখে নিয়েছে রাম-নাম। জগতে আজ যে এত অশান্তি,

যে কোনও মুহূর্তে সে-আজ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরমাণবিক অস্ত্রে নির্মানব হতে পারে সারা দুনিয়াটাই সেই চরম অমানবিক অবস্থার কারণই ওই মুখে যারা শান্তির বুলি আওড়াচ্ছে সর্বদাই, সেই ম্যারিকা, র‍্যাশা, চায়না। আসলে এরা কেউ শান্তি চায়না।

চাইবে কেন? রাবণ, হিরণ্যকশিপু, কংস অথবা দুর্যোধন কেউ চেয়েছে শান্তি কোনও দিন। যারা শক্তিমান তারা শক্তির পরিচয় দিতে চেয়েছে জীবনের কুরুক্ষেত্রে। কাবণ তারা সবাই জীবন্ত পুরুষ ছিল; দু'বাহুতে অমিত বল তাবা উজ্জীবন্ত করতে চেয়েছে আধমরাদের ঘা মেরে। শান্তি কাম্য কেবল সভার অথবা আধসভার। সেদিনকার দুর্যোধনের সঙ্গে আজকের আইসেনহাওয়াব, ক্রুশভ অথবা মাও-র তফাত হচ্ছে এই যে দুর্যোধনের কোনও লুকোছাপা ছিলনা যুদ্ধ চাই বলতে; আর এদের আছে। সূচ্যগ্র মেদিনী দিতে অস্বীকার করেছিলেন কুরুপুত্র বিনাযুদ্ধে; কাবণ তাব সমস্ত অন্যায় সত্বেও ছিলেন পুরুষ। আর এবা যতেক ন্যায়ের পবেও, মুখে শান্তি, মনে যুদ্ধ-ব কারণে কাপুরুষ। সেদিন তারা জানতেন বসুন্ধরা বীবভোগ্যা; এরা আজ এযুগে জেনেছেন বসুন্ধবা তদ্বিবভোগ্যা।

চন্দ্রে অথবা মঙ্গলগ্রহে উড্‌ডীন মানুষকে দেখে যারা মনে করছেন বিজ্ঞানের জয়, তারা নেহাৎই আনাড়ি। তারা জানে না এ জয় বিজ্ঞানেব নয়; বাজনৈতিক big gun যারা আজ বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে তাদের হাতের ক্রীড়নক আধুনিক বিজ্ঞানেব পরাজয় ছাড়া কিছু নয়, নভোলোক পাব হয়ে মানুষেব আবাব জ্যান্তাবস্থায় জলজ্যান্ত দুরবস্থার মধ্যে ভবলোকে ফিবে আসার এই ঘটনা নয়; দুর্ঘটনা। জ্ঞানের অথবা বিজ্ঞানের যুগ বলে হুজুগে লোকে। নইলে স্ত্রীলোকেও জানে এটা জ্ঞানের বা বিজ্ঞানের নয় পলিটিক্যাল big gun-দের জয় এবং তাদেরই বিজ্ঞাপনের দুঃসময়। আইনস্টাইন মৃত্যুর আগে তাই দুঃখ করে বলে গেছেন যে সারা জীবন বিজ্ঞানের চাষ না করে, মাটি চাষ করলে তাঁর জীবন অনেক শান্তির হতো।

জেনুইন শান্তি চায় কেবল ভাবত। না চেয়ে তাব উপায় নেই। ভিক্ষেব চাল কাঁড়া কি আকাঁড়া বিচাবেব ক্ষেত্রে ভিখারী যেমন নিরুপায়। পবাধীন ভাবতও যে অহিংসায় বিশ্বাস করত তাব কাবণ হিংসাত্মক হবাব তাব বাস্তা বাখেনি, তাই। বহু শতাব্দীকাল আগে যে ভাবতেব অশোক অহিংসাব ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, সেও হিংসাব চূড়ান্ত কববাব পর। এবং তাঁব অহিংসাও জেনুইন ছিল কাবণ সে ছিল শক্তিমানেব অহিংসা। বাধ্য হয়ে নয়; স্বেচ্ছায অহিংসাব ধর্মকে স্বীকাব কবেছিলেন তিনি। ফাস্ট কবা আব স্টার্ভ কবাব মধ্যে যে ফাবাক অশোকেব অহিংসায় আব অশোকচক্রেব অহিংসায় সেই তফাত। অনশন আব অনাহাব এক নয়। প্রথমটাব উৎস ভাব অথবা সেন্টিমেন্ট থেকে; দ্বিতীয়টাব কাবণ অভাব। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে খেতে চাই কিন্তু want, প্রথমটাব বেলায়, খাবাব আছে কিন্তু ডোণ্ট ওযাণ্ট।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধেব পব শান্তি চাই-এব আগুন জ্বেলেছিল জেনেভা,— বিশ বছব চেষ্টা কবেও সে নেভায়নি বা নেভাতে পাবেনি যুদ্ধেব আলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেব পব জন্ম নিয়েছে U. N. O.। এই শেষেব 'NO' টুকুই যে সত্য হবে শুধু এ যেমন আমি জানি তেমনই জানি You Know Too! যাবা মনে কবে আজও যে যুনোব জন্যে যুদ্ধ বাধছে না; অথবা বাসেল কি ভাবতেব অহিংসাব বাণী অথবা বিশ্বেব শান্তি উৎসবেব কাবণে তাবা অকাবণে পুলকিত। যুদ্ধ বাধছে না, তাব কাবণ ম্যাবিকা এবং ব্যাশা দুপক্ষেব হাতেই পবমাণবিক অস্ত্রেব চবম অমানবিক স্টক এভাব বেডি। যদি সে কোনও এক পক্ষেব হাতে থাকত তাহলে সুরু হয়ে যেত তৃতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ এতদিনে। চন্দ্রলোকে পৌঁছনোব অশালীন দ্রুততাব কারণও আব কিছু নয়, ওইখানে যে আগে পৌঁছতে পাববে সেই দেবে অর্ধচন্দ্রযোগে বিশ্বনেতৃত্ব থেকে আবেক পক্ষকে বিদায় কবে। সেদিনও নেহেরুব বাণী; বাসেলেব বক্তৃতা, যুনোব সেসান, থাকবে না; থাকবে কেবল পৃথিবী কখন সাবাড হবে, মানুষ বেঁচে থাকবে আব কতক্ষণ এবং কতজন তাবই সেনসেশান।

অন্ধ হলেও প্রলয় বন্ধ থাকবে না।

শান্তির দূত নাকি পায়রা; শান্তির অগ্রদূত। এই পায়রার পায়েই যুদ্ধের সময়ে এক সময়ে বেঁধে দেওয়া হত খবর; শত্রুর হাত এড়িয়ে যাতে সে-সংবাদ গিয়ে পৌঁছত বন্ধুর করকমলে। এই পায়রারা তো আলসের আনাচে কানাচে অনবরত বক্ বক্ করে করে তিষ্ঠোতে দিতে চায় না মোটে। সেই শান্তির পায়রাদেরই বক বকমে দুনিয়া অতিষ্ঠ। তবে বেশি দিন নয়। বাজপাখীরা দেখা দেবে যে কোনও মুহূর্তে। ক্রেমলিনে অথবা হোয়াইট হাউসে সুইচ টেপার অপেক্ষায় আছে তারা। তাদের দেখা যাবে না আকাশে; বাজপাখীদের। মেঘের আড়াল থেকে বিনা মেঘে বাজ পড়বে মানুষের মাথায়, মানুষের মাথায় জন্ম যার প্রথম সেই মানবসভ্যতা-বিধ্বংসী অস্ত্রের কৃপায়। সে দিন এখনও দূরে বটে। কিন্তু মানুষের ইতিহাসে সেই চরম দুর্দিন খুব বেশি দূরে নয়, জানি।

বুদ্ধদেবকে আমি আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারিনি। বুদ্ধিধর্মে আমার আস্থা অটুট। বৌদ্ধধর্মের প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রচুর,—কিন্তু তবুও বৌদ্ধধর্ম আমার বোধগম্য নয়; আমার বুদ্ধির নাগালের অনেক বাইরে। বুদ্ধদেব যদি বুদ্ধি দেবো বলতেন তাহলে সর্বাগ্রে যে তাঁর কাছে দৌড়ত; লুটিয়ে পড়ত তাঁর পায়ে; সাষ্টাঙ্গ হত সে আমি। সেই বুদ্ধি যা জীবনসংগ্রামে হতাশার বিরুদ্ধে হতবুদ্ধি হয় না,— ইহকালে যা কাজ দেয়; সেই বুদ্ধি যা মানুষকে টিকিয়ে রেখেছে আজও দুটি বিশ্বযুদ্ধের পরেও। সেই বুদ্ধি যা দিয়ে বুদ্ধদেব মানুষকে যা দিতে চেয়েছিলেন তা চৈতন্য। আর বুদ্ধদেবের মত চৈতন্যও আমাকে প্রবুদ্ধ করেন কদাচ; আমি জগাই-মাধাইয়ের চেয়েও আমাকে পাপিষ্ঠ বলে কিম্বা আমি আসলে বোকচৈতন্য ছাড়া কিছু নই বলে। আমার ভালো লাগে, আমার কাছে শ্রদ্ধার পাত্র : শ্রীকৃষ্ণ। যাত্রার ধিনিকেষ্ট নয়; গীতার শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ কেবল শান্তির কথা বলেন না; অন্যায়ের

বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রামে উদ্দীপিত করেন অর্জুনকে; একথা বোঝা যায়; এঁকে অবাস্তব বলে মনে হয় না; তাই শ্রীকৃষ্ণের স্তব করার মানে হয়। সে যুগে শুধু শ্রীকৃষ্ণের; এ যুগে শ্রীকৃষ্ণ মেননের; এবং বিহারের বাসিন্দা হলে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের।

ইন্দ্রের দৈর্ঘ্যাযোগ্য রমণী; দেবকান্তি ছানা; এবং দুগ্ধফেননিভ বিছানা ছেড়ে বুদ্ধদেবের চলে যাওয়ার মধ্যে মহত্ত্ব আছে; একথা স্বীকার করি। কারণ বউ এবং ছানাকে যদিও বা ত্যাগ করা যায়, তথাপি মাঘের শীতের রাতে জল-বিয়োগের কারণেও বিছানা এবং লেপ পরিত্যাগ করা অতি অল্প একটুক্ষণের জন্যেও কি ব্যাপার, তা আমি বিলক্ষণই জানি। জানি বলেই বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ, বাঙালীর আসাম পরিত্যাগ নয় মানি। সিংহাসন, রানী এবং রাজপুত্রকে স্বেচ্ছায় ছেড়ে পথে বেরোনো সকল যুগের সকল মানুষের সাধ্য নয়; অতি অল্প লোকেরই বহুযুগ বাদে তা করলেও অকরায়ত্ত। বেশ। কিন্তু কেন? না, জীবন জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতে। এইখান থেকেই গুলোতে থাকে আমার। গা নয়; বুদ্ধি। শান্তি নয়; সুখ নয়; সামান্য স্বস্তি চায় মানুষ। চায় ইহলোকে। স্ত্রীলোক ছাড়া সবাই চায়। কিন্তু পরলোকের মুক্তি, অহিংসা নির্লোভ অথবা আচণ্ডালে কোল, অক্রোধ এবং এই জ্ঞান জন্মিলে মরিতে হবে, সাথে পাথেয় তা নিয়ে মানুষ কি করবে ভেবে উঠতে পারে না বলেই তারা বৌদ্ধ হয় যুগে যুগে হাজারে হাজারে; কিন্তু বুদ্ধদেব হয় না আর একজনও যুগে যুগান্তরেও যীশুখ্রীষ্টই শেষ পর্যন্ত থেকে যান তাই একমাত্র ট্রু খ্রীষ্টান। আজও। এই মুহূর্তেও।

শ্রীচৈতন্য বললেন: নাম করো। হরিনাম করো। আর প্রণাম কর তাঁকে; তাতেই মুক্তি। শ্রীহরি সহায় এখন কখনও কখনও চিঠির মাথা আর পরীক্ষার খাতাতেই উৎকীর্ণ। জীবনের খাতায় দেখা নেই তাঁর। কারণ জীবনের পরীক্ষা উত্তীর্ণর জন্যে চায় মুদ্রা। শ্রীহরি সহায় নয়; শ্রীহরিদাস মুদ্রাও যার অভাবে অসহায়, সেই রজতচক্র আজ শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্রের মতো গলা কাটছে অথবা গলা বাঁচাচ্ছে।

এ কথা না হয় আপাততঃ শিকেয় তুলে রেখে মেনে নিলাম শ্রীচৈতন্যের কথাই। নামেই জীবের মুক্তি। কিন্তু চাইছে কে? কংগ্রেস যে স্বাধীন ভারতে এত রকম কেলেঙ্কারী করলো; তাতেও তো তারপরেও তো অন্য প্রদেশের কথা বাদ দিলাম, বরবাদ করলাম,—খোদ পশ্চিমবঙ্গে তো কংগ্রেসের হাত থেকে মুক্তি চাইছে না কেউ। বামপন্থী না বামুপন্থী কারা যে অখাদ্য আন্দোলনে, ধর্মঘটে আমাদের ডোবাল, তবুও সেই পঞ্চজোটের মহিমা থেকে মুক্ত হতে চাইছে কি মেহনতী জনতা। ভেট অথবা ভোট দিচ্ছে কংগ্রেস অথবা পঞ্চবুটি ডিসগ্রেসকেই। [ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভোট চাইলে বলছে: আপনাকে ভোট দিয়ে কি করব? আপনি একা আর আমাদের কতটা ডোবাবেন!] আর জীবন যার চেয়ে প্রিয়বন্ধু মানুষের আব দ্বিতীয় নেই; অথবা এই জগৎ, যার তুলনায় ব্রহ্মা নেহাৎই মায়া,—তাকে ফেলে মুক্তি চায় কোন্ বুদ্ধু?

আবার যদি ইচ্ছে কর, আবার আসি ফিরে,
দুঃখ সুখের ঢেউ খেলাবো এই সাগরের তীরে;
আবার জলে ভাসাই ভেলা
বালুর পরে করি খেলা
হাসির মায়ামৃগীর পিছে ভাসি নয়ন নীরে।

জীবনের বাণী শান্তি নয়; সংগ্রাম। সৃষ্টির বাণীই যে তাই। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী; অহিংসার নয়। তার একমাত্র শ্লোগান হচ্ছে: হয় মাবো; নয় মরো; মরবে যে তার নেই; মারতে পারবে যে তারই আছে কেবল: টুমরো। শান্তি দেখতে চান? শ্মশানে, কবরে, গোরস্থানে অথবা পাকিস্তানে যান শান্তি বিরাজ করছে দেখতে পাবেন। অখণ্ড অমিয় শান্তি। শান্তির যাঁরা প্রবক্তা আজ, শান্তির অগ্রদূত, যাঁরা শান্তি চাই, শান্তি চাই বলে অশান্তি করছেন দুনিয়া জুড়ে যদি কখনও শান্তি আসে তো সে ওই শ্মশানের বা কবরের অথবা গোরস্থানের শান্তি ছাড়া আর কিছু হবে কি? যে দুনিয়ায় রোগ নেই Rogue নেই একজনও; ডাক্তার অথবা কশাই নেই; মামলা নেই;

মক্কেল নেই ; তাই উকীল, এ্যাটর্ণী কি শাইলকের অভাব ; ভাবতে পারেন ?

বাচ্চা ছেলে দামাল হলে মায়েরা চেঁচায় ; কিন্তু তবু বাচ্চাই চায় সব মা। বাচ্চাহীন বাড়ি নেহেরুর কংগ্রেস, নীরস, শুষ্ক ; হৃদয়হীন। যে আদর্শের জন্যে ; যে আদর্শ তুনিয়ার জন্যে তুনিয়া জুড়ে এই হাঙ্গামা : শান্তি চাই, সুখ চাই, সমৃদ্ধি চাই সকলের জন্যে সেই শান্তি, সেই সুখ, সেই সমৃদ্ধি এলে সকলের জন্যে সত্যি সত্যি [ভগবান না করুন],— সকলের মুখেই শুনতেন : চাই না , চাই না !

মানবজীবন শান্তির নয় বলেই ভগবান 'মৃত্যু' দিয়েছেন। মৃত্যু মানে শান্তি : শান্তি মানে মৃত্যু। এই মৃত্যু রহিত করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে বৈজ্ঞানিকরা। চন্দ্রে যাত্রার উদ্যোগে যেমন বিজ্ঞানের জয়যাত্রা বিজ্ঞাপিত , কিন্তু আসলে সেখান থেকে মারনাস্ত্র পাঠাবার base খুঁজছে রাজনৈতিক big gun-এরা, তেমনই 'মৃত্যু'-রহিত করে যারা ভাবছে মানুষের মঙ্গল করছে তারা জানে না খোদার ওপর এই খোদকারীর অমঙ্গল কি ? তাই বলছে ; তুমি এদের ক্ষমা কোর ভগবান !

মৃত্যুই এখনও পর্যন্ত মানুষের শেষ আশা ভরসা। জীবন হোক যত তুঃখের, তবুও মৃত্যু শেষ সেই অশেষ যন্ত্রণার, এই একমাত্র ধ্রুবতারা লক্ষ্য করে জীবনের ফুটো নৌকা বাওয়া। মানুষ আজও মরে বলেই শেষ পর্যন্ত বেঁচে যায় ; মানুষ যেদিন চিরকাল বেঁচে থাকবে সেদিন থেকেই সত্যি সত্যি মারা পড়বে তারা।

জীবনে জ্বালা আছে। জ্বালা আছে বলেই তার জয় গাই। যন্ত্র না বলেই মানব জীবনে এত যন্ত্রণা। এবং তারই জন্যে কেবল মাত্র লোকের [স্ত্রীলোকের নয়] ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত বলে মনে করি ; চিরকৃতজ্ঞ। মানুষ যে দেবতা এবং অপদেবতা, এই তুয়ের চেয়েই বড় তার কারণ জীবন বীরের সেই তুঃসাধ্য জীবন যা তাকে

দিয়েছে মহৎ জীবনেব অধিকাব। এই জ্বালা থেকে মুক্তির অধিকার নেই ইন্দ্রেবও। মুক্ত হতে হলে তাকে ইন্দ্র হলে হবে না। ইন্দ্রিয়ের অধীন পুরুষ হতে হবে; তবেই হতে পারবে সে কোনও দিন মুক্ত পুরুষ।

জ্বালা বলতে তবে মনে পড়লো সেই ভদ্রলোকেব কথা যিনি বেবিয়েছিলেন জালা কিনতে বাজাবে; সবচেয়ে বড় জালা চাই তাঁর; জলেব জালা। তাই শুনে বাজাব থেকে তাঁকে হাত ধবে টেনে নিয়ে গেছে আবেকজন। নিয়ে গেছে একেবাবে তাব নিজেব বাড়িতে। গিয়ে বলেছে:

এই দেখুন, ছোট বাচ্চা দুটোব হাম; বড়টাব স্কুলেব মাইনে দিতে পাবিনি বলে নাম কেটে দিয়েছে; মেয়েগুলো বেরুতে পাবছে না বাইবে, শতচ্ছিন্ন কাপড; কাল পবশু মুড়ি খেয়েছিলো; আজ তাও জোটেনি, বাড়িব সব লোক হাঁ কবে আছে, কখন ফিবব; বউ-এর হিস্টিবিয়া আমাব হাঁপানী; এব চেযে বড় জ্বালা আব দেখতে পাবেন কোথাও?

অশান্তিব এই জ্বালা তবুও শান্তিব জ্বালাময়ী বক্তৃতাব চেয়ে অনেক কম জ্বালা! কম কিনা আপনাবাই বলুন।

চিত্র ও বিচিত্র

'বঙ্কিমী স্টাইল বঙ্কিমের লেখা বিষবৃক্ষে, বঙ্কিম তাতে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন,—বঙ্কিমী ফ্যাশান নসিবামের লেখা "মনোমোহনের মোহন বাগানে", নসিবাম তাতে বঙ্কিমকে দিয়েছে মাটি করে।'

সত্যজিতী স্টাইলে সত্যজিত রায় পরিচালিত পথের পাঁচালী; তাতে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন তিনি। সত্যজিতী ফ্যাশানে তোলা একাধিক নিও-রিয়ালিসতিক বাঙলা ছবিতে চলচ্চিত্রজগতের একাধিক নসিরাম সত্যজিৎকে দয়ে বসিয়ে দিয়েছে।

যে স্টাইল টেঁকে না তাই হচ্ছে ফ্যাশান; যে ফ্যাশান টিঁকে যায় তাই হচ্ছে স্টাইল। পরিচ্ছদ থেকে সুরু করে প্রচ্ছদ পর্যন্ত; জামার কাট্ থেকে হেয়াব কাট্ এক প্রায়ই নতুন স্টাইলের প্রবর্তন করেন একজন; অনেকজন মিলে অচিবেই তাকে ফ্যাশন করে তোলে। সমাজের সেই ফ্যাশনেবলরা আবার স্টাইল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাশনও বদলায়। ফলে ফ্যাশন টেঁকে না। কিন্তু ওরিজিনল যিনি তিনি তাঁর নিজস্বতায় থাকেন অপবিবর্তিত। তাই স্টাইল চালু করেন যিনি তিনি চলে গেলেও জাতির সর্বাঙ্গে তার ছাপ চিরকালের মতো

থেকে যায়। বিদ্যাসাগর নেই; বিদ্যাসাগরী চটি ইতিহাস হয়ে আছে।

কেবল দৈনিক জীবনযাত্রায় নয়। শিল্পসৃষ্টির কুরুক্ষেত্রেও কেবল অর্জুন আর কর্ণরাই ইতিহাসেব কর্ণধার চিরকাল। বাকী অক্ষৌহিণীরা কালের সাগরজলে বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যায়; কেউ তাদের কথা মনে রাখে না। ববীন্দ্রনাথ আর বার্নাড শ'; প্রাচ্যের আর প্রতীচ্যের এই দুই দিকপালই কেবল আধুনিক কালে নতুন দিকের সন্ধান, নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছেন দ্বার। এদেশে এবং ওদেশে যারা রাবীন্দ্রিক অথবা শেভিয়ান সাজতে গেছে, দাঁড়কাক ময়ূর সাজতে গেলে যা হয়, তার চেয়ে কম সাজা হয়নি। লেখার হাত থেকে হাতের লেখা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের দুর্জয় দুরন্ত প্রভাব থেকে দূরে থাকা সম্ভব হয়নি যাদের তারাই রবীন্দ্রনাথকে যা সাজে তাতে যে তাদের লাঠি বাজে তা বোঝে নি। শয়ের কথা বলবার একটা বিশেষ কায়দা ছিল; সেই সঙ্গে নতুন কথা ছিল বলবারও। যারা তাঁকে অনুকরণই করেছে তারা বলবার কথা বাদ দিয়ে কথা বলবার কায়দা আয়ত্ত করতে গিয়েই বেকায়দায় পড়েছে; কথামালার যে গর্দভ চীৎকাব কবা মাত্র বিট্রে করেছে সিংহচর্মকে তারা কেবল বিদ্যাসাগরের নয়, জীবনেব কথামালাতেও উপস্থিত। এই বিচিত্র জগতেব সর্বত্র তো বটেই, জগৎছাড়া চিত্রজগৎও এমন সিংহদের হাত থেকে নিস্তার পায়ান যে তার প্রমাণ বহুবার পাওয়া গেছে; এখন আবার পাওয়া যাচ্ছে, এবং ভবিষ্যতেও বারবার পাওয়া যাবে।

তাহলে অনিবার্য, অপরিহার্য যে জিজ্ঞাসা জাগে তা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ কি শয়ের মতো মৌলিক প্রতিভা যুগকে প্রভাবিত করবে না? করবে। রবীন্দ্রনাথ কি শয়ের পথ অনুসরণ করে নতুন ধর্ম খুঁজে পাবে যে, নিজের স্বধর্ম; সে আবার নবযুগের প্রবর্তকদের দুর্লভ সম্মান পাবে নিঃসংশয়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বা শ-কে অন্ধ অনুকরণ করে আসবে না রবীন্দ্রোত্তর যুগ; অথবা অতিক্রান্ত হবে না জি-বি-এস। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এড়াতে উদ্ভট্ শ্লোক বা অর্থহীন

শ্লোগান উচ্চারণ করবে যে সে পাবে না নতুন যুগসৃষ্টির স্বীকৃতি; তার উক্তি সাধারণের সম্পত্তি হবে না, অসাধারণ স্বগতোক্তি হয়ে উঠতে পারলেও। কারণ নতুন যুগ পুবাতন যুগের ঐতিহ্য অস্বীকার করে আসে না; যেমন আসে না যুগান্তবের কার্বন কপি করে যুগস্রষ্টা; যুগকে আত্মসাৎ করে জন্ম নেয় যুগান্তর।

চলচ্চিত্রে সেই নতুন যুগের; 'প্রকৃতপক্ষে বাঙলা ছবির দ্বিতীয় জন্মের অদ্বিতীয় কৃতিত্ব যাঁর তিনিই বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বিচিত্র চিত্রবিস্ময় সত্যজিৎ রায়। বাঙলা ছবির জন্মকাল সত্যজিতের চিত্রজন্মের অনেককাল আগে বটে তবে এতদিনে তাঁর দ্বিতীয়বার পুনর্জন্ম হওয়ায় সে দ্বিজত্বে উত্তীর্ণ হয়েছে সবেমাত্র। এই সত্যজিৎ হচ্ছেন স্টাইল; তাঁর অনস্বীকার্য প্রভাবে বাঙলা ছবির পৃথিবীতে ঋতুবদল হবে,—এ অত্যন্ত স্বাভাবিক, নিতান্ত সঙ্গত এবং একান্ত আশার কথা। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই সত্যজিৎ-কে অন্ধ অনুসরণ করছে যারা তারা 'ফ্যাশন';—তাদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিস্মবণই তাদেব একমাত্র প্রাপ্য। এটা আশার কথা নয়; এটা নিদারুণ হতাশাব কথা।

একমাত্র হতাশার কারণ এই হলে এই নিবন্ধ সম্পূর্ণ বাহুল্য হতো। একমাত্র হতাশার কাবণ এ নয়; এর চেয়ে গুরুতর আশঙ্কার কথা আছে স্বয়ং সত্যজিৎ-চিত্র সম্পর্কেই। এবং সেই সম্পর্কেই এখন বলি।

চাণক্য পণ্ডিত বলে গেছেন অনেককাল আগেই যে রাজার পূজা কেবল স্বদেশে; বিদ্বানের আদর দেশে-বিদেশে। পুবানো চালের মতো ভাতে বাড়ছে না আর পণ্ডিতের এই সুপ্রাচীন বচন। অন্তত চিত্রবিদ্যার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যাঁরা জ্ঞানী এবং গুণী তাঁরা বিদেশে যথেষ্ট খ্যাতি পেলেও দেশে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ খাতির পাচ্ছেন। বিদেশে অতিরিক্ত মর্যাদার অধিকারই স্বদেশে সম্বর্ধনার পাত্রের দেখা যাচ্ছে অতিরিক্ত অবস্থা। কেন? এই 'কেন'-র উত্তর অনুসন্ধান করাই বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য। এই 'কেন'-র সন্তোষজনক জবাব না পেলে আমরা যারা

চলচ্চিত্রে নতুন যুগ এসেছে বলে উর্দ্ধবাহু হয়েছি গর্বে,—অচিরেই দেখব তা নতুন যুগ নয় ; নতুন হুজুগ মাত্র। বড়ুয়াকাফ সার্ট, চোখে গগল্‌স্‌ অথবা চশমার একটা ডাঁটি বুকপকেটের বাইবে বাব করে রাখার মতোই কিছুদিন চলে তারপর আব চলবে না।

এই 'কেন'-র জবাব খোঁজবাব আগে আরেকবার সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাবার প্রয়োজন অনুভব কবি যা তা হচ্ছে এই যে চলচ্চিত্রের মতো বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ বস্তু আমাদের অনুসন্ধানের লক্ষ্য না হয়ে ছাপা বই অথবা আঁকা ছবির সোত্র এর উপলক্ষ্য হলে কেন বিদেশে তা সমাদৃত এবং স্বদেশে অবহেলিত সে প্রশ্ন নিয়ে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হলে চলত অথবা কিছুমাত্র এসে যেত না আমরা বিচলিত হলে অথবা অবিচলিত থাকলে। বড় জোর, গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না,- এই প্রবাদের মধ্যেই প্রতিবাদেব এলাকা সীমাবদ্ধ থাকতো। থাকতো যে, তার কারণ বই বিক্রী না হলে, ছবি অবিক্রীত থাকলেও কখনও কখনও কারুর কারুর বেলায় পেটের দায়ে লেখা অথবা বেখাকে বিকৃত না করলেও চলেছে, এখনও চলে ; ভবিষ্যতেও চলবে। তাব প্রস্তুতি-পর্বের ব্যয় চলচ্চিত্র প্রস্তুতির ব্যয়ের তুলনায় এত হাস্যকর রকমের অল্প যে কোনও বীক্ষণযন্ত্রের বেলাতেই তা ধারণাব মধ্যে আনা অসম্ভব। সত্যজিৎ রায়,—যিনি বর্তমানে বিশ্বেব অদ্বিতীয় চলচ্চিত্রকার,—তাঁর চিত্রও, পক্ষান্তরে, বিদেশের বাজারে বাহবা এবং স্বদেশের লোকদের কাছে আংশিক এবং স্ত্রীলোকদের কাছে সর্বাংশিক উপেক্ষিত হলে, সেই স্বয়ং সত্যজিৎ-ও জিতবার বদলে হারবেন ; এবং আমবা তাঁকে হারাবো। সত্যমেব জয়তে,—সরকারী মোহরেই যা আজ জ্বলজ্বল করে কেবল মাত্র ; আর কোথাও যা তেমন উজ্জ্বল নয় ; যথেষ্ট মোহরের অভাবে,—চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে যা সত্য হতে চলেছিল প্রায়, সত্যজিতের হারের [ভগবান না করুন] সঙ্গে সঙ্গেই তা মিথ্যে প্রমাণ হবে ; হবারই কথা অবশ্য আজকের জগতে ; যে জগতে সত্যের মতো মিথ্যা এবং মিথ্যার মতো সত্য আর কিছু নেই।

সত্যজিতের ছবি বিদেশে সমাদৃত হবার কারণ কেউ কেউ বলেছেন শিল্পের বা গুণের অকারণ; অর্থাৎ শিল্প বা গুণগত কারণে এই পুরস্কার নয়,—এই কথাই বলতে চেয়েছেন অথবা চাইছেন কেউ কেউ। তাঁদের বিচারে, সত্যজিৎ পথের পাঁচালী, অপরাজিত অথবা দেবী মারফত ভারতবর্ষের আর্থিক এবং পারমার্থিক দারিদ্র্য দেখাবার অগৌরবেই এই গৌরবের নিঃসংশয় অধিকারী। কথাটা ঠিক নয়। নোবেল প্রাইজ কখনও কখনও রাজনৈতিক কারণে দেওয়া হয়েছে বটে কিন্তু নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত বই মাত্রেই পায়নি বিদ্বানজনের অভিনন্দন। সত্যজিতের ছবি কেবল স্বর্ণসিংহ জয় করলে একথা বলা চলত কিনা জানি না; কিন্তু যখন জানি যে বিশ্বের যাঁরা জ্ঞানী এবং গুণী তাঁদের মনের সিংহাসনেও বসতে পেয়েছে অপরাজিত, তখন তাকে কেবল রাজনৈতিক কারণে বলতে পারি না; নৈতিক কারণেও সে যে বিশ্বের অপরাজিত চিত্র, একথা বলতে বাঙালীর, সত্যজিৎ বাঙালী বলেই, আটকাচ্ছে; যেমন ভেবেছিলো এই বাঙালীই কেবল তার ভ্রষ্টবুদ্ধির কল্যাণে যে রবীন্দ্রনাথ প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র বলে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। আজও সে ভাবতে পারছে কি না বলা শক্ত, সে নোবেল প্রাইজ পেলে যিনি বড় এবং নোবেল প্রাইজ না পেলে যিনি আরও বড়, জগতের সর্বকালেব সেই সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী কবির নামই, রবীন্দ্রনাথ। একথা ভাবতে সময় লেগেছে; সত্যজিৎ যে প্রাইজ পেলেও বর্তমান বিশ্বের বিস্ময়কর চলচ্চিত্রকার,—না পেয়েও তাই,—একথা ভাবতেও সময় লাগবে।

রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি দেখে আমরা উপহাস এবং ফরাসীরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে। আমরা বলেছি রবীন্দ্রনাথ যেহেতু নামকরা কবি সেই হেতু তাঁর ছবিও লোকে না বুঝেই নাম করবে, এই আশায়, ওই তামাশায় তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। আর ফরাসীরা বলেছে আমরা যে ছবি আঁকবার স্বপ্ন দেখছি অনেককাল ধরে,—সেই আগামীকালের ছবি বেরুলো তোমার হাত দিয়ে। কি করে এ সম্ভব হলো ভেবে

বিস্ময় প্রকাশ করেছে বর্তমান জগতের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ছবির জগৎ। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তার উত্তর খুঁজে পাননি। আমরা আজও জানি না যে রবীন্দ্রনাথ কেবল কবি নন ; তিনি শিল্পী। তাঁর কবিতায় ছবি এবং ছবিতে কবিতার গঙ্গাযমুনার সঙ্গম বিশ্বপ্রকৃতিতেও বিরল।

সত্যজিতের চলচ্চিত্রেও ওরা সেই একই অসম্ভবের প্রকাশ দেখেই বিস্ময় প্রকাশ করেছে। আগামীকালের যে চিত্ররীতির পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে ইতালীতে, জাপানে, ফ্রান্সে,—সত্যজিতের একালের ছবিতেই সেই আগামীকাল সবচেয়ে বেশি উপস্থিত। নতুন চিত্রভাষার গবেষকরা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অনগ্রসর ভারতবর্ষের একজন লোক কি করে এমন বিচিত্র ভাষার সন্ধান পেলো তাই ভেবেই বাড়িয়ে দিয়েছে অভিনন্দনের কর। এবং এই যে 'আগামীকাল' ব্যাপারটা এরই মধ্যে আত্মগোপন করে আছে একালের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর সত্যজিতের সাফল্য ও ব্যর্থতার সমস্ত সিক্রেট। সেকালের ছবি তিনি একালের পর্দায় উপস্থিত করার কৃতিত্বে বিশ্বের অপরাজিত চিত্রপরিচালক, সেই আগামী-কালের দর্শক তাঁর স্বদেশে প্রায় অনুপস্থিত বলেই এদেশে তিনি অনুপস্থিত।

আমি এর আগে বলেছি যে বিপুল ব্যয়বাহুল্যের কারণে সত্যজিতের পক্ষেও শক্ত হবে জিৎ অথবা জিদ বজায় রাখা যদি সেদেশের চলচ্চিত্র সেদেশে না চলে। এখন সেকথা প্রত্যাহার না করেই বলছি সত্যজিৎ যদি তাঁর জিদ বজায় রাখেন তবেই জিৎ হবে তাঁর নচেৎ কিছুতেই নয়। একালের পর্দায় আগামীকালের চিত্র তুলে ধরাই তাঁর ধর্ম। স্বধর্মে নিধন যাঁর প্রতিভা তিনিই শিল্পী। স্বধর্ম ত্যাগ করে, বাজারসফল ছবি করতে যাওয়ার উপদেশ তাঁকে যদি কেউ দেয় তাহলেও সত্যজিৎ যেন মনে রাখেন যে তা তাঁর পরধর্মে। এবং অতএব ভয়াবহ। তাছাড়া যিনি সত্যজিৎ নন তিনি যেমন সত্যজিতের মতো ছবি করব বললেই করতে পারেন না তেমনই সত্যজিৎ যা নন সত্যজিৎ তা হতে গেলেই তা হতে পারবেন না ;

কিছুতেই না।   দাঁড়কাক ময়ুর সাজতে গেলে যা হয়, ময়ূরের দাঁড়কাক সাজতে গেলে তার চেয়ে সাজা যে অনেক বেশি হয়।

শিল্পের সকল কুরুক্ষেত্রেই, সঙ্গীত, চিত্র, সাহিত্য, নৃত্য, ভাস্কর্য, সকল ক্ষেত্রেই এমন দু'চার জন আসেন যাঁরা বাজারের মুখ চেয়ে সৃষ্টি করেন না। তাঁরাই 'প্রতিভা'। আর সবাই ট্যালেন্ট। 'প্রতিভা'-কে যা সাজে,- ট্যালেন্টের তা লাঠিবাজে। দস্তয়ভস্কি যখন দ্য ব্রাদার্স কারামাজোভ লেখেন, আর বিথোভেন যখন রচনা করেন নাইন সিমফোনিস [বিশেষ করে, 'ইরোয়কা', 'পাসতোরাল' এবং 'কোর‍্যাল', যথাক্রমে তৃতীয়, পঞ্চম-ষষ্ঠ এবং সপ্তম ও নবম সিমফোনী।] তখন তাঁরা সৃষ্টির মুখ চেয়ে ছাড়া আর কারুর মুখে তাকান কি? সত্যজিৎ যখন জলসাঘর, অপুর সংসার বা দেবী তৈরী করেন তখন কি ভেবে করেন, জানি না; সত্যিই জানি না। কিন্তু এ জানি যে যখন অপরাজিত ছবি করেন তখন কিছু ভেবে করেন না। কারণ ভেবেচিন্তে ক্ষুধিত পাষাণ করা যায়; ভেবেচিন্তে 'অপরাজিত'-সৃষ্টি অসম্ভব। সত্যজিৎকে তাই কখনও ব্যবসায়িক উপদেশ দিলে, সে এ্যাডভাইস ভাইস এ্যাড করবে মাত্র; আর কিছুই করবে না। করবে না কারণ শিল্পী যার ওপর দাঁড়ায় তা রীতি নয়; নীতি। অর্থনীতি বলে ডিমাণ্ড অনুযায়ী সাপ্লাই করো, অর্থ হবে। শিল্পের তাতে অনর্থ হবে,- বলে নীতি, সেই বলে; সাপ্লাই করো, ডিমাণ্ড সৃষ্টি হবে। সত্যজিৎ যখন অপুর সংসার করেন তখন বুঝি অর্থনীতি; সত্যজিৎ যখন অপরাজিত করেন তখন, নীতি। সেই অপরাজিত-স্রষ্টা সত্যজিৎকে বলি তিনি অর্থে পরাজিত হোন যত ততই নীতিতে থাকুন অপরাজিত; তাঁর অপরাজিত-সাধনাকে বারংবার নমস্কার!

আগামীকালকে একালে উপস্থিত করা এবং তাকে স্বাগত জানাবার মতো যথেষ্ট দর্শকের অভাব উপস্থিত মুহূর্তে,—এই হচ্ছে বিদেশে অভিনন্দিত এবং স্বদেশে 'সত্য'-চিত্রের অতিনিন্দিত হবার অদ্বিতীয় কারণ আমার কাছে। তার দ্বিতীয় কারণ সত্যজিতের ছবিতে পাওয়া

যাবে না ; পাওয়া যাবে ক্ষুধিত পাষাণের ঐতিহাসিক সাফল্যের মধ্যে। এখন সেকথাতেই আসা যাক ; অতঃপর সেই ক্ষুধিত প্যাসান-পর্বে।

যে 'আগামীকাল'-কে একালের পর্দায় উপস্থিত করার কারণে সত্যজিতের ছবিতে দর্শকের অনুপস্থিতি উদ্বেগজনক ; 'ক্ষুধিত পাষাণে'র বেলায় একালের পর্দায়ও বিগতকালের 'স্থূল' বিস্মৃত না হবার ফলেই বক্সঅফিসে এসব হুলুস্থূল কাণ্ড ঘটাতে পেরেছেন এই ছবির বুদ্ধিমান পবিচালক। এবং এব পবিচালকের এই বুদ্ধি এমনিতে হয়নি ; অর্জিত হয়েছে অভিজ্ঞতার তিক্ত অশ্রুজলে। অনেক কাল আগে, সম্ভবতঃ সত্যজিৎ ছবির পর্দায় প্রতিফলিত হবাবও আগে,—ক্ষুধিত পাষাণের পবিচালক একটি ছবি করেন যার নাম 'অঙ্কুশ'। বিদেশে না হলেও এদেশেব অসাধারণ মুষ্টিমেয় দর্শকের মনে হয়েছিল সেদিন যে এছবি সাধাবণ ছবি নয়। কিন্তু সাধারণ দর্শকের এছবি অসাধারণ খারাপ লাগায় 'অঙ্কুশ' চলেনি সেদিন। সেদিন থেকেই অঙ্কুশাহত পরিচালক ঠেকে ওই এক ছবি থেকেই অনেক কিছু জেনেছেন।

তিনি জেনেছেন যে সত্যজিৎ-চিত্র বলতে এদেশে কেউ কেউ যখন জ্ঞানহারা ঠিক তখনই 'মায়ামৃগ' দেখতে আবার সেই দেশই মুক্তকচ্ছ [সত্য ! সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ [সাপ্তাহিক নয় !—আলেকজাণ্ডার]। অতএব যারা সাধারণ নয় তারা অসাধারণ ছবি বললেই ছবি চলবে না, আবার যাবা অসাধারণ নয় সেই সব দর্শকের অসাধারণ ভালো লাগলেও,—বক্সঅফিস হবে কিন্তু প্রেস্টিজ হবে না। একই সঙ্গে প্রেস্টিজ এবং 'পার্স''-এ্যাট ইজ হতে হলে চাই কিউরিয়াস এম্যালগাম। একই সঙ্গে একাল এবং বিগতকালের রুচির শুভদৃষ্টি ঘটা চাই প্রেক্ষাগৃহের চিত্রবাসরে। সেই কথা মনে রেখেই তাঁর এই নতুন লাইনে হাতেখড়ি কাবুলীওয়ালার ; এবং দ্বিতীয়বার, আসলে বক্সঅফিস সাফল্যের ইতিহাসে অদ্বিতীয় রবীন্দ্রচিত্র 'ক্ষুধিত পাষাণে' সর্বার্থসার্থক বোধোদয়।

সদ্যপরলোকগত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, যাঁর সম্বন্ধে এখন কাউকে কাউকে একথাও বলতে শোনা যাচ্ছে যে তাঁর মধ্যেই না কি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার দীপ্তির অবশেষ উদ্দীপ্ত হয়েছিল [ভাগ্যিস রবীন্দ্রনাথ এবং সুধীন্দ্রনাথ কেউই বেঁচে নেই তাই রক্ষে!], বলেছেন; অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে? ক্ষুধিত পাষাণের অসাধারণ ঐতিহাসিক আর্থিক সাফল্যের প্রতি অন্ধ-অস্বীকৃতিতেও তার উত্তর মিলবে না, এই নিবন্ধের, নিওরিয়ালিস্তিক ছবি বিদেশে করতালি পাওয়ার পরেও কেন স্বদেশে আদৃত হচ্ছে না, —সেই জিজ্ঞাসার। এবং এই জিজ্ঞাসার জবাব চাই-ই; কারণ এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে বাঙলা ছবির ভবিষ্যৎ। বাঙলা ছবি আগামীকালে উত্তীর্ণ হবে না বিগতকালে করবে প্রত্যাবর্তন, —সেই হচ্ছে বর্তমানের একমাত্র সৎ-প্রসঙ্গ। বর্তমান যার সৎ, একমাত্র তারই ভবিষ্যৎ বর্তমান। অতএব চিন্তাশীল পাঠক অবহিত হন; এখন যা বলতে যাচ্ছি শ্রদ্ধাপূবক তা অবধেয়।

অসাধারণ লোক 'ক্ষুধিত পাষাণকে' যতই সাধারণ ছবি বলুন, অসংখ্য সাধারণ লোক যাকে এত অসাধারণ মনে করেছেন তাকে অস্বীকার করা একমাত্র ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে করা ছাড়া আর কিছু করা নয়। সাধারণ লোকদের ক্ষুধিত পাষাণ-কে কেন অসাধারণ মনে হয়েছে সেকথা আলোচনার আগে, অসাধারণদের কেন এ ছবি এত সাধারণ মনে হলো তার সমালোচনা দরকার। সেই অসাধারণ যাঁরা, যাঁরা বিশেষজ্ঞ [বিশেষ অজ্ঞ নয় কিন্তু] তাঁদের প্রধান অভিযোগ এ চিত্র যতই বিচিত্র হোক, হোক যত অপরূপ, রবীন্দ্রকাহিনীর নির্ভেজাল চিত্ররূপ এ নয়; কিছুতেই নয়। এঁদের কেউ কেউ আরও একটু সোচ্চার হয়েছেন; তাঁরা বলেছেন ক্ষুধিত পাষাণের প্রযোজক সেট-সেটিং-এর জন্যে যখন এত খরচা করতে পারলেন তখন গল্পগুচ্ছের যে খণ্ডে ক্ষুধিত পাষাণ আছে তা-ও একখণ্ড পরিচালককে কিনে দেবার ব্যয় বহন করলে তা কিছু গোদের ওপর বিষ ফোড়া হত না; অথবা বোঝার উপর শাকের আঁটি। এই অসাধারণ বক্রোক্তির মধ্যেই

সাধারণদের এছবি কেন এত অসাধারণ ভালো লেগেছে এবং অসাধারণদের কেন মনে হয়েছে সেই একই ছবিকে এত সাধারণ,—তার মীমাংসা আছে।

সে মীমাংসা হচ্ছে এই। রবীন্দ্রনাথকে আগাগোড়া অনুসরণ না করাতেই, একেবারে গোড়া থেকেই সাধারণ লোকে স্ত্রীলোকের অনুসরণ করে এমন গাদায় গাদায় ভীড় করেছে, করছে, এবং করবে এছবি দেখতে। রবীন্দ্রনাথকে অবিকৃত রাখলে এছবি সর্বাধিক-বিক্রীত'র সম্মান পেত না; কিছুতেই পেত না। তখন সাধারণ নয় যারা তাদের সাধারণ ছবির চেয়েও নিকৃষ্ট মনে হত; ফলে অঙ্কুশের ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হতো; এবং আর কিছুই হতো না। তাই হতো কেবল যাতে ক্ষুধিতের পাষাণের পরিচালকের এখন প্রবল অনীহা। ন্যাড়ারাই কেবল বেলতলায় দুবার যায় না,—একথা যে পুরো সত্য নয়, অর্ধসত্য মাত্র; সেকথা সুকেশ পরিচালক এই চিত্রের যিনি ক্ষুধিত পাষাণে সাধারণের ঝুঁটি ধরে অসাধারণ নাড়া দিয়েছেন তিনি আরেকবার প্রমাণ করে দিলেন। তাঁর জয় হোক।

ক্ষুধিত পাষাণ, ক্ষুধিত-পাষাণের পরিচালক ছবি করবার আগে পড়েন নি; এখন অন্ততঃ একবার পড়া উচিত একথা যাঁরা বলেছেন তাঁরা দুষ্ট লোক; তাঁরা ঈর্ষাপ্রণোদিত হয়েই এমন কথা বলেছেন। ক্ষুধিত পাষাণের পরিচালক ক্ষুধিত পাষাণ বেশ কম করে পড়েছেন বলেই ক্ষুধিত পাষাণের চিত্ররূপে ক্ষুধিত পাষাণকে নির্ভেজাল উপস্থিত না করতে দুঃসাহসী হয়েছেন। কারণ ক্ষুধিত পাষাণ যাদের অসাধারণ ভালো লেগেছে সেই সাধারণের যে ক্ষুধিত পাষাণের নাম শোনাই আছে কেবল, ক্ষুধিত পাষাণ পড়া নেই - একথা জেনে তবেই সাহসী হয়েছেন ক্ষুধিত পাষাণ থেকে ক্ষুধিত পাষাণকে বাদ দিতে। এবং এ কাজ এই তাঁর প্রথম নয়। সাধারণ এবং অসাধারণ কোনও দর্শকই কাবুলীওয়ালার বেলায় এ আপত্তি তোলেন নি। অথচ কাবুলীওয়ালায় জেলে থাকাকালীন কাবুলীওয়ালার কাণ্ডকারখানা রবীন্দ্রনাথের

কাবুলীওয়ালায় নেই ; ওই অংশটুকু কাবুলীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ থাকবে কেউ, তাঁর রচনা।

ক্ষুধিত পাষাণ পড়বার আগে কাবুলীওয়ালায় হাত পাকিয়ে তবে ক্ষুধিত পাষাণে হাত দিয়েছেন তিনি। পাষাণের অদ্ভুত ক্ষুধা রূপায়িত করেন নি তিনি ; অদ্ভুতের অপরূপের বদলে ভূতের ছবি করেই অদ্ভুত সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন তিনি। কারণ তিনি জানতেন তিনি সত্যজিৎ নন ; সত্যজিতের ধর্ম আর তাঁর ধর্ম কোনও কালে এক নয়। ওই অপরূপকে ফোটাবার সাধ অনেকের থাকলেও সাধ্য ছিলো যাঁর তাঁর সাধ ছিলো না কেন, —তার উত্তর সত্যজিৎ দিতে পারেন ; আর কারুর পক্ষে তা দিতে যাওয়া সাধে কুলালেও সাধ্যে কুলোবে না ; কিছুতেই না।

এই সত্য মনে রেখেছেন বলেই সত্যজিৎ না হয়েও ক্ষুধিত পাষাণের পরিচালক সার্থক। বঙ্কিমী স্টাইলে বঙ্কিমের লেখা বিষবৃক্ষে, বঙ্কিম তাতে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন, —বঙ্কিমী ফ্যাশান নসীরামের লেখা মনোমোহনের মোহন বাগানে, নসীরাম তাতে বঙ্কিমকে দিয়েছে মাটি করে, —রবীন্দ্রনাথের এ লেখা যে অন্ততঃ মনে রেখেছেন ক্ষুধিত পাষাণ-এর পরিচালক এতেই কাজ দিয়েছে। তিনি সত্যজিতী ফ্যাশানে ক্ষুধিত পাষাণ করেননি যে, এই কারণে তাঁর প্রচেষ্টাকেও ধন্যবাদ। আন্তরিক ধন্যবাদ।

সত্যজিৎ এবং ক্ষুধিত পাষাণের অন্তর্বর্তী আর যারা তারা স্টাইল নয় ; ফ্যাশন মাত্র। তারা হাইফেন। আগামীকাল এবং বিগতকালের মধ্যেকার একটা চিহ্নমাত্র। আগামীকাল এবং বিগতকালের মধ্যে প্রণয় যখন পরিণয়ে উত্তীর্ণ হবে ; সূক্ষ্ম এবং স্থূল যখন সমাসবদ্ধ পদ হবে তখন আজকের যারা আপদ সেই হাইফেন চিহ্ন, -তারা নিশ্চিহ্ন হবে সুনিশ্চিত। তাই তাদের জন্যে করুণা করা ছাড়া আর কি করার আছে ; অথবা অপার করুণার যিনি সিন্ধু তাঁর কানে সেই পুনরাবৃত্তি করা ছাড়া :

এরা জানে না এরা কি করছে ; তুমি এদের ক্ষমা করো ভগবান!

চিঠিপত্রের জঞ্জাল

মালবিকা সেন
[যশোহর : পূর্ব
পাকিস্তান]

অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেসের সংক্ষিপ্ত খবর দিন

১৮৮৫ খ্রীঃ Founded , ১৯৬০ খ্রীঃ—Dumfounded.

উপেন বোস [কালীঘাট]

'A bull in a chinashop', অনুবাদ করে দিন বাঙলায়।

যুনোর মঞ্চে নিকিতা ক্রুশ্চভ।

কালিদাস গুপ্ত [শম্ভু বাবু লেন]

গান্ধী মহাপুরুষ না আপনি ?

গান্ধী হলেন মহাত্মা, আমি—দুরাত্মা !

হেমাংগ রায় [রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট]

বাড়ি, গাড়ি ও শাড়ি এই তিনটি কথা লোকে একসঙ্গে কেন বলে বলুনতো ?

কারণ, ঐ তিনটি যে একটিমাত্র জাতির জন্যেই তৈরী হয়েছে সেই একমাত্র জাতি হলো, "স্ত্রী জাতি" !

কুমারী রচনা রায় [ত্রিপুরা]

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্টেটবাসে ও দুইটাকার নোটের পিছনদিকে বাঘের মুখের প্রতীক চিহ্নের তাৎপর্য্য কি ?

অতি গুরুত্বপূর্ণ। সেই যে কথামালায় পড়েছিলেন : "একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল।"......এ হল সেই বাঘ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যথার্থ প্রতীক !

শ্রীশুভ্রেন্দু মুখোপাধ্যায় [স্কট লেন]

আজকাল কাগজে প্রায় দেখছি অধিকাংশ ছবিই for adults only লেখা থাকে ? আচ্ছা পরিবেশকরা 'adults' বলতে কাদের বোঝাতে চান ?

যারা পয়সা দিয়ে দেখে তারা সবাই adults, যারা 'পাশে' সিনেমা দেখতে চায় পরিবেশকের কাছে শুধু তারাই adult নয় !

সুচিরা রায় [আর জি কর রোড]

'Happiness' কথাটার উল্টো কি হবে ?

Marriage.

অরুণ কুমার ঘোষ [বালীগঞ্জ পার্ক]

নরদেহের অভ্যান্তর (?) দূষিত হলে যেমন খোস, পাঁচড়া প্রভৃতি চর্মরোগ বাহির হয় রাষ্ট্রদেহের অভ্যান্তর (?) দূষিত হলে' তেমনি কি বাহির হয় ?

Deputy Minister, State Minister প্রভৃতি।

শ্রীব্যোমেন বসু [চুঁচুঁড়া]

সত্যকে তো সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হয় কিন্তু মিথ্যাকে কার সংগে তুলনা করা যেতে পারে বলতে পারেন ?

অসূর্য্যম্পশ্যাদের সঙ্গে।

শ্রীশ্যামসুন্দর চট্টোপাধ্যায় [বাটা নগর]

গণিকার পুংলিঙ্গ কি ?

গণক নয় নিশ্চয়ই !

অরুণ ঘোষ [বালীগঞ্জ পার্ক]

যদি আগামী ভারতীয় ক্রিকেট দলের সফরে নেহেরুকে অধিনায়ক করে পাঠান হয় এবং সেই সময়ের জন্যে অমরনাথকে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের [মজাতন্ত্রের] প্রধানমন্ত্রী করা হয়, তাহলে কেমন হয় ?

ভারতীয় মজাতন্ত্রের পেছনে জনসাধারণকে মজাবার জন্যে যে merchant-রা টাকা ঢালছে তারা অসুস্থ হবে রহস্যজনক ভাবে ! আর সেই আগামী ক্রিকেট দলে বাঙালীরা এখনো যেমন স্থান পায় না তখনো তেমনি আশ্রয়চ্যুত হবে।

সবিতা রায় [যাদবপুর]

কাগজে প্রায়ই দেখা যায় প্রতারণার বা ফুসলাইবার অভিযোগে এক ব্যক্তি দণ্ডিত ; মেয়েরা যদি ফুসলায় ছেলেদের তার দণ্ড কি হয় বলুন তো ?

কোন দণ্ড হয় না। সেইসব মেয়েরাই কালে শ্রেষ্ঠ চিত্র-তারকা হয়ে দেখা দেয় !

শ্রীবাদল [কলিকাতা]

চুরি করিয়া জেলে যাওয়া লাভজনক না জেল হইতে আসিয়া চুরি করা লাভজনক ?

লাভ-লোকসান জানি না—প্রথমটা শুধু 'MAN'-এর ; দ্বিতীয়টা Congress-MAN-এর !

গুরু প্রসাদ মুখার্জি [সুরেন ব্যানার্জি রোড]

ঠাসাঠাসি বাসে চলছিলাম সেদিন। হঠাৎ পকেটে হাত পড়ায় ধরে ফেল্লাম লোকটিকে, কিন্তু ও চেঁচিয়ে বলল, না, না আমি গুণ্ডা পকেটমার নই,—আমি কংগ্রেসী।...দেখলাম হ্যাঁ তার মাথা পর্যন্ত কংগ্রেসী পোশাকে মোড়া, ছেড়ে দিতে হলো। বলতে পারেন লোকটি গুণ্ডা, কি কংগ্রেসী ?

লোকটি নেতা অর্থাৎ Peoples' পকেটমার !

কল্পতরু রায় [সুরেশ ব্যানার্জি রোড]

বড় বাজার থেকে কালো বাজার কত দূর

দরিদ্রের নারায়ণ গান্ধীজি বড়লোকের স্মৃতিমন্দির গান্ধীঘাট থেকে আজ যত দূরে, বড়বাজার থেকে কালোবাজার তত কাছে।

শ্রী 'অফুরন্ত' [মেদিনীপুর]

"জীব দিয়েছেন যিনি আহার দিবেন তিনি" তাই যদি হয়, তাহলে ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষে এত লোক না খেতে পেয়ে তিলে তিলে শুকিয়ে মরল কিরূপে ?

ভগবান জীব দেন এবং আহারও দেন কিন্তু মনুষ্য-সমাজের এক অংশ যদি শুধু জিবে-গজা খেতে চায় ত আরেক অংশের জীবেরা না খেয়ে মরবেই!

রমাপতি নাথ [বি. কে. পাল এভেন্যু কলিকাতা]

মায়ের চেয়ে যে বড় তাকে বলে ডাইনী। আপনার বাবার চেয়ে যে বড় তাকে কি বলবেন ?

জীবনবীমার দালাল।

নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় [ভবানীপুর কলিকাতা]

দেবতায় যাদের বিশ্বাস সেই তাদের বলা হয় 'নাস্তিক' আর অপদেবতায় যাদের বিশ্বাস নেই তাদের কি বলবেন ?

কম্যুনিস্ট।

সরোবরে সুশোভিতা নলিনী নস্কর [গার্ডনার লেন কলিকাতা]

একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে 'সুনন্দা' হয় 'নন্দা'; 'সুমিত্রা' হয় 'মিত্রা' কিন্তু আমার নামের সংক্ষিপ্তরূপ আমার সেই ব্যক্তির মুখে (ধরুন আপনিই সেই লোক) কি হয়ে উঠবে বলতে পারেন ?

ভীতা! (যদিও আসলে ভয় পাচ্ছি আমি!)

সুনীল কুমার বসু [গ্রোভ লেন, কলিকাতা]

মেয়েরা যখন বাজার করতে বেরোয় অথচ একটা জিনিষও কেনে নি, 'কি করছে' জিজ্ঞাসা করলে বলে মার্কেটিং করছি। ঠিক ছেলেরাও

এমনি মাছ ধরতে গিয়ে যখন একটাও মাছ ধরতে পারে না, জিজ্ঞেস করলে বলে মাছ ধরছি। এরকম বলাটা কি ভুল নয়?

ভুল যদিও বা হয় তা innocent ভুল! কিন্তু সীতারামিয়া, রাজেন্দ্র প্রসাদ যখন রাজনীতির নামে প্রদেশে প্রদেশে কলহ বাধিয়ে দিয়ে বলেন দেশের সেবা করছি, তারাশঙ্কর—বনফুল যখন 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' কি 'মানদণ্ড' লিখে ভাবেন সাহিত্য সাধনা হচ্ছে, ডিমেলো মার্চেন্ট যখন unsportsman-এর মত কাজ করে বলেন sports-এর জন্যেই তাঁরা সব স্বার্থত্যাগ করে এ কথা বলছেন, জহর গাঙ্গুলী পাহাড়ী সান্যাল যখন একটার পর একটা পাইকিরী কনট্রাক্ট করে শিল্পের সেবা করেন এবং সর্বোপরি দীপ্তেন্দ্র কুমার সান্যাল যখন গুল দিয়ে দু'পয়সা জমাবার চেষ্টাকে বাংলার সংস্কৃতি রক্ষার প্রয়াস বলেন তখন কি তা শুধু ভুল না crime?

নটু মণ্ডল [ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর]

যে পুরুষ চিরদিন শ্বশুর বাড়িতে থাকে তাকে বলা হয় 'ঘরজামাই' কিন্তু যে নারী চিরদিন শ্বশুর বাড়িতে থাকে তাকে কি বলা হবে?

সেকেলে বউ!

জগদীশ নাথ [শিলং]

আচ্ছা, প্রেম জিনিষটা কি?

"Loss of vital energy!"

শ্যামলী [শিলং]

যে ভালবাসে সে প্রেমিক অথবা প্রেমিকা নামে অভিহিতা হয় কিন্তু যাকে কেউ ভালবাসে না, তাকে কি বলা হবে?

নাবালক অথবা বৃদ্ধ!

হৃষিকেশ দাস [কলিন স্ট্রীট]

নারীর অশ্রুজল ও নেহেরু সরকারের প্রতিশ্রুতি এর কোন্‌টি বিশ্বাস্য?

নারীর অশ্রুজলের ক্ষেত্রে গ্লিসারিণ এবং নেহেরু সরকারের প্রতিশ্রুতির

ক্ষেত্রে ইলেকশান্-এ জেতবার আশাকেই বেশী বিশ্বাস্য! তবে নারীর প্রতিশ্রুতি এবং নেহেরু সরকারের অশ্রুজল ?—সে আরও মারাত্মক!

জবারাণী দত্ত [আমহার্স্ট স্ট্রীট]

বাড়ির কেহ মরিলে আমাদের (বাঙালী হিন্দুদের) আনন্দ হওয়া উচিত না দুঃখ হওয়া উচিত? আমি বলছি এই জন্যে যে প্রায় সকল মৃত বাহকদের কণ্ঠ নিঃসৃত "বল হরি হরিবোল" বুলিটি মনে সন্দেহ জাগায়?

জানি না। তবে 'বল হরি বোল' শুনে যারা মড়া বয়ে নিয়ে যায় ইচ্ছে করে তাদেরকেই আগে চিতায় তুলে দিই—নাহলে মড়াও মরে শান্তি পাবে না।

বি. রায় [বালীগঞ্জ]

আচ্ছা বলুন তো বাপ্‌কা বেটা, সিপাহীকা ঘোড়া আর সম্পাদক্‌কা কি?

বাপ্‌কা বেটা, সিপাহীকা ঘোড়া, সম্পাদককা ass(istant) কুছ নেই তো থোড়া থোড়া, সাবাস! সাবাস!

শ্রী জ্যোতির্ময় [শিলং]

আপনার এক চিঠিতে দেখলাম যে, লেডী মিরাণ্ডা হোষ্টেল মোটেই বিক্রী হচ্ছে না? কাজেই একখানা বই আমাকে পাঠাইয়া দিবেন পড়িয়া যদি ভাল লাগে তবে দাম পাঠাইব।

এ্যাঁ?—কোনও কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা যার কন্যার বিবাহ হচ্ছে না বলে আপনি জানেন, তাঁকেও কি আপনি অনুরোধ করেন নাকি—যে আপনার কন্যাকে পাঠিয়ে দিন। ভালো লাগলে বিবাহ করিব।

মণ্টু মজুমদার ['লেক ভিউ' আসানসোল]

কোনও লেখকের ভাল বইকে আমরা সাধারণতঃ "Master Piece" বলে থাকি, লেখিকার বেলায় কি "Mistress Piece" বলব?

কোনও লেখিকার হাত দিয়ে কখনও ভাল লেখা বেরোয় না।

শ্রীঅমল দত্ত [লোয়ার রডন স্ট্রীট]

কোন মেয়েকে বিয়ে করলে তার খাওয়া, পরা, থাকার সব খরচই দিতে হয় ? প্রতিদানে কি পাওয়া যায় বলতে পারেন ?

মধ্যবিত্ত ঘরের হলে, ঝি—এবং ঠাকুরের কাজ এবং সভ্যতার আদিমতম কামনা মেটাবার যন্ত্র ! এবং স্ত্রীরা প্রতিদানে কি পায় জানেন, শরীর ভেঙ্গে পড়লেও প্রতিবছর একটি সন্তান. কখনও কখনও লজ্জাকর রোগ, আবার কখনও কখনও জোচ্চর বা খুনে স্বামীর স্ত্রী হওয়ার দুঃসহ সম্মান।

শ্রী কনক কুমার চক্রবর্তী [বালীগঞ্জ]

স্ত্রী-হীন গৃহকে এক কথায় কি বলা যায় ?

স্বর্গ !

রামানুজ ব্যাণ্ড্যা [কলকাতা ২৫]

আপনাদেব দৃষ্টিভঙ্গি শুরু থেকেই লক্ষ্য করছিলুম সাহিত্য-সমালোচনা জগতে নতুন কিছুর সম্ভাবনাও আশা করা গেছলো কিন্তু এখন দেখছি সবই "ঝুট্" ?……

আপনি কি ববি ঠাকুরের ক্ষুধিত পাষাণের সেই পাগলা মেহের আলি ?

লাবণ্য মজুমদার [ডিব্রুগড়]

আপনি কি ?

ব্রহ্ম !

কুমারী শুভ্রা দাস [৩৩, রোজ মেরী লেন। পোঃ হাওড়া, হাওড়া]

এবারে ফুটবল লীগ কথাটা মানায় না। লীগের বদলে ফুটবল কংগ্রেস হলে কেমন হয় ?

খুব ভাল হয়। ফুটবল কমিটির চুরি. জোচ্চুরি, পার্শিয়ালিটি আইনকানুন তৈরী এবং একই সঙ্গে ভঙ্গ করার একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় যদি 'কংগ্রেস' কথাটা ফুটবলের সঙ্গে যোগ করেন !

শ্রীভূপেন্দ্র মজুমদার [ডিব্রুগড়, আসাম]

যে স্ত্রীলোকের স্বামী জীবিত তার নাম তো সধবা কিন্তু যে পুরুষের স্ত্রী জীবিত তার নাম ?

'ওগো শুনছো' ?—বাঙলায় , 'Domestic Animal'—ইংরাজীতে।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ গুহ [হাওড়া]

ছেলে বয়সে পাকামি করলে বলা হয় 'অকাল পক্কতা' আর বুড়ো বয়সে চ্যাংড়ামি করলে তাকে কি বলা যায় ?

"মাননীয় মন্ত্রীর বেতার ভাষণ"।

বিয়ে বাড়ির অকারণ ব্যস্তবাগীষতার সংগে কিসের তুলনা করা যেতে পারে ? -

কলকাতা পুলিসের রাস্তায় ভীড় সরাবার জন্য 'আকুল উদ্বেগের, সংগে।

শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় [নদীয়া]

একদিকে নিরন্নের শোভাযাত্রা, অন্যদিকে খাদ্যের অপচয়,– এ করে বন্ধ হবে বলতে পারেন ?

যতদিন আপনাদের তৈরী এই একচোখো সমাজ ভেঙ্গে না পড়ে। যে একচোখো সমাজের একটিমাত্র চোখ বড়লোকদের স্বার্থরক্ষার দিকে, যে নুলো সমাজের একটি হাত আছে বড়লোকদের আশীর্বাদ বিতরণের জন্য! আর যে খোঁড়া সমাজের একটি মাত্র পা আছে—গরীবদের পদাঘাত করবার জন্যে।

বিধান চন্দ্র সেন [লাউডন্ স্ট্রীট]

দেশের জন্য যারা হেলায় প্রাণ দেয় তাদের চেয়ে বড় শহীদ আর কে আছে ?

কেন ? ফুটবল রেফারী। শহীদেরা তো মরে বেঁচে যায়—এরা বেঁচে থেকেই মারা পড়ে—প্রায় আধমরা হয়ে পুলিস পাহারায় ঘরে ফেরে—কাগজ পড়েন না ?

কানাই লাল ঘোষ [চন্দন নগর]

ইউনিভারসিটিতে কি আজকাল ভাগ্য পরীক্ষা হচ্ছে না According to Merit পাশ করানো হচ্ছে ?

According to Merit of Parents ?

জয়দেব বড়াল [শিবপুর, হাওড়া]

'বটতলা' একটা প্রেসের নাম না কি কোনো প্রকাশকের নাম ?

ভালো লেখকদের খ্যাতির উচ্চতম শিখরে উঠে যা পয়সার তাগিদে লিখতে হয় তাকেই বলে 'বটতলার' নাটক গল্প উপন্যাস !

শ্রীকালাপাহাড় শর্মা [আসাম]

বোরখা পরা স্ত্রীলোক দেখে আপনার কি মনের ভাব হয় ?

প্যাঁচার কথা মনে পড়ে যায়—আলো সহ্য হয় না যাদের !

শ্রীমণিদীপা বন্দ্যোপাধ্যায় [কলিকাতা]

"A little learning is a dangerous thing"—বিশ্বাস করেন।

না ; বরং বিশ্বাস করি A little earning is a dangerous thing.

রামহরি, সত্যহরি দে [বকুল বাগান]

আপনি কি বলবেন যে ভগবানকে ডাক্‌লে তিনি কথা শোনেন ?

শোনেন তবে অর্ধেক ! ধরুন আপনি সন্তবিবাহিত, স্ত্রীর সংগে একটু গাড়িতে ঘুরবেন, কিন্তু আপনার গাড়ি নেই। ভগবানের কাছে খুব কম করেই একখান Baby Austin চাইলেন, ভগবান আপনার প্রার্থনা অর্ধেক পূরণ করবার জন্যে Baby Austin এর অর্ধেক আপনার স্ত্রীর কোল জোড়া একটি Baby দিলেন তখন ? আরো খরচান্ত এবং আরো বড় গাড়ির প্রার্থনা না হ'লে তখন আর··· ।

ত্রিলোচন দে সরকার [নদীয়া]

Courtship কথাটার মানে কি আমায় বলবেন।

বিবাহ করতে প্রস্তুত দুটি নরনারীর বিবাহের পূর্বের প্রেম-প্রেম খেলা ; যেমন মামলা করতে প্রস্তুত এ্যাটর্নী-মক্কেলের মামলার পূর্বের প্রেম-প্রেম খেলাকে বলা হয় High Courtship ?

নন্দিতা সমাদ্দার [কলিকাতা]

আজকের ভারতবর্ষে পলিটিক্সের হ য ব র ল কে সৃষ্টি করলে ?

জবহরলালকে জিজ্ঞাসা করুন।

শুদ্ধ স্মৃতি শর্মা [কলিকাতা]

যারা পণ্ডিত হয়েও মুর্খ, তাদের বলি পণ্ডিত-মূর্খ; কিন্তু যারা শিক্ষিত হয়েও অন্ধ তাদের কী বলবো?

Proof-Reader ?

কল্পনা রায় [৭।এ রামময় রোড]

ডাকাত মোক্তার এর সংমিশ্রণেই কি ডাক্তারের উৎপত্তি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, যেমন ঘোষ এবং সরখেল একত্র হওয়া মানেই একটি ঘোড়েল পরিস্থিতি!

শ্রীদীপ নারায়ণ দত্ত [ঢাকুরিয়া]

প্রায় সব ছবিতেই দেখি, নায়িকা হয়ত দোতলার ঘরে গান গাইছে, আর নায়ক তা শুনতে পেয়ে কাউকে কিছু না বলে হড়বড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলো। ব্যস্ সঙ্গে সঙ্গেই গান, ইসারা, অভিমান, বিচ্ছেদ মিলন।...এ সব ব্যাপারে নায়িকাদের বাবারা কোনও আপত্তি করে না। ছায়াছবির সঙ্গে বাস্তবের মিল থাকা দরকার ত? কিন্তু কৈ?

নায়িকার ছবিতে দেখানো বাবারা আপত্তি না করার জন্য প্রতিদিন কত টাকা পায় জানেন?

শ্রীসখেরা [পাটনা]

ফিল্ম স্টুডিওর মধ্যে বা তারকা জগতে কোনও প্রকার জাতি বিচার বা জাতি ভেদ প্রথা আছে কি?

আছে; সেখানেও "স্ত্রী"-জাতিরই সর্বপ্রকার সুবিধা।

শ্রীগোবিন্দলাল ঘোষাল [সাতগাছিয়া, বর্ধমান]

প্রত্যেক স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে স্টেশনের নাম লেখা থাকে।...হাওড়া স্টেশনে কোথাও নাম লেখা নাই। কারণটা কি দয়া করে জানাবেন?

'কেওড়াতলা বার্নিং ঘাট' লেখা না থাকলে কি ওখানে মৃতদেহ পোড়াতে কোন অসুবিধে হত?

পরিতোষ সাধু খাঁ [জগুবাবুর বাজার]

পটলের দাম কত হয়েছে জানেন ?

না, তবে শুনেছি যা দাম তাতে পটল কেনার চেয়ে মধ্যবিত্ত ঘরের পক্ষে পটল তোলাই এখন শ্রেয়।

নিদাঘ রায় [চুঁচুড়া]

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া আর উদ্বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মধ্যে পার্থক্য কি ?

গঙ্গায় স্নান করতে যাওয়া আর গঙ্গাযাত্রার মধ্যে যে-পার্থক্য। ট্রামে করে নিমতলা গিয়ে ঘুরে আসা আর চারজনের কাঁধে চেপে নিমতলায় গিয়ে ফিরে না আসার মধ্যে যে-পার্থক্য। গোগিয়া পাশার ম্যাজিক-টাকা আর গভর্ণমেণ্টের আসল টাকার মধ্যে যা তফাৎ।

কমল কুমার চক্রবর্তী [বালীগঞ্জ]

ইন্দ্রকে যিনি জয় করেছেন, তিনি হচ্ছেন ইন্দ্রজিৎ! আর নারীকে যিনি জয় করিয়াছেন তিনি হচ্ছেন কি ?

গয়নার ক্যাটলগ্।

শ্রীসমর বসু [বেহালা]

যদি কাহাকেও ন্যাড়া করে এবং গোঁফ কামিয়ে দিয়ে কেবলমাত্র মাথার পিছন দিক হইতে মাথার অর্ধেকটা পর্য্যন্ত পরচুলা পরিয়ে দিয়ে এবং লম্বা একটা টিকি করে দিলেই কি সে 'বিদ্যাসাগর' হয় ?

শুধু হয় না—আসল বিদ্যাসাগরকে বাঁচার জন্যে যে Struggle করতে হয়েছিল নকল বিদ্যাসাগর ছবিতে সেইটে দেখাবার জন্যে কত টাকা পায় জানেন ?

ন্যাড়াহাবড়া পোদ্দার (শ্যামবাজার)

অনুবাদ করুণ Even thieves have confidence among themselves.

কংগ্রেসীদের মধ্যেও এক জায়গায় ঐক্য আছে।

শ্রীঅমরনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (বহুবাজার)

পুরুষেরা যদি বারবার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় আর মেয়েরা যদি বারবার বরপক্ষ তরফ থেকে অপছন্দ হতে থাকে তখন উভয়ের যে মনের অবস্থা হয় সে সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত ?

তখন পুরুষেরা ভাবতে থাকে পরীক্ষায় পাশ না করেও রবীন্দ্রনাথ কত বড কবি হয়েছেন, শ কত বড নাট্যকার! আর মেয়েরা ভাবে কেন সব মেয়েই পুরুষের ক্রীতদাসী হবে ? সব মেয়েই যে বিয়ের জন্যে পাগল নয় তার প্রমাণ হল তারাই ! (এই কথা সগর্বে ঘোষণা করে আইবুড়ীরা)

চক্রবর্তী শ্যামশংকর (উত্তর পাড়া)

ব্যবহারের পক্ষে তোয়ালে ভাল না গামছা ?

গামছা , কারণ তোয়ালে শুধু স্নানের সময় ব্যবহার্য, কিন্তু গামছা স্নানের সময়ে ছাডাও, পাওনা টাকা আদায়ের সময় ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির গলাতেও দেওয়া চলে।

শ্রীকমল দে (বোল্যাণ্ড রোড)

জীবনে সত্যিকারের সুখী কে ?

যার বাড়িতে টেলিফোন নেই ?

রাধামোহন গাংগুলি (রিচি রোড)

মানুষের জীবনের চেয়ে অনিশ্চিৎ আর কি হতে পারে ?

কেন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড।

ভারতবর্ষের লোকেদের স্বাস্থ্য এত খারাপ কেন ?

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর চেহারা দেখেছেন কি ?—তাহলে বুঝতে পারবেন।

ভজগোবিন্দ সরখেল (নৈহাটী)

'তালা' প্রথম কে আবিষ্কার করে ?

সন্দেহ !

সুধীর কুমার বড়ুয়া (ঠাকুরদাস পালিত লেন)

"Habit is the second nature of man", first nature-টা কি ?

"HAVE IT" সৃষ্টির প্রথম বাণী : সংগ্রাম করে করায়ত্ত কর ?

শ্রীদীননাথ চট্টোপাধ্যায় (রাধা নগর)

যারা মদ খায় তাবা মাতাল, কিন্তু যারা নারীমদে মত্ত তাদের কি বলে ?

চিরকুমাব।

নকুল শংখনিধি (কায়স্থ পাড়া রোড)

আপনার এখন ঘাড়ে হাত দেয়নি কেউ ? একবাবও ?

একবাব কি বলছেন ?—একাধিক বার দিয়েছে—আমার নাপিত !

শেখরেশ দাস (গোয়াল পাড়া)

ঘাস খেলেই কি গরুর মতো বুদ্ধি হবে বলে আপনার মনে হয় ?

তা কেন হবে ?—আপনার কি মনে হয় দেশের নানান গুরুত্বপূর্ণ পদে যাঁরা বসে আছেন—তাঁদেব মধ্যে কেউ কেউ শুধু ঘাস খায় ? গরুব মতো বুদ্ধি ঘাস না খেয়েও যে হতে পারে এটাই কি তাবা প্রমাণ করে না ?

সজীব সেন (ডিগ্‌বয়)

চিঠিপত্রের জঞ্জাল যিনি সাফ্‌ করেন তিনি কি ঝাড়ুদার ?

'ঠাকুব' যাঁদেব পদবী—তাঁবা কি সকলেই লোকের বাড়ি রান্না করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

সত্যেন ঘোষ (কসবা)

এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ থেকে মাসে কটা লোকের চাকরী হয় বলতে পারেন ?

যে কটা লোকের অন্নসংস্থান এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে না গেলে হয়ত আরও একটু তাডাতাডি হত।

শ্রীভবেন্দ্র কুমার মজুমদার (নদীয়া)

ছেলে যদি নিজে মেয়ে দেখে বিয়ে করতে চায় সেটা আপনি সমর্থন করেন না বাবা যদি মেয়ে দেখে ছেলেদের বিয়ে দিতে চান সেটাকে আপনি সমর্থন করেন ? কেন ?

ছেলেরা এবং ছেলেদের বাবারা মেয়ে দেখেছেন, আলু পটলের মত টিপে টিপে, দর যাচিয়ে ঘেঁটেঘুঁটে অনেকদিন ধরে, এখন আমার মতে মেয়েদের এবং মেয়েদের বাবাদেরই দেখা উচিত ছেলেদের, ঠিক মাছের মত দর করে পণের টাকা ছেলের বাবার কাছ থেকে আদায় করে তবে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ করা দরকার। কেন আমার এ-মত। যদি জিজ্ঞেস করেন ত বলব এই সব মত আমি এখন নিশ্চিন্তে জাহির করে বেড়াই কারণ আমার বিয়ে এ মত চালু হবার আগেই হয়ে গেছে!

শ্রীকান্ত (আসানসোল)

শরৎবাবু বিধবা বিবাহের সমর্থন করতেন অন্ততঃ বাল-বিধবা বলেই সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা তার উপন্যাসের ভেতর দিয়ে করেছিলেন। শরৎবাবুর যতগুলো বই পড়লাম প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখেছি যে বিধবা যুবতীর সঙ্গে যুবকের প্রেম বা ভালবাসার স্রোত তিনি অনেকদূর টেনে নিয়ে গেছেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মিলনটা সম্ভব হয় নি। হয়তো যুবতীকে এ মত থেকে বাঁকিয়ে বসিয়েছেন নয়তো অন্য কোন কারণে মিলনটা বাধা দিয়েছেন। কেন বলতে পারেন?

শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী প্রায়ই বলতেন, "শরৎচন্দ্র অত্যন্ত কুড়ে লেখক ছিলেন—বেশি তাড়াতাড়ি লিখতে পারতেন না।" আমার মনে হয় রাধারাণী দেবীর কথা সত্য। এবং দীর্ঘসূত্রী বলে বিধবার সঙ্গে যুবকের প্রণয় থেকে পরিণয় অবধি গড়াতে প্রায় যুবতীর বৃদ্ধা হয়ে পড়বার সময় এসে যেত এবং তখন আর…

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"মানুষের সঙ্গে মানুষের মিল নিয়েই বিয়ে" —কিন্তু এটা আমাদের সমাজ কেন মান্‌তে চায় না?

যেহেতু রবি ঠাকুরের অনেক আগেই সমাজ দেখেছে যে মেয়েদের মন বলে কিছু নেই দেহ ছাড়া। তাই তারা বলেছে বিয়ে হচ্ছে মানুষের মনের সঙ্গে মেয়ে মানুষের দেহ এই দুই নিয়েই অর্থাৎ মনের গরমিল এবং দেহের মিলে।

যে স্ত্রীলোক প্রিয় বাক্য বলেন তিনি প্রিয়ংবদা। আর যিনি রূঢ় বাক্য বলেন তিনি কি?

টেলিফোন গার্ল।

আপনার কাছ থেকে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া দুরাশা...

খুবই সম্ভব, কারণ আমি ফাঁসীর আসামী নই—আপনিও কিছু ব্যারিস্টার নন যে যা জিজ্ঞেস করবেন তারই উত্তর দিতে হবে, এমন কি আপনাদের প্রিয় প্রশ্ন : গরুর কেন চার পা—তারও (যার উত্তর না দিয়ে আপনাদের সামনে একখানা আয়না ধরলেই চলে যাবে। বুঝতে পারবেন সব গরুরই চার পা নয়)

শ্রীমণিমোহন গুপ্ত (হাওড়া)

ফর্সা লোককে সবাই পছন্দ করেন। কালোকে কেউ পছন্দ করেন না। ইহাদের জন্মের জন্য দায়ী কে?

জন্মের জন্য যেই দায়ী হোক্, পৃথিবী জুড়ে কালোর লাঞ্ছনার জন্যে দায়ী বেশী কালো লোকেরাই। কালোকায় লোকেরা শ্বেতকায়ের পায়ের কাছে পড়ে থাকতে রাজী থাকতো তবুও কালো লোককে বুকে টেনে নিতে শাস্ত্রের বিধান প্রয়োজন হত এই সেদিনও। এখনও কালো বাবা মা সন্তান কালো হলে বিশেষতঃ মেয়ে-সন্তানের বেলায় মাথায় হাত দিয়ে বসে।

শ্রীগদাধর ঘোষ (চুঁচুড়া)

আট মাসের ছেলে যে হয় তাকে আটাশে, বলে ৯ মাসের ছেলেকে কি বলে?

Punctual! (আসলে দশ মাস দশ দিন নয় ডাক্তারী মতে গর্ভধারণের পুরো সময় হচ্ছে ৯ মাস ১০ দিন)

জি. এম. (বাসন্তীতলা, মেদিনীপুর)

জনৈক লেখক তার একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, "মেয়েরা অল্প কারণে কাঁদিতে জানে এবং বিনা কারণে হাসিতে পারে।" এ সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?

লেখককে ধন্যবাদ, আরেকটু যদি যোগ করতেন, "এবং সহস্র কারণ সত্ত্বেও কখনো গম্ভীর হইতে শিখে না।"

সম্বরণ রায় (বহুবাজার)

ঘোড়ারা যেখানে একত্র সে জায়গার নাম হলো Stable! খচ্চররা?

(Special) Constable!

শ্রীবারীন্দ্র নাথ দাস (বালীগঞ্জ প্লেস)

বন্ধুবর কথাটা যদি হয় তো বান্ধবীবধূ হবে না কেন ?

"Some Rakshit"-এর বাংলা হল জনৈক রক্ষিত কিন্তু ওই Some যদি মেয়েছেলে হয় ত তাকে কি বলবো জনৈকা রক্ষিতা ?

মৃণাল মজুমদার (ডিব্রুগড়)

ভূতে পাওয়া কাকে বলে ?

ফিল্মস্টারের হঠাৎ ফিল্মডিরেক্টর হওয়ার বাসনাকে ; এডুকেশনিস্টের হঠাৎ পলিটিক্সে যোগদান করাকে ; বিখ্যাত কবির চিত্রকর হওয়ার প্রচেষ্টাকে !

একজন বেকার শিক্ষিত যুবকের সাথে কার তুলনা হতে পারে ?

তালা দেওয়া টাকার বাক্সের চাবি না থাকার সঙ্গে !

যারা জেগে ঘুমোয় তারা জ্ঞানপাপী যারা ঘুমিয়ে জাগে তারা কি ?

মানুষের নাক !

শালীভজন বড়ুয়া (ডুমডুমা)

বৌ-এর সুবাদে শালীর সহিত নির্দোষ প্রেম-কে কি বলবেন ?

Dearness Allowance !

কুমারী রচনা রায়

আমরা নামের আগে কুমারী লিখি কেন ?

সেইটাই আমার প্রশ্ন !

মানসী দে (কাটিহার)

মানুষ ছাড়া আর কারুর 'আত্মা' আছে ?

কেন ? জুতোর সোল ; (বেশীই আছে, জুতোর হাফ্‌সোলও)

কল্যাণ দাশ (হিন্দুস্থান রোড, কলিকাতা)

ছেলেদের পক্ষে মেয়েদের কাছে attractive হবার উপায় কি ?

কোন স্টুডিয়োর অভিনেত্রী রিক্রুটারের পদে আসীন হওয়া !

আচ্ছা ছেলেরা কেন শিস দেয় আর মেয়েরা কেন দেয়না বলতে পারেন ?

শিসের সঙ্গে সিগারেটের একটা অঙ্গাঙ্গী অর্থাৎ তালা-চাবি বা রুটি-মাখন সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ ছেলেরা সিগারেট খায় এবং শিস দেয়। মেয়েরা সিগারেট খায় না এবং শিসও দেয় না। যে-সব মেয়েরা সিগারেট খায়, দেখবেন তারা শিস দেয়।

সুধীর কুমার ঘোষ (লিডু, আসাম)

দুশো টাকার থেকে দেড়শ সাড়ে উনপঞ্চাশ টাকা আট আনা বাদ দিলে কত অবশিষ্ট থাকে ?

আপনার Purse !

শ্রীশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় [গৌর দে লেন]

প্রতি দশ বৎসর অন্তর যে লোক গণনা করা হয়, তাহাতে কি ভিখিরীদেরও গণনা করা হয় না তাদের সংখ্যা বাদ দিয়ে লোক সংখ্যা প্রকাশ করা হয়।

গণনা কবা হয। বাঙালীদের ত কই গণনা থেকে বাদ দেওয়া হয় বলে শুনিনি।

অরুণ দাশগুপ্ত [দার্জিলিং]

যে পুরুষের গোঁফ দাড়ি নেই তাকে দুষ্ট লোকে বলে মাকুন্দ······ কিন্তু যে মহিলার গোঁফের রেখা বেশ সুস্পষ্ট বা দু-চারটে দাড়ি chinaman এর মত বিলম্বিত তাকে কি বলা যেতে পারে ?

নর-সুন্দর মিত্র। নরসুন্দর মানে নাপিত। অর্থাৎ নাপিত-বন্ধু। নাপিতের এরা রোজগার বাডাবার পথ করছে ক্রমশঃ।

শ্রীলছমন সিংহ [সিংহগড়]

শ্রীমতী কাননদেবীকে যদি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী করিয়া দেওয়া হয় তাহলে কংগ্রেসী দলাদলিটা কিছু কম হতে পারে বলেই আমি মনে করি। আপনি কি মনে করেন ?

আমি মনে করি কাননবালার সে যোগ্যতা নেই কারণ তিনি যত বড়ই হন কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে একজনকে দেশের জনতার সংগে যে জোচ্চুরি,

ভণ্ডামি, কুমীর ক্রন্দনের ভাববিলাস করতে হয় অভিনয়ে কাননবালাও অতটা পারবেন কিনা সন্দেহ !

গুরুগজানন [কলিকাতা]

যিনি নিজেব মনের কথা অপরের মুখ দিয়ে বলান তাঁকে এক কথায় কি বলে ?

সিনেমার ডিরেক্টর

চিঠিতে কম টিকিট থাকলে প্রায় ডবল আদায় করে নেয় ! কিন্তু বেশী থাকলে ফেরৎ দেয় না ? বেশ মজা।

আপনার তিনবছবের জাযগায় পাঁচ বছর জেল হলে এ্যাপীল করেন। দশ বছর জেল খাটবাব যার কথা, কোনও কারণে তাব যদি পাঁচ বছর পূর্ণ না হতেই মুক্তি হয়, তাতে কি আব বাকী পাঁচ বছব জেল খাটবার জন্যে সে কর্তৃপক্ষকে সাধাসাধি করে ?

শ্রীসুহাস কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় [শিবপুর, হাওড়া]

নারীর বিকাশ মাতৃত্বে, পুরুষের...... ?

হাওয়াইয়ান্ সার্টে।

দরিদ্র স্বপ্ন দেখে অর্থেব, কেবাণী উচ্চদবেব অধিকর্তার, প্রধান মন্ত্রী কিসের ?

বয়স না বাডার কিম্বা ইলেকশন্ পিছিয়ে যাবাব !

সবিৎ তোকদাব [রিপন হস্টেল, হ্যাবিসন বোড]

Love and cough cannot be hidden—কথাটার বাংলা কি হবে ?

বাংলা ছবির দৈর্ঘ্য ধাবো হাজার ফিটের কম হওয়া সম্ভব নয় !

বীরেন্দ্র নাথ রায় [পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা]

Saleswoman রাখলে দোকানে বিক্রী বাড়ে না কমে ?

দর্শক বাড়ে, খদ্দের কমে !

জীবন রায় [কলিকাতা]

প্রেমিক প্রেমিকাকে দেয় কি আব বিনিময়েই বা পায় কি ?

দেয় বাপ-মার অমতে পালিয়ে যাবার মন্ত্রণা আর পায় প্রেমিকার সঙ্গে অন্যলোকের শুভবিবাহের নিমন্ত্রণ লিপি ?

স্বরুচিপাত্র [কলিকাতা]

……আর যদি ঠিকানা নিয়ে আমার বাড়িতে আসেন, তবে বুলডগ্ আর পাড়ার ছেলেদের লেলিয়ে দেবো—বুঝেছেন।

বুঝেছি কিন্তু আপনি থাকতে আবার বুলডগ্‌কে বিরক্ত করা কেন ?

শ্রীরতীশ চন্দ্র সাহা [পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা]

দেশের প্রধান প্রধান নায়কদের মাথায় টাক পড়ার কারণ কি ? টাকার চিন্তা না দেশের চিন্তা—কোনটা ?

কোনটাই নয়। যথেষ্ট পরচুলার অভাবই এব কারণ ?

শীত হইতে আত্মরক্ষা করবার জন্য গরীবদের সহজলভ্য উপাদান কি ?

'শীতে উপেক্ষিতা' পড়া।

রামলাল পাকড়াসী [হরিদ্বার]

ঘুন জিনিষটা কি ?

একরকম পোকা যা কাঠে আর সরকাবী মাথায় খুব সহজে ধরে।

স. না. ভৌ [গোলবাজার, খড়্গপুর]

লাক্স কি সত্যিই চিত্রতারকাদেব প্রিয় সাবান ?

হঁ্যা। জলযোগেব পযোধি ছিল যেমন রবিবাবুর প্রিয় পানীয়।

জীবনের নানা ক্ষেত্রে মেয়েরা যে সব সুবিধা পায় তার বিরুদ্ধে আন্দোলন কবে হবে ?

আপনি বলছেন স্বামী মারা গেলে মাসে একবার করে না খাওয়ার সুবিধা, সারাদিন ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকার সুবিধা, প্রতিবৎসর একটি করে রুগ্ন সন্তানের জন্ম দিয়ে তাডাতাডি বৃদ্ধ হয়ে পডবার সুবিধা—এর বিরুদ্ধে সত্যিই আন্দোলন হওয়া উচিত—তাই নয় কি ?

দীনেশ দাস [ভবানীপুর, কলিকাতা]

আধুনিকাদের তীর্থ স্থান কোথায় ?

সতীর্থদেব মধ্যেই কোথাও হবে।

শ্রীহরেন দাস ঠাকুর [রামকৃষ্ণ পার্করো, কলিকাতা]

বেকার যুবকদের স্থান কোথায় ?

দাঙ্গা বাঁধলে কি পাড়ায় কোনও গোলমাল হলে যারা চাকরী করে তাদের যাতে সুখনিদ্রার ব্যাঘাত না হয় তাই পাড়া পাহারা দেওয়ার জন্যে তাদেব স্থান সর্বাগ্রে। কাজ উদ্ধাব হয়ে গেলে বেকারদের স্থান সম্বন্ধে কেউ ভাবে না। (হ্যাঁ, ভালো কথা, আমার এখানে কোনও স্থান চান্ না তো ?—দেখবেন দাদা !)

শ্রীজয়া ভট্টাচার্য [স্বর্ণময়ী রোড, কলিকাতা]

আইন কি ?

বে-আইনি কাজ করবার জন্যে যা জানা দরকাব।

অন্ধের নিকট মৃত্যু কেমন ?

বধিরের নিকট বিবাহ বাদ্য যেমন।

শ্রীপ্রদীপ কুমাব কাহালী [কর্ণেল বিশ্বাস বোড, কলিকাতা]

যাদের বাড়িতে আইবুড়ো মেয়ে সে বাড়ির মেয়ের দাদার বিয়ে হয়ে গেলে বৌদির সাথে ঠাকুর ঝির কি সম্বন্ধ ?

শিক্ষয়িত্রী-ছাত্রীব সম্পর্ক ! অনভিজ্ঞ একজনকে প্রথম-অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত একজনের পোক্ত করে তোলা।

খেলার—Definition কি ?

ফুটবল হলে যাতে রেফারী ঠেঙানি খায়, ক্রিকেট হলে যাতে ভালো খেলার অপরাধে মুস্তাক আলি বাদ যান্, টেনিস হলে যাতে টিকিটের দাম পঞ্চাশ টাকা, বিলিয়ার্ড হলে যাতে লজ্জিত না হয়ে মদ খাওয়া চলে সংগে সংগেই ! এবং পঙ্কজ গুপ্ত যাব সংগে কোন কোন ভাবে জড়িত নন, তা কোনো খেলাই নয়।

একজন পাঠিকা [রাঁচী]

যারা মদ খায় তারা মাতাল, কিন্তু যারা মদ খায় না তাদের কি বলা যেতে পারে ?

মদের দোকানের মালিক।

পরিতোষ দত্ত [ইমাম বাজার লেন, হুগলী]

বলতে পারেন 'বেতার জগতের' অধিবাসী কারা ?

ধোবাব ঘরে থাকলে কাপড বইতে হোত ; রাঁচীতে থাকলে যারা অনায়াসে সবকারের খরচায় থাকতে পারতেন। আলীপুরে থাকলে যাদের দেখবার জন্য আমাদের এক আনা (অধুনা বেশী) করে টিকিট কাটতে হোত !

শ্রীনীরেন্দ্র নাথ গুহ [হাওড়া]

কালো বাজারেব দৌলতে মাঝে মাঝে বস্ত্রাদি যে বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়—এ বস্ত্র হরণের সঙ্গে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ কিম্বা আমাদের কেষ্ট ঠাকুরের গোপিনীদের বস্ত্রহরণের কোনরূপ মিল খুঁজে পাওয়া যায় কিনা ?

না। দুঃশাসন বা শ্রীকৃষ্ণ অন্তত pervert ছিলেন না বলেই পড়েছি। এরা ত বেটা ছেলেব গায়েও কিছু বাখতে দিতে নারাজ !

শ্রীপান্নালাল দাস [রামমোহন দত্ত রোড]

সন্ন্যাসীরা বলেন যে বেশী কথা বললে আয়ু কমে যায় আপনি কি বলেন ?

সন্ন্যাসীদের মধ্যে জহরলালেব খ্যাতি কি এখনও অনুপস্থিত ?

সুব্রত গুপ্ত [খড়গপুব]

যে সাপ খেলিয়ে জীবিকা অর্জন করে তাকে বলি সাপুড়ে। কিন্তু যে লোক খেলিয়ে জীবিকা অর্জন করে তাকে কি বলবো ?

'স্ত্রী'—লোক

একজন বৈষ্ণব আর একজন তান্ত্রিক ; দুই-এর মাঝে কি ?

কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভক্ত !

এন রায় [ডিব্রুগড়]

শ্বশুর বাড়ি কথা যদি হয় তবে শ্বাশুড়ী বাড়ি হবে না কেন ?

আপনি বলছেন, Prime Minister, Deputy Prime Minister-এর মতো দেশে যখন এত লুঠতবাজ হত্যা, ধর্ষণ, ডাকাতি হচ্ছে তখন Crime

Minister, Deputy Crime Minister হবে না কেন? কিন্তু ক্রাইমের জন্য আলাদা মিনিস্ট্রি হলে এখানকার মন্ত্রীরা কি করবে?

তিন কড়ি নন্দী [বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ হস্টেল]

বর্তমানে আমাদের জাতীয় সরকার রেশনে গম দিয়ে বলছেন যে ভাঙ্গিয়ে খেতে। এতে যে সুখ পাওয়া যাচ্ছে তাত বুঝতেই পাচ্ছেন। এরপর যদি বলেন 'ধান দিচ্ছি ভানিয়ে খাও' —তাহলে কি রকম সুখ পাওয়া যাবে বলুনতো?

শিবের গীত—এই শীতে যেমন সুখ দেয়!!

ভ্রমর কুমার ব্যানার্জী [ঘুঘুভাঙ্গা]

"আকাশেতে ধায় বথ, ভূতলে সারথী"—এমন রথখানা কি বলতে পারেন?

ঘুড়ির এমন বর্ণনা কালিদাসেও পড়ি নি।

রামধূন রায় [সরকার বাগান স্ট্রীট]

ছেলেদের বেলায় প্রাতঃস্মরণীয়, মেয়েদের বেলায়?

রাতঃ স্মরণীয়া।

শিশির চন্দ্র মল্লিক [সাঁতবাগাছি, হাওড়া]

'পুরুষ মানুষের গলায় মেয়েলী স্বর'- -এক কথায় বলুন।

নরেশ মিত্তির।

শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় [কাঁকে]

যাহারা কানে কম শোনে তাদের বলা হয় কালা আরা যারা কানে বেশী শোনে তাদেরকে কি বলা হয় বলতে পারেন?

ক্যারামের ঘুঁটি, যাদেরকে পকেটে যেতে বল্লে আরও বেশি আজ্ঞাবহ হয়ে যাবার সময়ে স্টাইকারকেও সঙ্গে নিয়ে, তবে যায়।

শ্রীভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় [বর্ধমান]

সান্তনার (?) মধ্যে ধূমপানটাই কোনও কারণে এতাবৎ কাল খাদ্য সমস্যার যুগে পরিখা বেষ্টিত হয নাই......

পাগলকে সাঁকো নাড়া বলে বেশ করলেন মশাই! সিগারেটও কণ্ট্রোল হল বলে!

শ্রীপান্নালাল দাস [রামমোহন দত্ত রোড, কলিকাতা]

মানুষ মরে, বেঁচে থাকে কি ?

পাওনাদার!

সৈ. মু. [গোপাল বোস লেন, কলিকাতা]

উড়িয়া ঠাকুরের কোমরের বটুয়া ও আধুনিকাদের হাতের বটুয়ার প্রভেদ কি ?

বটুযা ব্যবহার করে উড়ে, ভ্যানিটি ব্যাগ—যাবা উড়ে বেড়ায। তফাৎ একটু থাকবে বৈকি ?

শ্রীসত্যব্রত চৌধুরী ও শ্রীনিমাই বসু [বিদ্যাপীঠ, দেওঘর]

মেয়েদের পৃথিবীর আর কোন পদার্থের সঙ্গে তুলনা করা যায় ?

পদার্থেব সংগে তুলনা কবা সম্ভব নয় কারণ মেয়েবা আসলে সবাই অপদার্থ!

মিণ্টু ভট্টাচার্য [মহারাজা ঠাকুব রোড, ঢাকুরিয়া]

মাটি ফুঁড়ে যা বেরোয় তাকে বলে উদ্ভিদ। কেঁচোও তো মাটি ফুঁড়ে বের হয়। কেঁচো উদ্ভিদ নয় কেন ?

কি হবে কেঁচো নিয়ে ঘাটাঘাটি করে? কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোক শেযকালে !!

রবি মজুমদার [দার্জিলিং]

শো কেসে জিনিষ দেখা আর রাস্তায় মেয়েদের দিকে তাকান কি ঠিক এক পর্যায়েই পরে (?) না ?

না টাকা ফেললেই শো কেসেব দেখা জিনিষ সব সময পাওয়া যায় না।

শ্রীমতী সাবু [চাঁদপুর]

নারী জীবনের চরম উদ্দেশ্য কি বলতে পারেন ?

না। এম, বি, সরকার মশাই পারতেন!

মদন দত্ত

সিনেমায় যাঁরা গান প্লে ব্যাক করেন তাঁদের নাম সিনেমা কর্তৃপক্ষ পর্দায় প্রকাশ করেন না কেন ?

আপনি যদি পরীক্ষার খাতায় আর কারুর উত্তর টুকে দেন, তবে আপনি কি আপনার খাতায় যার দেখে টুকেছেন তার নাম প্রকাশ কবেন ?

কামাল উদ্দীন [ঝাউতলা]

যে গাজা খায় সে গাঁজাখোর, যে আফিম খায় সে আফিম খোর, যে তামাক বা বিড়ি খায়, সে তামাক খোর বা বিড়ি খোর কিন্তু যে চুমু খায় ?

শুধু চুমু খেলে Kissউনা ! কিন্তু আবও এগোলে তখন আব খোর নয়, খোরপোষ দিয়েই তবে নিস্তার !!

এন রায় [ডিব্রুগড়]

যে-সব মেয়েছেলে ছেলেদের সাথে কথা বলতে লজ্জা করে অথচ আড়াল থেকে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে থাকে এ ধরণের মেয়েছেলেকে কি বলা যেতে পারে ?

সহপাঠিনী !

শ্রীসনঘ কুমার রায় [কলিকাতা]

আচ্ছা বলতে পারেন সুন্দরী তরুণীর মন রেখে চলার বাতিক যাদের তাদের প্রাপ্য কি ?

কিছুকাল চন্দ্র সেবনের পর সুন্দর ছেলে এসে পৌছন মাত্র অর্ধচন্দ্র খাওয়া !!

নবদ্বীপ চৌধুরী [এল্‌গিন রোড]

চিত্র তারকাদের প্রিয়ভাজন হতে হলে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় কী ?

—Luck !

না বিজ্ঞাপন বলছে Lux !!

বারীন দাসের সংগে বাংলার সাহিত্যে মৃত জীবিত লেখকদের কার তুলনা চলতে পারে ?

একমাত্র শরৎচন্দ্রেব। দুজনেই কিছুকাল রেঙ্গুনে ছিলেন।

রবি মহাপাত্র [কটক]

আজকের কংগ্রেসী পেট্রিয়টদের সংগে সেদিনকার বাঙালী বিপ্লবীদের কি পার্থক্য ?

বাঙালী বিপ্লবীরা জেল ভাঙ্গত, এঁরা জেল ভাঙ্গাচ্ছেন অর্থাৎ জেল ভাঙ্গিয়েই এঁদের অন্নবস্ত্র, মন্ত্রীত্ব !!

ব্যর্থ প্রেমিক [সুইসাইড লেন]

মন দেওয়া নেওয়া জিনিষটা কি ?

ওটা ভারত পাকিস্তান বাণিজ্য চুক্তি ! ভারত ২ হাজার মন কয়লার বদলে হয়তো পাকিস্তানের কাছ থেকে দেড়মন পাট নিলো—এই আর কি !

নিজেকে পপুলার করার সহজ উপায় কি বলতে পারেন ?

ডেল কার্ণেগী না পড়া !

ভালোবাসলেই কি ভালবাসা পাওয়া যায় ?

না, ভালো সেলামী ছাড়া আর কিছুতেই ভালোবাসা পাওয়া যায় না !

বিবাহিতা আধুনিকারা কি মাথায় সিঁদুর দিতে অপমান বোধ করেন যে, যৎ সামান্য না দিলে নয় তাই ব্যবহার করেন ?

তার জন্যে নয় ; আসলে অনেক ছেলেই যে সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভারি ডরায় !!

নয়নহরি সিদ্ধান্ত [হরিসভা]

বাংলা ভাষায় আমার বড্ড ভুল হয়, মাপ করবেন অক্ষমতা।

অক্ষমতা কি মশাই ! এক্ষুনি আপনি সরকারের বিজ্ঞাপন সচিবের পদটির জন্য আবেদন করুন ! ঐ একটি মাত্র অক্ষমতার জন্যই পেয়ে যেতে পারেন !

সমরেন্দ্র কর্মকার [আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ হস্টেল]

আজকাল মেয়েরা ডাক্তারদের বিয়ে করতে চায় না কেন ?

বড্ড im-patient বলে !!

শ্রীজনার্দন ভট্টাচার্য [উদয়ন সিনেমা হল, আগরতলা]

যে সব মেয়েরা হরিধ্বনি শুনলে আঁৎকে ওঠে তাদের জন্য কোন ধ্বনি ব্যবহার করা উচিৎ ?

উলু

ব্ল্যাক মার্কেট করা আর চুরি করা এই দুয়ে সম্বন্ধ কি ?

নাডীর সম্বন্ধ ! নারীর সঙ্গে আনাডীর যে সম্বন্ধ কখনও হয় না !!

একটা অ্যাটম বম্ব্ পেলে কি কববেন ?

ব্ল্যাক-মার্কেটিং ।

শ্রীমানিক লাল দাস [হাজরা রোড, কলিকাতা]

স্বপ্ন কি ?

বাঙালীর বড হওয়া ।

আমরা বিলেত গেলে প্যাণ্ট পবি কিন্তু সাহেববা এখানে ধুতি পবে না কেন ?

সাহেব এবং মোসাহেবে ঐত তফাৎ ।

অ. কু. ব [চাই বাসা]

পতির পুণ্যে সতীব পুণ্য কথাটা প্রচলিত কিন্তু সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য কথাটা প্রচলিত নয় কেন ?

কারণ, কলিকালে পুণ্য কেনবাব জন্য রোজগারের টাকা লাগে ।

তৃপ্তি সেন [তেজপুর, আসাম]

আসলে মেয়েদের রূপ কখন ফুটে ওঠে ?

যখন পাউডার মাখা মুখে প্রথম ঘামের ফোটা দেখা দেয় !!

চিত্তরঞ্জন দে [কামারপুকুর]

এবার Ist এপ্রিলে এপ্রিল ফুল করলেন কাকে ?

গত ১৯৪৭ সালের পর থেকে ত আর Ist এপ্রিল ফুল করা হয় না ; আমাদের ন্যাতারা ১লা এপ্রিলের বদলে ১৫ই আগষ্ট সমস্ত দেশকে এপ্রিল ফুল করে ছেড়েছেন প্রথম, ১৯৪৭ সালে এবং তারপর থেকে ঐ দিনটি প্রতি বছর সগৌরবে স্মরণ করা হয় আমাদের !

শ্রীবীরেন্দ্র নাথ গুহ [কলেজ রোড, হাওড়া]

পরিষদ গৃহের স্পীকারের হাতুড়ি শুধু টেবিলেই পড়ে কেন ?

কারণ, পরিষদ সভ্যের মাথা আরও নীরেট, তাদের মাথায় পড়লে হাতুড়িটাই শুধু ভাঙবে !

শ্রীবিশ্বনাথ বসু [লালকুটির, ব্ল্যাকস্কোয়ার কলিকাতা]

মদ খেয়ে অনেকেই মাতলামী করে থাকে কিন্তু যারা না মদ খেয়েই মাতলামী করে তাদের কি বলব ?

M. L. A.

সত্যেন ঘোষ [কসবা]

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় আবেদন জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের প্রতি ভাই ভায়ের মত ব্যবহার করতে···

আমরা মন্ত্রী হলে আমরা তাইই করতাম। চোরে চোরে মাসতুতো ভাই—এই কথার সত্যতা প্রমাণ করতে।

ব. ন. ঘ. [কলিকাতা]

লেখা শেষ হলে আপনি আর সেদিকে তাকান না কেন ?

পুরাতনে রুচি নেই। নিত্য নূতনই তো ভাল—কি বলেন ?

নন্দ দুলাল দত্ত [গোয়াবাগান]

'এ্যান্টিক্লাইম্যাক্স'—কি জিনিষ ? উদাহরণ দিন।

বসন্ত সমাগমে বাটার জুতো !!!

স. কু. দ [সিটি কলেজ সাউথ]

মেয়েদের বয়স ধরা বা বোঝা যায় কি ?

একটিমাত্র উপায় আছে। যার বয়স জানতে চান তার সঙ্গে এক সঙ্গে স্কুলে-কলেজে পড়ত এরকম কোন মেয়ের বয়স তাকে বলুন, দেখবেন সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফোঁস করে উঠেছেন,—ও তো আমার সঙ্গে পড়ত, আমার বয়স এখন —দেখবেন আসল বয়সটা রাগের মাথায় তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে কাজেই।

গোপাল ঘোষ [বালিগঞ্জ গার্ডেনস, কলিকাতা]

"Animals Without Backbone"—বইখানা পড়েছেন?

না। নাম দেখে মনে হচ্ছে বাঙালী জাতির ওপর লেখা কোন বই, তাই না?

নলিনীরঞ্জন ঘোষাল [শিবপুর, হাওড়া]

হাঁস রাত্তে ডিম পাড়ে কেন?

দিনে ডিম পাড়ে না বলে।

দে দোল দে [কলিকাতা]

অনেকগুলো ছেলেপিলে থাকা একটি বিড়ম্বনা—তাই নয় কি?

মন্ত্রী হতে পারলে অনেকগুলি ছেলে পিলে থাকাই দরকার—তারাই ত এমব্যাসাডর আমাদের!

অজিত কুমার মিশ্র [বাঁকুড়া]

সাহিত্যিকতা এবং অনাহারের মধ্যে তফাৎটা কোথায় বলতে পারেন?

অনাহারী খেতে পায় না কিন্তু লজ্জা পায়, সাহিত্যিকরা খেতেও পায় না লজ্জাও পায়না।

বলতে পারেন মানুষের জীবনকে নিয়ে পুতুল খেলা খেলে কারা?

কেষ্টনগরের কুমোররা!

ননীগোপাল [বাদুড় বাগান]

"পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা" জিনিষটা কি?

আ৲ দেশে ওর মানে হল, এমন একটি পরিকল্পনা করা যাতে চার বচ্ছর নিশ্চিন্তে ঘুমানো যায়, তারপর পঞ্চমবর্ষে সময় পর্যাপ্ত নয় বলে আবার একটি করে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাতে আবার চার বচ্ছর……

নবলীলা দে [ম্যাঙ্গোভিলা গার্ডেনস]

Great Man এবং গ্রেট উওম্যান—এদের প্রতিভায় মূলগত কোনো পার্থক্য আছে কি?

আছে ; Great men think alike ! Great women never !

নিবারণ হালদার [প্রতাপাদিত্য রোড]

কাপড়ের যারা কালোবাজার করে তারা নিজেরা কি পরে ?

খদ্দর !

শ্রীকৃষ্ণ সখা মিত্র [আশুতোষ মুখার্জি রোড]

আপনি লিখেছেন, "পঙ্কজ মল্লিক সবচেয়ে সুন্দর রবীন্দ্র সংগীত গান," অথচ আপনি পঙ্কজ বানানটাও ঠিক মত লিখতে পারেন নি। একাধিকবার লিখেছেন 'পঞ্চজ বাবু'।

আমাদের একজন স্যাকবা ছিল। গয়না গডতে সে ওস্তাদ। লোকে বলে সে অলঙ্কারের রাজা। এখন একদিন সেই প্রায় অজ স্যাকরাটি তার ছেলের বই ওলটাতে ওলটাতে দেখল লেখা রয়েছে, কবি জয়দেব ছিলেন অলঙ্কারের বাজা,...ইত্যাদি। ব্যস আব যায় কোথা, সেদিন থেকে সে নাওয়া, খাওযা, সুদ, গয়না বন্ধকী সব ভুলে কাব্যচর্চায মন দেয়। ফলে পাড়ার লোকেরা কিছুদিনেব মধ্যে একটি ভালো স্যাকবার দোকান হারালে। তাই বলছিলুম আপনাব যা কাজ তাই করুন। কি লাভ এসব সাহিত্য সঙ্গীত নিয়ে নাডাচাডা করে ?

অসীম মুখোপাধ্যায় [ঢাকুরিয়া]

"ব্যর্থ প্রেমিকের স্থান কোথায়" ?

ফিল্ম কোম্পানীতে।

প্রণবেশ মজুমদার [গৌহাটি]

শীতকালে Falls-এব চেহারা দেখেছেন ? বর্ষাকালের সেই গর্জন আর রূপ কিছুই থাকে না একটু জোরে বৃষ্টি পড়লে যেমন হয়, সেরকম জোরও থাকে না তার, সেই সময় Falls কে কি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে ?

False !

মন্নু বন্দ্যোপাধ্যায় [ওলড্ জি. টি. রোড উত্তরপাড়া]

মন্তর-পড়া বউয়ের যথার্থ উপমা কি বলতে পারেন ?

মন্তর-পড়া-বউ হোলো ট্রাম কোম্পানীর মান্থলী টিকিটের মত—Not transferable!

বিমলেন্দু দত্ত [বরাহনগর]

যার দুই হাত সমান চলে তাহাকে বলে সব্যসাচী বলতে পারেন যার দুই পা সমানে চলে তাকে কি বলে?

ফুটবল প্লেয়ার!

নিখিল বসু [ত্রিপুরা]

আজকের পৃথিবীতে অনেস্ট লোক কোনও ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়?

যায়; পাগলা গারদে। তারা পাগলামীতে অন্ততঃ নির্ভেজাল। কিম্বা ঘুরিয়ে বলতে পারেন আজকের পৃথিবীতে যারা honest তাদেব স্থান সংসারে নেই, আছে শুধু পাগলা গারদেই।

শ্রীকালীপদ শীল [হরিপাল, হুগলী]

মেয়েদের হাতের সম্মার্জনী আর তাদের ক্ষুরধার রসনা এই দুইটি মারণাস্ত্রের মধ্যে কোনটিকে আপনি বেশী ভয় করেন?

কোনটিকেই নয়—তার চেয়ে ঢের বেশী ভয় করি অন্য কোন মেয়ের হাতে কোনও নতুন ডিজাইনের চুড়ি-কে—যদি চেয়ে বসে।

শ্রীসুধাংশু কুমার সরকার [গড়পার রোড, কলিকাতা]

বাংলার মড়াকান্নার অপূর্ব স্বরলিপি কে রচনা করেছেন বলতে পারেন?

একদিন রচনা করেছিলেন সাত সমুদ্র তেরো নদী পার থেকে আসা বিলেতী সাহেব আর তারপরে আজ রচনা করছে এদেশেই আগাছার মত গজিয়ে ওঠা যত অবাংগালী মোসাহেব—ভারতের অশেষ দুর্ভাগ্যে যারা আজ আপনার, আমার সকলের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া বিধাতা-পুরুষ।

শ্রীমুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় [রহড়া]

নিউজিল্যাণ্ডের যে সব পুরুষদের শরীরে 'লোম' থাকে তাদের নাকি

কোন মেয়েই বিয়ে করতে চায় না। পৃথিবীর মধ্যে সব পুরুষরাই বোধ হয় সব চেয়ে হতভাগ্য তাই নয় কি ?

শুধু লোম থাকলে নিউজিল্যাণ্ডে কেন ল্যাপল্যাণ্ড, গ্রীনল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড কোথাওকার মেয়েই আপনাকে বিয়ে করবে না—কিন্তু লোমের সংগে যদি যথেষ্ট টাকা থাকে—তখন ? তখন সব মেয়েই আপনাকে কম্বল মনে করে গড়াগড়ি দেবে। কম্বলের লোম বাছবার চেষ্টা করবে—স্ত্রীলোক হলেও মেয়েরা এত বোকা নয়। আর হতভাগ্য বলছেন 'কেন' ? আমার তো ভগবানকে ডেকে বলতে ইচ্ছে করছে : কুকুরকে যেমন লোম দিয়েছো বিশুদ্ধ ঘি না খাবার জন্যে, ঘোড়ার যেমন পা মোড়বার ক্ষমতা দাওনি দাঁড়িয়ে ঘুমোবার জন্যে, ভাওয়ালের মেজকুমারকে যেমন বনে পাঠিয়েছিলে রামের মত রাজ্য ফিরিয়ে দেবার জন্যে তেমনি আমাদের গা ভরে লোম দাও—স্ত্রীলোকের হাত থেকে বাঁচবার একান্ত প্রয়োজনে।

শ্রীকনক দে [হালসী বাগান রোড]

রাস্তা দিয়া যে কোন একটি মহিলা গেলে তাহারা স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে—কিন্তু হাজারটি পুরুষ চলিয়া গেলেও কেউ তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না। ইহার কারণ কি বলতে পারেন ?

বছরের পর বছর ফিল্ম দেখানো হয় চিত্রগৃহে। তারা আসে যায় কিন্তু কোন ছবির বিজ্ঞাপনে যেই দেখেন "for adults only" লেখা আছে অমনি তা যারা adults নয় তাদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পুরুষ মানুষকে আট থেকে আশী কোন বয়সেরই ছেলে মেয়ের চেয়ে দেখতে বাধা নেই তাই কেউই ভালো করে দেখে না কিন্তু মহিলা ? "for adults only" তাই সকলেরই সাগ্রহ দৃষ্টি লেহন করে কোন একটি শাড়ি বা গয়না রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলেই।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দে [জলপাইগুড়ি]

আজকালকার যুবতীরা যুবকদের ভীতির কারণ অথচ যুবকরা যুবতীদের ভীতির কারণ নয় কেন ? বলতে পারেন ?

বিড়ালকেই তো ইঁদুরদের ভয় করবার কথা—ইঁদুরদেরতো বিড়াল কখনও ভয় করছে বলে শোনা যায় না ! ('বিড়ালাক্ষী' কাদের বলে জানেন্-তো ?)

শৈব্যা চৌধুরী [রোল্যাণ্ড রোড]

আপনি প্রতিভাবান কিন্তু অসম্ভব দাম্ভিক ; সেই সঙ্গে পরছিদ্রান্বেষী এবং স্বার্থপর !—

যথার্থ ! (প্রথম বিশেষণটি সম্বন্ধেই আমার এই উক্তি)

শ্রীবিজয় পাল [চন্দন নগর]

Frailty, thy name is woman ! ছেলেবা বলে মেয়েদের প্রত্যুত্তরে মেয়েবা ছেলেদেব কি বলবে !

বলবে কি বলেই তো ! একাধিক ছেলেব সঙ্গে যখন কোনো মেয়ে প্রেমের ছলনা কবে তখন তো কাছ দিয়েই বলে : Blindness thy, name is man কিম্বা Commonsense, thy name is never man !

সুকুমাব দাস [সিমলা স্ট্রীট]

দাড়িগত হিসাবে কে শ্রেষ্ঠ ? (ক) কার্ল মার্কস্ (খ) ববি ঠাকুব (গ) বার্নার্ডশ

ওঁদের মধ্যে কেউ নয়—সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন জিলেট ব্লেডেব আবিষ্কর্তা মিঃ জিলেট।

শ্রীকমল কুমাব মুখোপাধ্যায় [ব্যাবাকপুব]

যে পুরুষ স্ত্রীসঙ্গ ছাড়া থাকতে পাবে না তাহাকে বলা হয় স্ত্রৈণ ! আচ্ছা বলবেন যে স্ত্রীলোক স্বামীসঙ্গ ছাড়া থাকতে পাবে না— তাহাকে কি বলা হইবে ?

পরস্ত্রী !

শ্যামাপদ উকিল [বসা রোড]

আপনাব লিখিত·········

উকিলের চিঠি আমবা accept করি না !

সৌরেন ভড় [নলিকান্ত সরনো স্ট্রীট]

মানুষের চেয়ে Party বড়—এ কথাব অর্থ কি ?

Russiaতে ওর অর্থ individual মানুষ যত বড়ই হোক দলগত সমষ্টি

partyর কথা তার চেয়েও বড ! ভারতবর্ষে এর মানে মানুষ মরে পচে হেজে যাক—তার চেয়ে বিদেশী রাষ্ট্রদূতকে Lunch, Dinner, Teaparty দেওয়া অনেক বড়।

শ্রীনির্মল [কলিকাতা]

যদি 'অপকার করিবার ইচ্ছা' অপচিকীর্ষা হয়, তবে মন্ত্রী হইবার ইচ্ছা কি ?

পরস্ত্রীকাতরতা ! (স্ত্রীর স্থলে শ্রীপডলে, ছাপাব ভুল ধরতে হবে)

প্রশান্ত কুমার বসু [টিপু সুলতান বোড]

'আচ্ছা বলুন তো' সূর্য সকাল এবং সন্ধ্যায় আমাদের কাছ হতে একই দূরত্বে থাকে, অথচ সোনাব বর্ণ সকাল আব সিঁদুর বর্ণ সন্ধ্যা হয় কেন ?

যে কারণে একই স্ত্রীকে ফুলশয্যাব বাতে একবকম এবং জীবনেব বাকী দিনগুলি একেবারেই অন্যরকম মনে হয়।

শ্রীইন্দুশেখব পাঠক [ইছাপুর]

কপালে সিঁদুব দেখে বিবাহিত মেয়েদেব চেনা যায়. বিবাহিত ছেলেদের চেনবার উপায় কি ?

এক সিঁদুর দেখে ছাড়া বিবাহিতা বুঝবার উপায় নেই বলেই মেয়েদের মাথায় সিঁদুর। ছেলেদের বেলায়—জীবনের উৎসাহ শূন্যতা, বাজারের থলি, ছেলের হরলিক্স, চটিব শুকতলা লট পট কবা দেখেও বুঝতে পারেন না আমরা বিবাহিত কি অবিবাহিত ?

রাধিকা মোহন রায় [গৌহাটি, আসাম]

বিয়ের পর মেয়েরা ঘোমটা দেয় কেন ?

কোনও কোনও মেয়ে দেয় ওব আডালে খ্যামটা নাচবার জন্য।

শ্রীঅমল বসু [চুঁচুড়া হুগলী]

বলতে পারেন বিয়ের পর স্বামী স্ত্রীর প্রথম চিঠির যথার্থ উপমা কি হতে পারে ?

স্বামী-স্ত্রীর প্রথম চিঠি আমার কাছে প্রথম গোঁফ-দাড়ি ওঠার মত। প্রথম

বারই কাটতে ভালো লাগে, তারপর থেকেই সারাজীবন একঘেয়ে আর বিরক্তিকর!

বিমল দে [তিন সুকিয়া]

যে স্ত্রীর স্বামী বিদেশে থাকে তাহাকে বলা হয় প্রোষিতভর্তৃকা। আচ্ছা বলতে পারেন যে স্বামীর স্ত্রী বিদেশে থাকে তাহাকে কি বলা হয়?

ডেলি প্যাসেঞ্জার!

শঙ্কর রুদ্র [বিডন স্কোয়ার]

রাজনীতির স্রষ্টা কে?

Arm-chair

শ্রীরমেন চক্রবর্তী [পলতা]

যে পুরুষ ভীরুতা প্রদর্শন করে তাকে আমরা কাপুরুষ বলি। কিন্তু স্ত্রীলোকের বেলায় কা-স্ত্রীলোক হয় কি?

আপনি হয় উন্মাদ, না হয় এখনও জন্মগ্রহণ করেন নি, স্ত্রীলোক সত্যিই কি কিছুতে ভয় পায়?

শ্রীশুভঙ্কর দত্ত [বজ বজ]

ধনী লোকেরা কেন গরীব লোকদিগকে ঘৃণা করেন?

কারণ ধনী মানুষেরা ধনী বটে কিন্তু তারা মানুষ নয়!

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র দাস [বি. আর. সিং হাসপাতাল]

আপনি প্রেম-বিবাহ সমর্থন করেন?

বিবাহ করব বলে ছাব্বিশ বচ্ছর ধরে বিবাহ না করে প্রেম চালিয়ে যাওয়ার চেয়ে সমর্থনযোগ্য মনে করি!

শ্রীসুধীর চক্রবর্তী ভৌমিক [চিত্তরঞ্জন]

বলতে পারেন "যে জানতে-চায়" তার 'appropriate' নাম?

Income Tax-Inspector বোধ হয়।

চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস [মেছুয়াবাজার স্ট্রীট]

যারা প্রেমের পাগল তাদেরকে কি বলে ?

নভেল-পাঠক !

আর যেই প্রেমিকা উদাসীন তাকে কি বলে ?

গৃহিণী !

মিহির দত্ত [ক্যারি রোড, হাওড়া]

পুরুষরা বিয়ের দুই তিন দিন বৎসর পরে বলেন তারা বিয়ে করে বেজায় ঠকেছেন। কিন্তু তখন তাদের প্রথম স্ত্রী মারা গেলে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন কেন ?

একবার একজামিনে ফেল করলে একজামিন দেয় না কেউ ? একবার ফুলুরি খেয়ে কলেরা হলে দ্বিতীয়বার জীবনে কি ফুলুরি খায় না কেউ ? একটি ছেলে হতেই খরচান্ত হয় বাপ কিন্তু তাতেও দেখি কবির সেই কথা ; বর্ষে বর্ষে পুত্র কন্যা, আসেন যেন ভীষণ বন্যা"—সমান সত্য হয়ে দেখা দেয় !

শ্রীমান দাশরথি [ডবলিউ সি ব্যানার্জী স্ট্রীট]

মানুষ বড় হয় কিসে—ধনে মানে না ঐশ্বর্যে ?

লম্বায় !

সোমেন চট্টোপাধ্যায় [পদ্মপুকুর লেন]

'বেকার' ও বেগার' (Beggar) এর মধ্যে তফাৎ কতটুকু ?

বেগার কখনও বেকার বসে থাকে না আর বেকার যে-কোনোদিন বেগার হয়ে যেতে পারে !

জয়দেব ভট্টাচার্য [হুগলী]

'সম্বুদ্ধ' লিখিত "বিধবা বিবাহ" প্রবন্ধে শেষ পৃষ্ঠার একটি লাইন বিপত্নীক পুরুষের সম্বন্ধে, "কিশোরী বধূর যে দ্বিধা বিধবা নারীর পক্ষে অপূর্ববিবাহিত পুরুষের সেই দ্বিধা আসা সম্ভব"। অপূর্ববিবাহিত শব্দের অর্থ কি ? যাহার চমৎকার বিবাহ হইয়াছে অথবা যাহার পূর্বে বিবাহ হয় নাই আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রথমটি অব্যবহার্য। যদি শেষেরটি হয় তবে অবিবাহিত লিখিতে আপত্তি কোথায় ?

আছে, আপত্তি আছে, আর কারুর না থাক, যাঁর নাম করেছেন তাঁর আছে। তিনি একজন হিউমরিস্ট। যাঁর প্রত্যেক কথায় লোক না হাসল, বাংলাদেশে সে আবার হিউমরিস্ট হয় কি করে? অপূর্বতেই প্রশ্ন তুলেছেন। 'অভূত পূর্ব বিবাহিত' লেখেন নি, তার জন্যে কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ আমাদের। বলুন দেখি তাহলে কি হাসিরই না হত প্রবন্ধটি!

সত্যেন ঘোষ [কসবা]

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, শ্রীমতী কানন দেবী, শ্রীযুক্তা রেণুকা রায় ও শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী যদি ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হন তাহলে কে বেশী ভোট পাবেন বলতে পারেন ?

রাজনৈতিক ভোটযুদ্ধ হলে কে বেশী পাবেন বলা শক্ত! তবে অভিনয় করবার ক্ষমতা কাব বেশী এ নিয়ে ভোট নিলে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতই বোধ হয় বিজয়ী হবেন।

রতন সেন, শম্ভু দাশ, দেবব্রত বসু ["ক্ষেত্রশ্রী" দীনেন্দ্র স্ট্রীট]

আমরা অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কোলকাতা কেন্দ্রের কথা বলছি।

দাঁড়ান। রাঁচীর পাগলাদের সম্বন্ধে, আলিপুরের চিড়িয়াখানার সম্বন্ধে কিছু খবর পাই, তিনটে একসঙ্গে জুড়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমরাও কাগজ মারফৎ তা প্রকাশ করব।

স্বপন কুমার রায় [কোলে বিল্ডিং]

কোনো মেয়েকে ভালবাসতে গেলে কি Qualification দরকাব হয় ?—বলতে পারেন।

পারি। সে যুগে পুরুষমানুষ হলে হত! এযুগে শুধু বড়লোক হলেই চলে!

শ্রীমনোমোহন সাহা [ইডেন হিন্দু হস্টেল]

পণ্ডিত নেহেরু ময়দানের সভায় সেদিন বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, 'দেশে আজ একশ্রেণীর লোক যে গণ্ডগোল ও বিশৃংখলার সৃষ্টি কচ্ছে এর সমুচিত ব্যবস্থা শান্তিপ্রিয় জনসাধারণেরই করা উচিত,' অর্থাৎ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের দায়িত্ব আমাদেরই। কিন্তু একটা প্রশ্ন না

উঠে পারে না যখন দেখতে পাই সরকারে রপ্রেসনোট ও মন্ত্রীবর্গের বিবৃতি জনসাধারণকে চুপচাপ থাকতে, আইন নিজের হাতে গ্রহণ না করতে এবং নিষ্ক্রিয় থাকতে অনুরোধের সুরে উপদেশ দিচ্ছে।

আমার বন্ধু রমাপদ চৌধুরী বলেন: পণ্ডিত নেহেরুর কোনো কথার প্রতিবাদ করবেন না। সময় দিলে উনি নিজেই তা করবেন।

সন্তোষ কর্মকার [দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড]

লোকে কোথাও যারা বয়েসে ছোট তাদের আপনি বলে সম্বোধন করে, আর কোথাও যারা বয়েসে যথেষ্ট বড় তাদের তুমি বা তুই বলে সম্বোধন করে। কি মনোভাব নিয়ে এবকম বলে এবং তার কতটা হেতু আছে?

কি মনোভাব নিয়ে—প্রশ্ন করছেন? যে-মনোভাব নিয়ে নেমন্তন্ন বাড়িতে অনিমন্ত্রিত কোনো দরিদ্র ক্ষুধিত লোক এলে তাকে খেতে দিই নে, কিন্তু পাতে বসে ডিসপেপ্সিয়ায় কাতর কোন বড়লোক যদি খাবার নষ্ট করে তবুও তাকে আরো খেতে অর্থাৎ আরো নষ্ট করতে প্ররোচিত করি। যে মনোভাব থেকে বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্র নাথ বসু যদি পায়ে হেঁটে হঠাৎ আমাদের বাড়িতে আসেন ত আমরা বিরক্ত হই কিন্তু কোন অপদার্থ বড়লোক-তনয় ইয়ার্কি দিয়ে সময় নষ্ট করতে গাড়ি করে এলে কৃতার্থ মনে করি নিজেকে! যে মনোভাব থেকে বাড়ির ড্রাইভারকে আপনি বলি কিন্তু গৃহশিক্ষককে মাস্টার বলেই কর্তব্য সম্পন্ন করি।

হিরণ্ময় সান্যাল [বাগবাজার]

আচ্ছা বলতে পারেন আমরা ছোট থাকতে প্রথম অ, আ, ই, ঈ পড়ে এসেছি কিন্তু এইরকম কেন অক্ষরগুলি সাজান তা বুঝিনি, বোঝার চেষ্টা করলেও ধমকানি খেতে হয়েছে তাই বলছি যদি আমার ছোট ভাইকে, ই, ঈ, অ, আ শেখাই তবে কি ভুল হয় আর এটা হবে না বা কেন?

কি সাংঘাতিক প্রশ্ন করেছেন মশাই? আপনার হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান পর্যন্ত নেই?

আশিস্ কুমার চক্রবর্তী [পরাশর রোড]

বাঙালীরা ভাত খায়, খোট্টারা ছাতু খায়, ছাগলে ঘাস খায়, সম্পাদকেরা কি খায় বলতে পারেন ?

আমরা কি খাই, জানতে চান ?—আপনাদের ভবিষ্যৎ।

অশোক কুমার দত্ত [অ. কু. দ..]

ধোবাকে ধোবা বল্লে, গাধাকে গাধা বল্লে, মুচিকে মুচি, গয়লাকে গয়লা, নাপিতকে নাপিত, মেথরকে মেথর বল্লে দস্তুরমত চটে গিয়ে গালাগাল দেয়, আচ্ছা সম্পাদককে সম্পাদক বল্লে কি রাগ করে ?

না ; কিন্তু সম্পাদকরা গাধাকে কখনও গাধা বলে না' নেহাৎ দরকার হলে "অ. কু. দ." বলে ডাকে কখনও কখনও।

চিত্রা রায় [পূর্ব পাকিস্তান]

'যে রক্ষক সেই ভক্ষক'—এ কথা কি কখনও সত্যি হয় ?

কেন, এইত দেখুন না, C. P. কথাটার মানে Calcutta Police অর্থাৎ তারা শান্তি রক্ষক ; আবাব C. P. যখন Communist party হয়ে দেখা দেয় তখন তারা শান্তি ভক্ষক (সরকারী মতে) তাই না ?

শিব প্রসাদ দেব [গোপাল ব্যানার্জি স্ট্রীট]

'...আমার মাসতুতো বোন শ্রীমতী বেবী সেন একটি সরল প্রশ্ন করতে চায়। প্রশ্নটি হল, আপনার মতে ভালবাসা আর প্রেম এক জিনিষ নয় ; কিন্তু ভালবাসার পরিনতী (?) সাধারণতঃ বিচ্ছেদ—প্রেমের পরিণতি কি ?

Baby !

নীরেন চৌধুরী [হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীট]

কোনো মেয়েকে প্রথম দেখেই যখন মনে হয় angel তখন যে-দেখে তার পরের অবস্থা কি অনুমান করিতে পারেন ?

'In Jail' বোধ হয় !

প্রেম-সবুজ-শ্যাম রায় [ধর্মতলা স্ট্রীট]

"All that glitters is not gold" কথাটার বঙ্গানুবাদ কি হবে ?

যেই জহর কোট পরে সেই জহরলাল নেহেরু নয় !

সুধাংশু মুখোপাধ্যায় [বিষ্ণুপুব, ২৪ পরগণা]

যাঁরা চোখে হলদে দেখেন ডাক্তারেরা বলেন যে তারা নাকি বোগগ্রস্ত এবং তাঁদের রোগেব নাম নাকি 'কামলা' বা ন্যাবা' ; বর্তমান যাঁরা শুধু লাল দেখতে আবম্ভ কবেছেন তাঁবাও কোন রোগগ্রস্ত কিনা এবং যদি তাঁবা রোগগ্রস্ত হন তবে তাঁদেব সে বোগকে কি নাম দেওয়া যেতে পাবে, জানতে বড় ইচ্ছে কবে।

আমি ডাক্তাব নই। কাজেই সর্বত্র 'লাল' দেখে শঙ্কিত হওয়া রোগ কিনা বলতে পারব না। (অবশ্য কোন কোনও ডাক্তাবও এ শঙ্কায় যে ভুগছেন না এমন বিধান বা বায় দেওয়া শক্ত আমার পক্ষে) তবে যারা এই শঙ্কায় আতঙ্কিত, তারা কি চীজ বলতে পাবি। এদের অবস্থা দেখে মনে হয় এরা ঘর পোড়া গরু। সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়।

শ্রীপুষ্পব্রত বায় [পটিয়াঘাটা, খুলনা]

পৃথিবীতে শ্রদ্ধা সুখের না ভালবাসাব ?

কোনটাই সুখের নয। সুখের শুধু লিলি বালি। অসুখেরও বটে ! বিশ্বাস না হয় ছাপার অক্ষরে বিজ্ঞাপন পড়ুন।

অমিয় কুমার ঘোষ [আগব তলা]

আচ্ছা বলতে পারেন ভূত বলে কি-কোন জিনিষ আছে ?

ভারতে এখন কোন ভূত নেই—ভূত এখন এ্যামেরিকার ঘাড়ে চেপেছে।

মানুষের মত-স্বার্থপর জীব পৃথিবীতে কি আছে ?

আপনি মানুষ বলতে মেয়ে মানুষকেও তার মধ্যে ধরেছেন ত ! হ্যাঁ তাহলে আর নেই !

শ্রীবীরেশ্বর সান্যাল [ডি. গুপ্ত. লেন কলিকাতা-২]

......এখন এই দুরূহ কর্ম সম্পাদন করিবার দুর্নিবার দুরাকাঙ্ক্ষা দমন করিয়া, দয়া করিয়া, ঘোড়ার ঘাস কাটিবার ব্যবস্থা করুন। ......

কেন ?—আপনার জন্যে ঘাস কাটবার কেউ নেই ?

নরেন মিত্র [হালসীবাগান]

আমার গ্রাহক নং হল ৪৫১ ; অথচ আপনার কর্মাধ্যক্ষ লিখেছেন ৬৫১ ; এত নম্বর বাড়ালো কে ?

কোন এক ভাইস চ্যান্সেলর বোধ হয় !

হারাধন দত্ত [পটুয়াখালি]

কোন্ একটি জিনিষের প্রতি এ-পৃথিবীতে আপনার মোহ বেশী ?

'আয়না' ! আয়নার সাম্নে আমি যখন দাঁড়াই তখনই আমার দেশের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভার সঙ্গে আমার মোলাকাৎ হয় !

প্রণব চক্রবর্তী [২৭-সি চক্রবেড়ে রোড, নর্থ]

আচ্ছা, ছোড়দা, কর্তা-ভজা কথাটার মানে কি ?

তুষার কান্তি ঘোষকে জিজ্ঞাসা কর !

নীল মাধব ঘটক [রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট কলিকাতা]

Vulgar বলতে আপনি কি বোঝেন ?

আমাদের জাতীয়তাবাদী সম্বাদ পত্রের, "সম্পাদকীয়" !

শিয়ালদহ থেকে একজন

আজকাল আধুনিক মেয়েরা পাঞ্জাবী ড্রাইভারের পাশে বসে যায় দেখেছ ? হাতে চুরির (?) বদলে ঘড়ি পরে দেখেছ ?

বাসের ভিতব যদি তিলার্ধ স্থান না থাকে ত ড্রাইভারের পাশে না বসে কি ভেতরে আপনাদের কোলে বসে যাবে ? বাসের ভেতরে যে বিশৃঙ্খলা, তাতে মেয়েদের পক্ষে ড্রাইভারের পাশে বসে যাওয়া অনেক সম্মানজনক। আর হাতে ঘড়ি পববে না ত' ঘড়ি কি কপালে বেঁধে যাবে ?—ঘড়ির ত' একটা প্রয়োজনীয়তা আছে, যে সব মেয়েরা কাজ করে তাদের সত্যিই 'সময়' হাতে রাখার দরকার—সোনার চুড়ির Show নয়।

অ. কু. রা. ও ক. কু. গা. [কলকাতা ২৯]

উদয় মার্চেন্ট এবং উদয় শঙ্কর এর মধ্যে তফাৎটা কতখানি বলতে পারেন ?

উদয় মার্চেন্ট ক্রিকেটার কিন্তু Sportsman নন। উদয় শঙ্কর এখন মার্চেন্ট হতে চলেছেন। অর্থাৎ আগে 'শঙ্কর' নৃত্য দেখাতেন—এখন শুধু ব্যবসা করেন নৃত্যের নামে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় [লাভপুর] এবং শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়,—এঁদের তুজনের মধ্যে পার্থক্যটা ধরে দিতে পারেন ?

'কবির' তারাশঙ্কর একজন ভালো লেখক যিনি অনেক খারাপ লেখাও লিখেছেন। অন্য তারাশঙ্কর একজন খারাপ লেখক যিনি একটিও ভালো লেখা লিখতে পারেন নি।

সজনীকান্ত তো দেখলুম রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রভৃতিদের গালাগাল দিয়ে, কিছুটা বদ'নাম' কিনলেন। আপনিও কি গালাগালি দিয়ে সেই রকম 'নাম' কেনবার তালে আছেন কি !

ধরেছেন ঠিক, তবে ঠিক একই তালে নেই। এমন একটা কিছু করে যেতে চাই, যাতে পরে কেউ আমাকে গালাগাল দিয়ে বদ 'নাম' কিনতে পারে !

সুধীন দাস [ঢাকুরিয়া লেন, কলিকাতা ৩১]

আপনার আত্মম্ভরিতাটুকু বড্ড বেশী। আশা করি আপনি এ বিষয়ে আমার সাথে একমত হবেন যে, "অহঙ্কারই পতনের মূল।"

অহঙ্কারই পতনের মূল এ কথাটা আপনিই প্রথম কিছু বল্লেন না যে আপনার সাথে একমত হতে হবে, একমত হতে হলে পৃথিবীর প্রাজ্ঞজনের সঙ্গেই হবো ; যাঁরা একথা আগেই বলে গেছেন। তাব চেয়েও বড কথা হল ; 'পতন' বলতে আপনি কি বোঝেন ? নেহেরুর প্রধান মন্ত্রী হওয়াটা আপনার কাছে উন্নতি আমার কাছে পতন। আর অহঙ্কার জিনিষটাই একমাত্র বড় হবার প্রেরণা জোগায়। আমি যে কাজে হাত দিয়েছি সে কাজে আমার চেয়ে যোগ্যতর লোক আর নেই একথা না ভাবতে পারলে কাজে পূর্ণ সাফল্য আসে না। আর তা আমার পক্ষে এমন একটা কিছু বেশী ভাবাও নয়।

নিত্যানন্দ সোম [জলপাইগুড়ি]

'গাড়োল' কথাটার মানে কি ?

হিন্দী ছবির দর্শক !

বসুধারা বসুমল্লিক [কালি ব্যানার্জী লেন, হাওড়া]

"যার কিছু বিশ্বাসযোগ্য নয়,"—এমন জিনিষকে ইংরাজীতে কি বলে ?

"Government Report" !

শ্রীঅনিল কুমার মজুমদার [রাঁচি]

মধ্যবিত্ত লোকেদের কি স্টাইল শেখা উচিত ?

স্টাইল শেখার আর দরকার নেই ; একটি স্টাইল ত্যাগ করা দরকার—র‍্যাশনের পয়সা ধার করে এনে, বাইরে বেরুবার সময় আদ্দির পাঞ্জাবি এবং ধুতি কিংবা বুশ শার্ট আর ট্রাউজারস্ পরবার ট্রাজিক স্টাইল।

চারুবিকাশ সাহা [চন্দননগর]

বাঙালীদের বর্তমানে কোন ism follow করা উচিত ?

বাঙালীদের 'ism' বলে কিছু থাকবার কথা নয়, কারণ বাঙালীর যদি কিছু follow করতে হয় তাহলে was-m অর্থাৎ অতীত !

এ. কে. দত্ত [১, লোয়ার বাউডম স্ট্রীট]

ফুটবল খেলোয়াড়দের দল বদল করবার সঙ্গে কার তুলনা করা যায় ?

থিয়েটারের এ্যাক্টরদের ; দেখেন না রাস্তায় পোস্টার : অমুক স্থায়ীভাবে যোগদান করিলেন। তার মানেই সেই অমুক শিগ্‌গিরিই সেই থিয়েটার ছেড়ে যাচ্ছেন !

শ্রীমোহিত ভট্টাচার্য [গার্ডেন রীচ]

Two-faced man কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ কি ?

কেরাণী ! অফিসের বড় বাবুর সামনে এক Face, বাড়ীতে গৃহিণীর কাছে সম্পূর্ণ আরেক Face।

শশাঙ্কমোহন সেন [বড়বাজার]

আপনার লেখা কাদের সব চেয়ে ভালো লাগে জানেন ?

হ্যাঁ জানি, যারা আমার লেখা পড়ে না।

সনাতন গোস্বামী [টার্ফ রোড, ভবানীপুর]

বাংলা ছবিতে কি আর্ট নেই বলতে চান ?

হ্যাঁ আছে ; যদি আর্ট মানে হয় কলা। আর্টের নামে এভাবে কলা দেখানো বাংলা ছবি ছাড়া আর কোথায় সম্ভব বলুন ?

অসীম গুহ [বেলেঘাটা]

মহাত্মা গান্ধী যে বলতেন "এ দেশে আজ সকলেই উন্মাদ হয়ে গেছে। তা নাহলে এই অর্থহীন হানাহানি কেন ?" এ বিষয়ে আপনিও কি একমত ?

না। বরং আমার মতে ভারতবর্ষে একমাত্র উন্মাদরাই প্রকৃতিস্থ আছে। দেখুন আর সর্বত্রই গোলমাল হয়েছে প্রদেশে প্রদেশে, সম্প্রদায়ে, সাদায় কালোয় একমাত্র রাঁচীর পাগলা গারদে হয় নি। এর থেকে কি প্রমাণ হয় ?

তারাপদ দাস, মনোহর গাঙ্গুলী [কলিকাতা]

আমরা একটা ছবি তুলছি ; ছবিটার কোন নাম এখনও আমরা ঠিক করতে পারি নি। একটু নামকরণ করে দিতে পারেন ?—ধরুন শৈলজানন্দের 'শহর থেকে দূরে' কি 'ঘুমিয়ে আছে গ্রাম'- ওই ধরণের রেলগাড়ির মত লম্বা কোন নাম ?

ধীরেন গাঙ্গুলী (ডি. জি.) খুব চট করে নাম দিতে পারতেন। আপনার ছবিটা যদি হাসির হতো (না হলেও দুঃখ ছিলো না !) তিনি নামকরণ করতেন, 'যখন গুঁতিয়ে দিলো ষাঁড়ে'।

মল্লিকা মল্লিক [বালীগঞ্জ]

'Snob' বলতে আপনি বোঝেন ?

কিছু বুঝি নে। যে সব জিনিষ সারা জীবন নাড়াচাড়া করেও হৃদয়ঙ্গম হয় না, তাই যারা চট করে বুঝে ফেলে তারাই কি Snob ? না গোটা দুয়েক ডিগ্রী পাবার পর দুশো ডিগ্রী যাদের চাল বাড়ে, 'বাপ মা ভারি সেকেলে,'

'পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ঠিক চালাতে পারছেন না', অথবা 'প্রফেসর আবার আমাকে কি বোঝাবে' এই ধরণের ভাবখানা হয় যাদের, তারাই Snob ? অথচ মুখ দেখে এদেব বোঝবাব কিছু উপায় নেই , মানে snob তারাই মুখে বৈষ্ণব বিনয় এবং মনে যাদের সকলের প্রতি তুচ্ছ ধারণা সেই বৈsnob বিনয়ী বই snob আর কে বলুন ?

রবীন্দ্র কমল কর [বড়বাজাব]

চিঠি পত্রের জঞ্জাল বিভাগটিব ঠিক নীচেই লেখা উচিত ছিল পরিচালনা : ঝাড়ুদাব। কাবণ, জঞ্জাল তো ওবাই পরিচালনা বা পরিষ্কার কবে। আর সেটি আপনি হউন আব যে কেউ হোক না কেন তাতে কোন ভয নেই। কেননা অস্পৃশ্যতা তো উঠেই যাচ্ছে।

ভাল কথা মনে করিয়েছেন , সত্যি একজন ঝাড়ুদারের দরকার—এখন আপনি ঝাড়ু হাতে এসে দাঁড়াতে রাজি হলেই হয়।

জনৈক পাঠক [ল্যাম্প পোস্ট স্ট্রীট]

আপনি কুকুর না পাঁঠা ?

এর মধ্যে কোনটি হলে আপনার নিকট আত্মীয় হওয়া যাবে ?

৮৯নং রাসবিহারী এভেনিউ থেকে :

আপনার কলমটি কিসেব দ্বারা তৈরী বলবেন কি ?

এই কলম এবং যার হাতে শোভা পায় এই কলম তারা দুজনেই 'steel'-এর তৈরী।

ছবি মল্লিক [বালীগঞ্জ]

খুব গাঢ লাল, ফিকে লাল, সিঁদুরব লাল, এর মধ্যে কোন লালকে আপনাব পছন্দ ?

জহর'লাল' কে।

তারাপদ পাত্র [পাইকপাড়া]

সিনেমার অভিনেত্রীদের যে ষোড়শী বলে চালানো হয়ে থাকে সেই কি সত্যিই বয়স তাদের ?

হ্যাঁ,—তবে কেউ পঁচিশ বছরে ষোড়শী, কেউ চৌত্রিশে, কেউ চল্লিশে।

আলোক দে সরকার [হাতিবাগান]

ভারতবর্ষে কি এত কম পাগল যে মাত্র রাঁচীর একটা পাগলা গারদেই কাজ চলে যায় ?

একটা পাগলাগারদ আপনাকে কে বললে ? অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওর কলকাতা কেন্দ্র, এন্টি-করাপশন বিভাগ, ফিল্ম সেন্সর বোর্ড—এগুলি তাহলে কি ?

পৃথিবীর মধ্যে কোথাকার পাগলা গারদ সবচেয়ে বড় ?

পৃথিবীর বৃহত্তম বাতুলালয়ের নামটি খুবই ছোট : UNO

নকুল দে [ঢাকা]

সক্কলকে জুতো মেরে কি আপনার কর্তব্য শেষ ?

না, গরুদান করে তবেই নিষ্কৃতি।

তরুণ ঘোষ [শালকিয়া]

পৃথিবীর সভ্য অসভ্য সমস্ত দেশের মানুষকেই খেতে হয় এমন কোন খাবারের নাম জানেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, জানি !—ধোঁকা !

নলিন মিত্তির [ঢাকা]

মানুষের জীবনের সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয় চর্চা কি ? রুটি ? আর্ট ? —না ধর্ম ?

রুটি। আগে ব্রেড, তারপর বাটার। তারপর বাটারফ্লাই !

প্র. কু. রা [মেডিকেল কলেজ]

মুচির জল খেলে ব্রাহ্মণ যায় মুচি হয়ে, কিন্তু ব্রাহ্মণের জল খেলে মুচি কেন ব্রাহ্মণ হবে না ?

যেহেতু কুকুরে মানুষকে কামড়ালে মানুষের জলাতঙ্ক হতে পারে, কিন্তু মানুষ কুকুরকে কামড়ালে মানুষাতঙ্ক হয় বলে শোনা যায় নি।

প্রতুল দে সরকার [আলিপুর]

গাঁজা, চরস, চণ্ডু, সিগারেট, বিড়ি—কি ফুঁকতে বাকী আছে আপনার এখনও ?

শিঙে!

সত্যসুন্দর রায় [বন হুগলী]

সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ বলতে কি বোঝেন?

আগেকার কালে কি বোঝাত জানি নে, এখন ওর মানে দাঁড়িয়েছে অন্যায় অসত্য অত্যাচার।

লক্ষ্মী রায় [রাঁচী]

অন্যের কাছ থেকে কি পেলে আপনি খুসী হন, 'শ্রদ্ধাজ্ঞাপন' না 'প্রীতিজ্ঞাপন'?

যা পেলে সত্যিই খুসী হই তার নাম বিজ্ঞাপন!

অনিল কুমার মাইতি [পপুলাব ফার্মেসী, মিদনাপুর]

যাহার একটিও বাক্স নাই তাহাব নাম কিজন্য দেদার বক্স হয়?

যে কারণে একটিও খরিদ্দার কদাপি পদার্পণ না করলেও দোকানের নাম রাখা হয় "পপুলার ফার্মেসী"।

কল্যাণ ঘোষ [বালীগঞ্জ]

'পলি' বলিয়া একটি মেয়ের প্রেমে পড়িয়াছি। এখন কি কর্তব্য বলুন?

যত তাডাতাডি পারেন তাকে মনোপলি করবার চেষ্টা করুন।

প্রতিমা দে সরকাব [বাজে শিবপুব]

সত্যিকাবেব পর্দানসীন মেয়ে আজকের দিনে কেউ আছে আমাদেব দেশে?

আছে; সিনেমায় যে-সমস্ত মেয়ে নামে এক হিসেবে তাবা সবাই পর্দানসীন মেয়ে। তাই না।

শ্রীসাধন চন্দ্র পাত্র [আসানসোল]

আচ্ছা, ঠিক কোন বয়সে আধুনিক যুগে ছেলেদের ও মেয়েদের B. A. দেওয়া উচিত?

(প্রে)M. A. পডবার আগেই।

কমল দে [রোল্যাণ্ড রোড ; কলিকাতা]

রাষ্ট্রভাষা আপনার কেমন আসে ?

আমার আসে না ; আমার ছেলের ভালো আসে। সেদিন তাকে তার শিক্ষক, দশরথের চার ছেলে-র হিন্দি কি হবে জানতে চেয়েছিলেন ; ছেলে দেখলাম তৈরী ; জবাব দিলে তক্ষুণি ; দশরথকা চৌবাচ্চা !

মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা, — উদাহরণ দিন।

আসামী অত্যাচারের পর বেরুবাড়ি দান।

সত্যজিৎ রায়ের ছবি তৈরী করতে নাকি নিদারুণ অর্থ ব্যয় হয়,— সত্যি ?

হতো ; 'দেবী চৌধুরাণী' তুলতে হবে না। কারণ 'দেবী'-তো আগেই হয়ে আছে একবার ; শুধু 'চৌধুরাণী'-অংশটুকু তুলতে পারলেই হয় !

মাণিক্য ঘোষাল [গৌহাটি]

আপনি বোঝেন না,—এমন কি বস্তু এ জগতে আছে ?

তাপস সেনের আলোকসম্পাত ! নির্মল চৌধুরীর ফোক সংগ !

শম্ভু মিত্রের নাট্যালোচনা !—মণিকের সিনারিয়োর পাশেই ছবি এঁকে দৃশ্য বোঝানো যামিনী রায়ের প্রচ্ছদ ! 'প্রগতি' কথার অর্থ ! সাপ্তাহিক 'দেশে'র সম্পাদক কেন অশোক সরকার। 'স্বাধীনতা'-কে আহ্লাদে আটখানা করার জন্য লোকে কেন একদিনের মাইনে দেবে। এবং ট্যাঁশ গরু কেন গরু নয় !

শ্রীদীপ্তি চট্টোপাধ্যায় [আশুতোষ কলেজ]

বাংলা দেশে ক'জন আশুতোষ, অরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন, সুভাষ, নারায়ণ, গোপাল আছেন এবং ছিলেন দয়া করে সঠিক জানাবেন কি ?

৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (ভূতপূর্ব রয়াল বেঙ্গল, বর্তমানে রয়াল ওয়েস্ট বেঙ্গল টাইগার , আশুতোষ দেব (বর্তমানে যাঁরা অভিধান প্রণয়নে যাঁর অভিধান থেকে না বলে 'পরিশ্রম' অপহরণ করেন) ; আশুতোষ ভট্টাচার্য (মঙ্গলকাব্যে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করার ফলে নাটকের ওপর বিশেষজ্ঞ বলে দাবী করতে পারেন) , আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ('চলাচল', 'পঞ্চতপা' সিনেমা হবার পর তারাশঙ্করের মতে বর্তমান বাংলার তিন জন শ্রেষ্ঠ লেখকের অন্যতম)।

অরবিন্দ ঘোষ (দিলীপ রায়ের প্রশ্নের উত্তর না নিতে পেরে যিনি মূক হতে

বাধ্য হয়েছিলেন); অরবিন্দ পোদ্দার (শুধু 'ইণ্ডিয়ান' নন; ইণ্ডিয়ানাও বটে!); অরবিন্দ গুহ (উনবিংশ শতাব্দীর মানুষদের প্রত্যক্ষ বিবরণ যিনি বিংশ শতাব্দীতে দেবার একমাত্র লোক); অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় (বনফুল আর সকলের বলাইদা,—এঁর সত্যকারের দাদা)।

চিত্তরঞ্জন দাশ (সিদ্ধার্থ রায়ের দাদামশাই); চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদেশী বই থেকে টোকবার জন্য সমস্ত বাঙালী লেখকদের যাঁর কাছে যেতেই হয়)।

সুভাষ বসু (ফিরে আসবেন ;—খেবর); সুভাষ মুখোপাধ্যায় (চোখ বুঁজে কোন কোকিলের দিকে ফেরাব কান)।

নারায়ণ ভট্টাচার্য (সেযুগের নারায়ণ গাঙ্গুলী), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (এযুগের নারাণ ভট্চাজ); নারায়ণ চৌধুরী (বঙ্গ সাহিত্যের ভূতপূর্ব শনি); নারায়ণ সান্যাল (বকুলতলা পি, এল, ক্যাম্প নামক সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত অন্যতম উল্লেখযোগ্য বাংলা বইএর লেখক); নারায়ণ দাশ শর্মা (অচলপত্রের 'পত্র')।

গোপাল হালদার (অধম গোপালদের এঅর্ণবে লগি ঠেলা সার!); গোপাল ঘোষ (গোপাল ঘোষ! গোপাল ঘোষ! আঁকছ গরু হচ্ছে মোষ!); গোপাল ভৌমিক (রাণু ভৌমিক ছাড়া ভৌমিক পদবীধারী একমাত্র লেখক); গোপাল রায় (অ-মৌলিক গল্প)।

এছাড়াও জোড়' আছে যাদের কথা আপনি লেখেন নি ; যথা :

রমেশচন্দ্র দত্ত (আপনি শিক্ষিত লোক,—আপনি যা লিখবেন তাই বাংলা হবে—বঙ্কিম।); রমেশ মজুমদার (অনেকে ভুল করে ভাবেন নীহার রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস' বুঝি ওঁর লেখা।); রমেশ সেন (কাজল, কুরপালা, পূব থেকে পশ্চিম-এর রচয়িতা বর্তমান বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, কোনও দলভুক্ত নন বলে আলোচনায় উপেক্ষিত)। রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মোহিতলালের জীবনী রচয়িতা; মাণিক বন্দোপাধ্যায়ের লেখার সত্যকারের সমালোচনা একমাত্র ইনিই করেছেন; কবি; প্রাবন্ধিক এবং অচলপত্র-সম্পাদক দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল যে একমাত্র জীবিত ব্যক্তিত্বকে সমীহ করে চলেন)।

বিমল ঘোষ (বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা,—শোনা যায় আনন্দবাজারের ছোটদের বিভাগ আনন্দমেলা নামটির স্বত্ব এঁর দ্বারা সংরক্ষিত !), বিমল ঘোষ (ঘোষে ঘোষে নেতা), বিমল চন্দ্র ঘোষ (উদাত্ত ভারত—দাম ১০৲ টাকা) ; বিমল রায় (জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্ল ঘোষ, ফণী বর্মাদের পর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচালক) ; বিমল মিত্র ('মেয়েমানুষ' লেখক) ; বিমল কর (পদবী ধন্য) ।

উপদেশ : এরপরে নবজাতকের নাম রাখতে অবশ্যই সাবধান হবেন !

শ্রীব্যোমকেশ মণ্ডল (কেশরা ; বাঁকুড়া)

আমাদের বর্তমান সরকার গোয়ায় পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন না। পর্তুগীজ সরকার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁদের হাতে গোয়া সমর্পণ করবেন সেই আশায় বসে থাকবেন ?

নেহরুর ধারণা : সবুরে গোয়া ফলে !

অপূর্ব কুমার ঘোষ [বিবেকানন্দ রোড : কলিকাতা]

অপরাজিত-র GRAND PRIX পাওয়ায় আপনার প্রতিক্রিয়া ?

সত্যজিত রায়ও আমার চেয়ে খুসী নন এই প্রাপ্তির গর্বে আমি যত গর্বিত। নোবেল প্রাইজ যেমন রবীন্দ্রনাথকে দেওয়ায় রবীন্দ্রনাথ নন, নোবেল প্রাইজই নোব্লার হয়েছিল ; তেমনই গ্র্যাণ্ডপ্রিক্স সত্যজিতের ছবিকে দিয়ে ছবির নয়, প্রাইজের মূল্যই বেড়েছে। এ-সব আমরা আগেও লিখেছি ; আজও আবার লিখছি ; সত্যজিত রায়ই প্রথম বাঙালী ট্যালেণ্ট যিনি টলিউডে এলেন। তিনি সেই শ্রেণীর প্রতিভা, সাহিত্যে যাঁর প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ, ছবিতে অবনীন্দ্রনাথ, অভিনয়ে শিশিরকুমার। আমি জানি রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাবার পরেও অনেকে যেমন নানা কুৎসিত ঈর্ষ্যায় যৎপরোনাস্তি জ্বলে পুড়ে রবীন্দ্রনাথ দ্বারকানাথের নাতি এই কারণে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন মনে করে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করেছিল, সত্যজিতের প্রিক্স্ প্রাপ্তিতেও অনেকেরই অভিজ্ঞতায় তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। ঘটতে বাধ্য। আমরা বাঙালী যে ! বাঙালীকে বাঙালী ছাড়া ছোটো করে আর কে আনন্দ পাবে ? এত আনন্দ অবাঙালীও পায় না বড় বাঙালীকে ছোট প্রতিপন্ন করবার হীন প্রচেষ্টায়। কিন্তু তাতে সত্যজিত ছোট হবেন না। সূর্য যখন থাকে না তখনও সূর্য থাকে। চাঁদ তার রিফ্লেক্টেড গ্লোরি মাত্র।

আরও একটি কথা কেবলমাত্র সত্যজিত রায় নন, তাঁর ইউনিটের সবাইকে সমান অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি জানি, সত্যজিত উপস্থিত থাকলে তাঁর গলার মালা তিনি এঁদের পরিয়ে দিতেন। 'জাগতে রহো' ছবির আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্তিতে বাজকাপুরের জয়ধ্বনিতে অমিত মৈত্র এবং শম্ভু মিত্রের পর্যন্ত নাম শুনছি না। কাজেই সহকর্মীবা, সহকাবীরা কি সম্মান পায় ছবিব রাজ্যে তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু সত্যজিত রায়ের পক্ষে তা হবে না। রবিশঙ্কব, সুব্রত মিত্র, শৈলেন দত্ত, বংশীচন্দ্র গুপ্ত এবং অন্যান্য সকলকে নিয়েই যে তার জয়যাত্রা, জানি, সত্যজিত তা কখনও বিস্মৃত হবেন না, কারণ সত্যজিত সত্যই বড! সহকর্মীদের সঙ্গে নিজেব পুবস্কার ভাগ করে নেওযাতেই তাঁর সত্যকাবের জিত। তাঁর সাধনাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার।